কথা, এদেশের অপর সাধারণ সকল লোকের নিকট প্রচার আছে। দীপক রাগ আলাপ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং মল্লার আলাপ দ্বারা বৃষ্টির আবির্ভাব হয়, ইহা এদেশীয় অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে। প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ এই সমস্ত উৎকট বর্ণন কোন প্রকারে সত্য ও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু যদিও এই সমস্ত বর্ণনে বিশ্বাস করা যায় না, তথাপি সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রভাবে বাস্তবিক যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে সকলকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং তাহা অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াবৎ প্রতীত হয়। প্রান্তর মধ্যে বেণুস্বর শ্রবণ করিয়া, গো অশ্ব প্রভৃতি ঐ স্বরাভিমুখে ধাবিত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। সঙ্গীতপ্রিয় কুরঙ্গজাতি যে সুমধুর বংশিস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধকর্তৃক ধৃত হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অদ্যাপি, এদেশে তুবড়ির বাদ্য করিয়া মানুষে বিবরস্থ ভুজঙ্গকে ধরিয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়। বিষধর ভুজঙ্গ জাতিকেও জগদীশ্বর সুধাময় সঙ্গীত রসপানের অধিকারী করিয়াছেন! আরব দেশীয় বণিকেরা, যখন, আফ্রিকার প্রশস্ত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করে, তৎকালে তাহাদিগের পণ্য ভারবাহী উষ্ট্র সকল ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত হইলে, উষ্ট্রপালকেরা এক প্রকার গান করিয়া ঐ সকল পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জন্তুর পথশ্রান্তি দূর করে।

ইতর জন্তুদিগের মধ্যে অনেক জাতি সঙ্গীত রসাস্বাদনে অধিকারী, কিন্তু তন্মধ্যে পক্ষী জাতিরই কেবল নিজে গান করিবার শক্তি আছে। বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতে এত অনুরাগ, যে যখন মানুষে গান বাদ্য করে, তখন তাহারা নিকটে থাকিলে সেই মানুষের সঙ্গীতে যোগ দেয়। অপর, যে স্থলে তাহাদিগের সুস্বরের আদর হইবে, সেই স্থল ভিন্ন তাহারা সর্ব্বত্র গান করে না। অরণ্যমধ্যে যে স্থলের নিকট কোন মনুষ্যের বাস থাকে, সুরব বিহগকুল আপনা হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া গান করে। অনেক ভ্রমণকারী লোক অপরিচিত প্রদেশে কেবল পক্ষী বিশেষকে সন্দর্শন করিয়া, নিকটে লোকালয় আছে বুঝিয়া লন।

ডেনমার্কের নৃপতি চতুর্থ হেনরি একদা সঙ্গীতের শক্তি পরীক্ষা

করিতে ইচ্ছুক হইয়া এক গায়ককে আদেশ করিলেন, যে তুমি স্বকীয় সঙ্গীতালাপ দ্বারা সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিবার যে গর্ব্ব কর, তাহা অদ্য আমাকে প্রত্যক্ষ দেখাও। গায়ক, রাজার এই আদেশানুসারে এমনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিল, যে তৎ শ্রবণে রাজা উন্মত্ত হইয়া চারি পাঁচ ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মুসলমান সম্রাট কালিফ ওমার, এক বার এক বিদ্রোহ দমন করিয়া, বন্দীদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন। এক জন পারসী গায়ক তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, তাঁহার একটী গান গাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, যদি রাজা অনুমতি করেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়। রাজার অনুমতি হইল। তিনি এমনি মধুর স্বরে গান করিলেন, যে ওমার তাঁহার ও তাঁহার অনুরোধে অপর বন্দীদিগকে প্রাণ দান করিলেন। নরপিশাচ নির্দ্দয় তৈমুরও সংগীতের অবমাননা করিতেন না। ভারতবর্ষে যখন তিনি মনুষ্যমস্তক ছেদন করিয়া পর্ব্বতাকার করেন, তখন দৌলত নামক এক জন অন্ধ গায়ক তাঁহার নিকটে গান করিতেছিল। দৌলত দরিদ্র ভিক্ষুক ছিল, এবং তৈমুর বোধ হয় রহস্য করিবার মানসে তাহাকে দেখিয়া "দৌলত (ভাগ্য) অন্ধ" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে গায়ক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে "দৌলত" কখন এক জন খঞ্জের বাটিতে আসিতেন না। তৈমুর খঞ্জ ছিলেন। অন্য সময় হইলে দৌলতের মস্তক থাকিত না, কিন্তু তাহার সংগীতে তৈমুর মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই কথায় তিনি আমোদ করিলেন। ফ্রান্স রাজ্যে একবার এক জন উন্মাদ, কোন লোকের মনোহর বীণাবাদ্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকালের উন্মাদ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। একদা নবাব সেরাজুদ্দৌলা জল বিহারে নির্গত হইয়া, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং শুনিয়া এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, যে তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে স্বীয় তরণীতে আনাইয়া পুনশ্চ গাইতে অদেশ করিলেন। নবাবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, কবিরঞ্জন তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ খেয়াল প্রভৃতি গীতারম্ভ করিলেন। কিন্তু নবাব তাহাতে বিরক্ত ভাব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কালীকালী" শব্দে যে গান গাইতেছিলে, কেবল তাহাই

গান কর। অনন্তর, কবিবর এরূপ চমৎকার শক্তি বিষয়ক গান করিয়াছিলেন যে নবাবের পাষাণান্তঃকরণও তদ্দ্বারা দ্রবীভূত হইল। ফলতঃ রামপ্রসাদি পদ এরূপ মনোহর ভাবে বিভূষিত ও চমৎকার স্বর সংযুক্ত, যে তাহা গাইলে শ্রোতৃবর্গের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ হয়, অতএব বিজাতীয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোক তচ্ছ্রবণে যে বিমুগ্ধ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ফরাশি বিপ্লবের সময়ে 'মার্সেলিস হিম' নামক গীত বাঁধা হয়। এই গান যেখানে হইতে লাগিল, সেখানে লোকে আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ধারণ পূর্ব্বক অষ্ট্রীয়া ও প্রসিয়ার সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এই সকল সৈন্য শেষে নেপোলিয়ানের অধীনে প্রায় তাবৎ ইউরোপ জয় করিয়াছিল। সঙ্গীতের অদ্ভুত মোহিনী শক্তির এইরূপ অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। করুণানিধান বিশ্বপিতা শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই রূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া কি অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন!

কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া, মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রমোদ দ্বারা শ্রান্তিদূর করা মনুষ্য জাতির নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু বিশ্রাম কালে অনর্থক ও নিষ্ফল কার্য্যে আমোদ করিয়া কাল হরণ করা অপেক্ষা, সুশ্রাব্য সঙ্গীতের আলাপ করাই উৎকৃষ্টতর দোষ-সম্পর্ক-শূন্য আমোদ। সংসার মধ্যে যত প্রকার সুখবিধায়ক ব্যাপার আছে, বোধ হয়, মনোমত মিত্রের কণ্ঠবিনির্গত সুধাময় সঙ্গীত আলাপের তুল্য আর কিছুই নাই। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সুস্বর এক ব্যক্তি যদি মধুর স্বরে জগদীশ্বরের গুণ গান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে অপরাপর দশ ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে সুখী হইতে পারেন। অতএব, যৎকালে কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে বাসনা হয়, তখন সুললিত সঙ্গীত আলাপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভীষ্ট সিদ্ধ করা বিধেয়। সঙ্গীতের সুধাময় রস ভোগের তুল্য নির্দ্দোষ আমোদ অতি দুর্ল্লভ; সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা শ্রোতা ও গায়ক উভয়েই অপার সুখলাভ করিতে পারেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন মধুময় সঙ্গীতরস মধ্যে মধ্যে পাপময় পঙ্কিল স্থানে পতিত হইয়া দূষিত ও সাধুদিগের অগ্রাহ্য হইয়াছে। যাঁহারা সঙ্গীত

শাস্ত্রের পীযুষ পান করিয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে উহাকে অস্পৃশ্য কুৎসিত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

পারিবারিক বন্ধন।

পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে সকল মত একত্র সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা নহে। আমরা জানি কতক গুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণ করিলে পরিবার মধ্যে অনেক সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয়। কিন্তু হৃদয় না থাকিলে সেই সকল নিয়মের অনুসরণ করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে, এবং অনুসরণ করিলেও মৃতশরীরকে তাড়িত পদার্থ যোগে জীবিতপ্রায় প্রদর্শন করাতে যেমন, ইহাতেও সেই রূপ কিছুই ফলোদয় হয় না। আন্তরিক স্থায়ী এক একটি ভাব মনুষ্যের কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যে কার্য্য আন্তরিক ভাবের অনুযায়ী নহে, তাহা চিরস্থায়ী হয় না এবং বাহ্য অবস্থার অনুগত হইয়া কার্য্য করিলে সুখ শান্তি হয় না,—কেবল দুঃখ ক্লেশই সার হয়।

পরিবার সুখ শান্তি এবং আত্মার উন্নতি সাধনের স্থান এ জন্য কৃতজ্ঞতা ও প্রেম এই দুইটিকে আমরা পারিবারিক বন্ধনের স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যেখানে এই দুইটির অভাব, সেখানে প্রকৃত পরিবার সংস্থাপিত হইতে পারে না। সেখানে একের প্রতি অপরের অন্যায় প্রভুত্ব, কেবলই নিকৃষ্ট ভাব সকলের চরিতার্থতা! পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, দাস প্রভু প্রভৃতি যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে এই দুই ভাবকে আমরা তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয় ও ক্রিয়ার নিয়ামক বলিতে পারি। আপাততঃ ইহা স্থল বিশেষে নিতান্ত অসম্বদ্ধ প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে অসম্বদ্ধ নয় এই প্রবন্ধটীতে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে তাহা অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। কৃত বিষয়ের স্বীকারকে কৃতজ্ঞতা বলে। আমি এক জনের যে সাহায্য করিলাম

বাক্যেতে হউক, কার্য্যেতে হউক, মনে মনে হউক তিনি যদি তাহা স্বীকার করিলেন, তবে তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলেন। কৃতজ্ঞতা যদি কৃত বিষয়ের স্বীকার হইল তাহাহইলে পুত্রের যেমন পিতার প্রতি, পিতার তেমনি পুত্রের প্রতি; স্ত্রীর যেমন স্বামীর প্রতি, স্বামীর তেমনি স্ত্রীর প্রতি; ভগীর যেমন ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার তেমনি ভগ্নীর প্রতি; দাসের যেমন প্রভুর প্রতি, প্রভুর তেমনি দাসের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়িল। পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে ভ্রাতা ভগ্নীতে প্রভু ভৃত্যে অসম্মিলন অসদ্ভাব কোথা হইতে সমুদ্ভূত হয়? আমরা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি এক এই কৃতজ্ঞতার অভাব তাহার কারণ। পিতা পুত্রের জন্য কত কষ্ট লইলেন, পুত্র তাহা ভুলিয়াও স্বীকার করিল না; পুত্র কায়মনোবাক্যে পিতার সেবা করিলেন, পিতার কিছুতেই সন্তুষ্টি সাধন হইল না; স্বামী স্ত্রীর জন্য শরীর ক্ষয় করিলেন কিছুতেই তাঁহার মন উঠিল না, স্ত্রী স্বামীর জন্য সর্ব্বত্যাগী হইলেন তথাপি স্বামীর প্রণয়পাত্রী হইলেন না; ভ্রাতা ভগিনীর জন্য কত কষ্ট সহ্য করিলেন, ভগিনীর তথাপি তাঁহাকে পর বোধ গেল না; ভ্রাতার জন্য ভগিনী সকল সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি এক দিনের জন্য ভ্রাতার স্নেহ দৃষ্টি দেখিতে পাইলেন না; দাস প্রভুর জন্য নিজের স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল, তথাপি প্রভুর কটূক্তি ভিন্ন সদুক্তি লাভ করিল না; প্রভু ভৃত্যের জন্য কত ব্যয় স্বীকার করিলেন, ভৃত্য তথাপি বিশ্বাসঘাতকতা পরিত্যাগ করিল না। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই সকল প্রকার দুর্ব্যবহার কি পারিবারিক সুখের অন্তরায় নহে? কিন্তু এসকল দুর্ব্যবহারের মূল কোথায়? এক মাত্র অকৃতজ্ঞতা সকলের মূল। আমরা নিঃসঙ্কোচচিত্তে বলিতে পারি, পরিবারের যে কেহ আমার জন্য কোন কার্য্য করেন আমি যদি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হই, তবে পারিবারিক সদ্ভাব বন্ধন না হইয়া যায় না। প্রত্যেক পরিজন এইরূপ হইলে, সংসারে সুখ শান্তির কি আর অভাব থাকে?

কৃতজ্ঞতা ও প্রেম এ দুয়ে এত নিকট সম্বন্ধ যে আমরা একটীকে অপরটির উৎপাদক যদি না বলি, তথাপি পরিবর্দ্ধক বলিতে পারি। আমার

প্রতি যে যাহা করিল, তাহা যদি আমি হৃদয়ের সহিত স্বীকার করি তবে তাহার প্রতি আমার যে স্বাভাবিক প্রেম বা স্নেহ তাহা আরো শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগিনী, দাস প্রভুর মধ্যে যে বিচ্ছেদ হয় ও পূর্ব্বস্নেহ বিলোপ হইয়া যায় তাহার কারণ অকৃতজ্ঞতা। এক এই অকৃতজ্ঞভাব নিবারিত হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বন্ধন হইবার যে প্রতিবন্ধক তাহা তিরোহিত হয়, সুতরাং প্রেমের স্রোত পরস্পরের হৃদয় হইতে পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃ প্রবাহিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এদেশে পরিবার মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব এত অল্প দেখা যায় কেন? আমরা মনে করি, পরিবারস্থ লোক সকল পরস্পরের প্রতি যে উপকার সাধন করেন, উহা অনুগ্রহ নহে, পরস্পরের উপর পরস্পরের উহাতে অধিকার আছে। ইউরোপ প্রদেশে এক জন কাহার একটি অনুকূল কার্য্য করিলে অমনি ধন্যবাদ অর্পণ করা হয়। যদিও এখন অনেক স্থলে শুদ্ধ ভাবহীন প্রণালী হইয়াছে, তথাপি উহার গূঢ়তর অর্থ আছে। বস্তুতই যিনি আমার অনুকূল কার্য্য করেন, তাঁহাকে আমার হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করা উচিত। ইউরোপীয় দাসগণকে প্রভুরা আদেশ করিবার সময় বলেন "অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্য্য কর।" ঈদৃশ সম্মান প্রদর্শন ভদ্রতার নিদর্শন। আমাদিগের দেশের রীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্ব্ব্যবহার না করিলে ভৃত্য কখন ভাল থাকে না আমাদিগের দেশীয় লোকের বিশ্বাস। দুর্ব্ব্যবহার করিতে গিয়া নিজের চরিত্র যে কলুষিত হয়, ইহা অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেন। আমাদিগকে একটি অপ্রিয় সত্য বলিতে হইতেছে, পাঠিকাগণ! ইহাতে কিছু মনে করিবেন না। অনেকে মনে করেন, এ দেশীয়গণের কৃতজ্ঞতার ভাব অতি অল্প, একেবারে নাই বলিলেই হয়। আবার স্ত্রীগণের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব এত অল্প যে তাঁহারা এ বিষয়ে পুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। অনেক নব্য পুরুষকে আক্ষেপ করিতে শুনা যায়, তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ত্রী পরিজনের বিধিমতে সেবা করিলেন, অথচ এক দিনের জন্য তাঁহাদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারিলেন না। কোমল প্রকৃতি নারীগণ কৃতজ্ঞতা ভূষণ বিহীন, ভাবিতেও দুঃখ হয়।

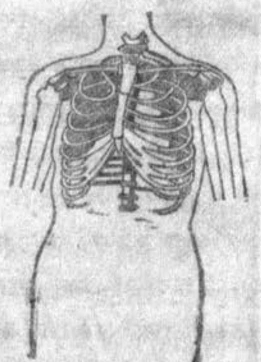
'সন্তোষোবৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং।
তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক প্রতিতিষ্টতি।
শান্তি পর্ব্ব ২১ অ৬১৬ শ্লোক।

সন্তোষই পরম স্বর্গ, সন্তোষই পরম সুখ, তুষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; অতএব সন্তুষ্টিসর্ব্বদা প্রশংসনীয়। পাঠিকাগণ! যদি নিজ নিজ অবস্থাতে সন্তুষ্টি সাধন করিতে আপনাদিগের অভিলাষ থাকে, তবে অদ্য আমরা কৃতজ্ঞতা শিক্ষার যে প্রস্তাব করিলাম তাহাতে মনোযোগী হউন। দেখিবেন অতি অল্প দিনের মধ্যে আপনাদের পরিবার স্বর্গের পরিবার—প্রেমের পরিবার হইবে।

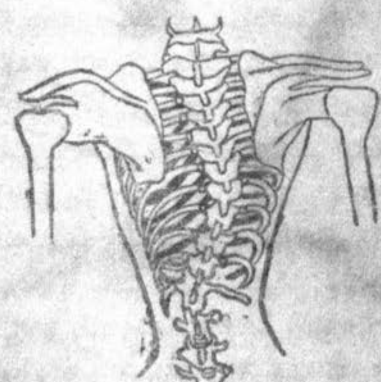
কৃত্রিম অঙ্গ বিকৃতি।

কক্ষ-পীড়ন।

(১০৩ সংখ্যা ৩৫২ পৃষ্ঠার পর।)



১ চিত্র।



২ চিত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শরীরের ভিতরে হাড়ের কাঠাম আছে, এবং পিঠের দাঁড়া, কাঁধ বুকের হাড় ও পাঁজরা দিয়া ধড়টী গঠিত হইয়াছে। কোমর সরু করিবার জন্য শক্ত বাঁধন ব্যবহার করিলে

এই হাড় সকল ও ধড়ের মধ্যস্থিত পাক যন্ত্রাদি স্থান ভ্রষ্ট এবং বিকৃতাকার হইয়া যায়। উপরে যে দুইটী ছবি দেওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথমটীতে পাঁজরা ও বুকের গঠন স্বভাবতঃ কিরূপ এবং দ্বিতীয়টীতে বাঁধন দ্বারা তাহা কিরূপ বিকৃত হয় স্পষ্ট জানা যায়। স্বভাবতঃ পিঠের দাঁড়া সোজা থাকে এবং উপরের অপেক্ষা নীচের পাঁজরা অধিক প্রসারিত থাকে। ইহাতে উপরিভাগে শ্বাসযন্ত্র ও রক্তাশয় এবং নীচে যকৃৎ, পাকস্থালী ও নাড়ী ভুঁড়ি সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। কোমরে শক্ত বাঁধন ব্যবহার করিলে উল্‌টা উৎপত্তি হয়—নীচের পাঁজরা চাপিয়া সরুহয় এবং যকৃৎ ও পাকস্থলীকে পেষণ করে। আঘাত হইলে প্রতিঘাত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং যকৃৎও পাকাশয় নীচের দিকে নাড়ী ভুঁড়ি ও উপর দিকে মধ্যচ্ছেদ নামে যে এক খণ্ড চর্ম্ম আছে তাহাদিগকে ঠেলিতে থাকে। মধ্যচ্ছেদ আবার হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র পেষণ করে। ইহাতে প্রথমে কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু গহনা পরিবার সাধে, আপনাকে সুন্দরী দেখাইবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকেরা কোন্ কষ্ট বহন করিতে পরাঙ্‌মুখ হন? অভ্যাস দ্বারা এই পেষণের কষ্ট আর বোধ হয় না। কিন্তু আপনার দোষের ফল আপনাকে ভোগ করিতে হয়। তাহাতে পাঁজরা সকল চিরকালের মত বিকৃত আকার ধারণ করে। যেখানে সুচল হওয়া উচিত সেখানে বিস্তারিত হয়, এবং যেখানে বিস্তারিত হওয়া উচিত, সেখানে সুচল হইয়া পড়ে।

কেবল পাঁজরা বেঁকিয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা দ্বারা অধিক অনিষ্ট হয়। বন্ধনের চাপে হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র বুক ও কাঁধের হাড় বিস্তারিত করিতে চায়, কিন্তু বাধা পায়। এইরূপে দুইটী চাপ পরস্পরে ঠেলা ঠেলি করিতে থাকে। স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয়। ইহা দ্বারা পিটের দাঁড়া ধনুকের মত বেঁকিয়া যায় এবং একটী কাঁধ আর একটীর অপেক্ষা উচুঁ ও একটী পাছার হাড়, আর একটী অপেক্ষা নীচু হইয়া পড়ে। সুতরাং সমুদায় শরীরটা বিকৃত হয়। এ বিষয়ে সামুয়েল হেয়ার নামে বিলাতের এক জন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বহু দর্শন করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"পিঠের দাঁড়া বাঁকিয়া যাওয়া রোগের প্রকরণ এইরূপ—কোমরে শক্ত বাধন ব্যবহার করিলে বুক ও পেটের উপর চাপ পড়ে এবং তাহাতে শারীরিক অবস্থানুসারে শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই স্বাস্থ্য ভঙ্গ দ্বারা হাড় সকল নরম হয় এবং শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া সকলের ব্যতিক্রম ঘটে, হৃদয় এবং উদরস্থ যন্ত্র সকলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম সূত্রে যদি ইহার নিবারণ না হয়, পরে অঙ্গ সকল চিরকালের মত বিকৃত হইয়া অনেক যাতনার কারণ হয় এবং অবশেষে অকাল মৃত্যু সংঘটন করিতে পারে।

কি কারণে পিঠের দাঁড়া বেঁকিয়া যায় তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। বন্ধন দ্বারা কাঁধের হাড়ের ঝোঁক পাঁজরা সকলে এবং পাঁজরার ঝোঁক পিঠের দাঁড়ায় আইসে, এই জন্য পাঁজরা গুলি স্থান ভ্রষ্ট এবং দাঁড়া বক্র হইয়া যায়। অভ্যাস দ্বারা অধিকাংশ লোকের দক্ষিণ হাতের চালনা বেশী হয় এই জন্য দক্ষিণ কাঁধ উচু হয় এবং বাম কাঁধ নীচু হয়। কিন্তু বাহিরে তাহা দেখিতে পাওয়া না যায় এই জন্য পোসাক পরিবার আবার নূতন ধরণ হইয়াছে। যদি হাড় গুলা একপেশে হইয়া পড়ে, আর এক পাশে তুলা বা পশমের তালি দিয়া দুইপাশ সমান দেখাইতে হয় এবং শরীরের ভারমধ্য ঠিক্ রাখিতে হয়। যদি এক কাঁধ বেশী উচু হয়, আর এক কাঁধে তালি দিয়া ঠিক্ করিতে হয়। শক্ত বাঁধনটী কোমরে জড়াইলেই হয় না, তাহা দ্বারা ঘাড় পিঠ ও বুক টানিয়া বাঁধিতে হয়। ইংরেজ রমণীরা এই উদ্দেশে হাড়ের পেটী ব্যবহার করেন। ইহাতে পাঁজরা, ঘাড় পিঠ ও পাছার হাড় সকল পেষিত হইয়া যে বিকৃত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ডাক্তারেরা অনেক ভয়ঙ্কর রোগের উল্লেখ করেন তন্মধ্যে মাথা ব্যথা, ঘুরণী, কাশ, যক্ষ্মা, অজীর্ণ, গৃহিণী, বাত, মূত্রপীড়া, খেঁচুনী ইত্যাদি রোগ কোমর ও বুক পিঠ শক্ত করিয়া বাঁধিবার সচরাচর প্রত্যক্ষ ফল। ইহা ছাড়া, বিকৃতাঙ্গ জননীরা অসুস্থ, কদাকার ও অস্বাভাবিক সন্তান সকল প্রসব করিয়া থাকেন।

অল্পবয়স্কা বালিকারা এই বাঁধন অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষুধামান্দ্য হয়। পাক যন্ত্র সকল যথেষ্ট স্থান না পাইলে আহার কি প্রকারে সুন্দর রূপে জীর্ণ হইবে? রাত্রিকালে পেট ও বুকের

বাঁধন খুলিয়া দিলে মস্তক হইতে অধিক বেগে রক্ত নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাতে অবসাদ ও মূর্চ্ছা ঘটিয়া থাকে। স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘনে যে শাস্তি হয়, তাহা এড়াইবার জন্য বিলাসিনীগণ কোন কোন প্রকার মাদক সেবন করিয়া থাকেন তাহাতে আরও অধিক অনিষ্ট হয়।"

ইংলণ্ডদেশের জননীগণ এই কুপ্রথার জন্য সহস্রবার দোষী। কন্যা দেখিতে খুব সুন্দরী না হইলে বিবাহ হইবে না, প্রায় সকল পরিবারেই এই ভাবনা, এবং কটিদেশ ক্ষীণ করাইয়া কন্যাগণকে মনোহারিণী করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগকে এত যন্ত্রণা দেন। তাঁহাদিগের অজ্ঞতা জনিত এই কুপ্রথা কত অনিষ্টের কারণ সে বিষয়ে আর দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ চলন বিষয়ে। যেরূপ সরল ভাবে ও সচ্ছন্দরূপে চলিলে সুন্দর দেখায় শরীর স্বভাবতঃ সেরূপ করিয়া নির্ম্মিতে হয় নাই অনেক মাতা এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া কন্যার ঘাড় পিঠ সোজা ও শক্ত রাখিবার জন্য ঠেকা দিয়া বাঁধিয়া দেন। তাহাতে যদি কোন ফলোদয় না হয়, কন্যাকে প্রতিদিন কিছুক্ষণ শক্ত কাঠের উপর শোয়াইয়া বা ঘাড় সোজা করিয়া বসাইয়া রাখেন। কন্যা কেদেরায় বসিলে শাসন করা হয়, যেন সে হেলিয়া না বসে। কৃত্রিম উপায়ে শরীর দৃঢ় করা যায় না। শরীর দৃঢ় করিতে হইলে উপযুক্তরূপ বায়ুসেবন, পরিশ্রম এবং আহার কর পরমেশ্বর এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তর আমেরিকায় আদিম নিবাসীরা যেরূপ সরল ভাবে চলিতে পারে এমন কাহাকেও দেখা যায় না। তাহারা বাল্যকাল হইতে বন্য মৃগের ন্যায় স্বেচ্ছামতে ভ্রমণ করিতে শিখিয়াছে। সভ্যসমাজের দোষ এই, আগে স্বভাবকে বিকৃত করা হয়, পরে কৃত্রিম উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বার্লিন নগরে, জার্ম্মণি ও হলণ্ড দেশে এই অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তানগণকে সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহাতে অঙ্গবিকৃতি ও পীড়া সঞ্চার হয় দেখিয়া আর কেহ সে প্রথার আদর করেন নাই।

২—ইংলণ্ডে কন্যাকে কৃশাঙ্গী করিবার জন্য যার পর নাই ইচ্ছা।

কোন মাতার একটী সবলা ও অপরটী ক্ষীণা এইরূপ দুইটী কন্যা হইলে শেষটীর আদর বেশী এবং প্রথমটীকে তাহার মত করিবার জন্য পেষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়। কন্যার ক্রন্দন ও অশ্রুপাত গ্রাহ্য হয় না, বলপূর্ব্বক তাহাকে দুর্ব্বল করা হয়। যে গ্রন্থ কর্ত্তার মতানুসারে আমরা এই বৃত্তান্ত লিখিতেছি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একটী কন্যা মাতার এই বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হয় নাই বলিয়া তাহাকে ভয়ঙ্কর রূপে প্রহার করা হইল, সে কাজে কাজেই মাতার বাধ্য হইল। কিন্তু পরে চিরকালের জন্য তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং কোন ক্রমে শরীর ধারণের জন্য নিয়মিত রূপে তাহাকে মদ্যপান অভ্যাস করিতে হইল।

কটিদেশ স্বভাবতঃ সরু হইয়া জন্মে না, ঈশ্বর মানুষকে পিপীড়া বা বোল্‌তার মত করেন নাই। কিন্তু অনেক দেশের লোকের এরূপ বিকৃত রুচি যে কোমরটীর দুধারে খাল কাটিতে পারিলেই সৌন্দর্য্যের শেষ বোধ করেন। এই জন্যই কটিবন্ধনের এত আয়োজন ও এত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

এবিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে আর আমরা অধিক বলিতে চাহি না। আমাদের এত করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে আজি কালি এ দেশের অনেক রমণী সভ্য ও বিলাসিনী হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং সহস্র দোষ হইলেও তাঁহারা বিবীদিগের অনুকরণ করিতে যান। ইংরেজদের দেশের স্বদেশহিতৈষিগণ তাঁহাদের রমণীদের যে সকল দোষের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন এবং যাহা নিবারণের জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের দেশের অবোধ অবলাগণ যেন তাহাতে অনুরাগিণী হইয়া এদেশের অশেষ অমঙ্গল উৎপাদন না করেন। রোগ করিয়া তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয়, তাহাই উত্তম কল্প। বিশেষতঃ মনে রাখা উচিত যে বিলাতী রোগ এদেশীয় দিগের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

বিজ্ঞানবিষয়ক কথোপ-কথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্য প্রিয়)

সু। মা! বায়ু কি পদার্থ?

স। মা! প্রাচীন কালের লোকে পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুকে এক ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে বায়ু একটী মিশ্র পদার্থ। ইহাতে কি কি পদার্থ আছে?

মা। অম্লজন, যবক্ষার জন, অঙ্গারক এবং জলীয় পদার্থ বায়ুর মধ্যে এই দ্রব্য গুলি আছে, তদ্ভিন্ন ধাতু প্রভৃতি অল্প অল্প পরিমাণেও আছে।

সু। কোন্ দ্রব্য বায়ুতে কি পরিমাণে আছে?

মা। অম্লজন ও যবক্ষারজন এই দুই প্রকার বাষ্প লইয়াই বায়ু প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১০০ পরমাণুর মধ্যে অম্লজন ২০ এবং যবক্ষারজন প্রায় ৮০ অথবা ৪ গুণ হইবে। আর আর পদার্থের পরিমাণ সামান্য।

স। অম্লজন ও জলজন বাষ্প একত্র হইয়া যেমন জল হইয়াছে, অম্লজন ও যবক্ষারজন কি সেই রূপে মিলিয়া বায়ু হইয়াছে?

মা। রাসায়নিক আকর্ষণে দুই পদার্থ মিলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, জল সেইরূপ, কিন্তু বায়ু সেরূপ নয়। ইহাতে অম্লজন ও যবক্ষারজন এক সঙ্গে আছে, অথচ পৃথক্ পৃথক্।

সু। যদি এক বোতল বায়ু পূরিয়া রাখি, তাহার মধ্যে কি দুই পদার্থই থাকে না?

মা। সমুদায় বায়ু মণ্ডলে অম্লজন ও যবক্ষারজন পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া আছে। মুড়ী মুড়কী এক ধামা মিশাইলে এক মুঠা তুলিয়া লইলে তাহাতে যেমন মুড়ী ও মুড়কী দুই থাকে, সেই রূপ বায়ু সাগর হইতে এক বোতল বাতাস লইলে দুই বাষ্প তাহাতে পাওয়া যায়।

সু। বায়ু মণ্ডল কাহাকে বলে?

মা। পৃথিবীর চারিদিকে যে বায়ু রাশি আছে, তাহা সমস্ত লইয়া বায়ু মণ্ডল। মাধ্যাকর্ষণে চারিদিকের বায়ু সমান রূপে আকৃষ্ট হইতেছে এই জন্য গোলাকার বায়ু রাশিকে বায়ু মণ্ডল বলে।

স। বায়ু মণ্ডল পৃথিবীর উপর কত দূর পর্য্যন্ত আছে?

মা। কেবল উপরে নয়; নীচে পার্শ্বে সকল দিকেই ইহা বিস্তারিত আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন বায়ু ৪০ মাইলের অধিক দূরে নাই। কেন না বায়ু বাষ্পীয় পদার্থ, আমরা এমন কোন বাষ্প জানি না, যাহা ৪০ মাইল উপরে থাকিলে জমিয়া জলবৎ তরল হইয়া না যায়।

সু। উপরের বায়ু কি অধিক শীতল?

মা। গেলুসাক প্রভৃতি যে সকল

সাহেব বেলুনে করিয়া উপরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন উপরে এত শীত যে তাহাতে তৈল জল প্রভৃতি জমিয়া যায়। আমাদের এখানে উত্তাপের পরিমাণ যত, ৪০০ হাত উপরে উঠিলে তাহার এক (ডিগ্রী) ভাগ কমিয়া যায়, ৪০ মাইল উপরে তাপ মান যন্ত্রে পারা নামিয়া ৩৫০ ডিগ্রীতে যাইবে অর্থাৎ যত শীতে জল জমিয়া বরফ হয় তাহার অপেক্ষা প্রায় ৫০ গুণ শীত বাড়িবে। ইহাতে বায়ু আর বায়ু আকারে থাকিতে পারে না।

২০ হাজার মাইলের অধিক উপরে বায়ু থাকা এককালে অসম্ভব, কেন না সেখানে আর পৃথিবীর আকর্ষণ খাটে না। সেখানে কেন্দ্রবিমুখী শক্তি আরম্ভ হয়। তাহার কম দূরে বায়ু থাকিলে তাহার উপর পৃথিবীর অধিকার, তাহা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে।

স। নীচের বায়ুর চেয়ে উপরের বায়ু যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি হালকা কি না?

মা। বায়ু মণ্ডলে বায়ু থাক থাক হইয়া সাজান আছে, নীচের বায়ুর থাক ঘন সুতরাং অধিক ভারী; উপরের বায়ুর থাক সকল ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া বিস্তারিত আছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হাল্‌কা।

সু। নীচের বাতাস উপরের চেয়ে ঘন কেন?

মা। এক বাজরা তুলা রাশীকৃত করিয়া রাখিলে উপরের তুলার চাপে নীচের তুলা অধিক ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া থাকে, উপরে বায়ুরাশির চাপে নীচের বায়ু সেই রূপ ঘেঁসাঘেঁসি বা ঘন হয়। উপরের অপেক্ষা নীচে পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক, তাহাতেও নীচের বায়ুর পরমাণু সকল অধিক জমাট হয়।

সু। বায়ুমণ্ডল যে চাপে আমরা কিরূপে জানিতে পারি?

স। মা! সে দিন পিচ্‌কিরীতে জল কেন উঠে ইহা বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলে, বাতাস চাপিয়া জলকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেয় এবং সমুদ্[illegible] বায়ুমণ্ডলের চাপে জল ৩[illegible] উঠিতে পারে, তাহার অধিক[illegible] পারে না।

মা। সমুদ্রের উপর হই[illegible] বায়ু মণ্ডলের শেষ সীমা পর্য্যন্[illegible] একটী বায়ু স্তম্ভের যত ভার[illegible] ৩২ ফিট উচ্চ সেইরূপ মোটা জলস্তম্ভের ভার ঠিক্ তত।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি ইতিমধ্যে দুইটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ দুটী কেবল ব্রাহ্মবিবাহ নহে—বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন অনুসারে নূতন বিবাহ। প্রথমটীর বর ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সেন, ইনি ময়মনসিংহ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয়

শিক্ষক; কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায়। দ্বিতীয়টীর বর হুগলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করেন, কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন, ইনি গণেশ স্বন্দরী নামে বিখ্যাত। উভয় বরেরই এই প্রথম বিবাহ, উভয় কন্যাই ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা, পরে বর কন্যার পরস্পরের অঙ্গীকার ও অবশেষে বর কন্যার প্রতি উপদেশ সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিবাহের প্রকরণ। মধ্যে মধ্যে সুমধুর সঙ্গীত হইয়াছিল, ...হের গাম্ভীর্য্য ও উন্নত ভাব ...নার্থ নিম্নে একটী সঙ্গীত প্রক... হইল।

"চাহি তোমার পানে, প্রবেশে সংসারে তোমার সন্তান দুজনে।

যে প্রেমে নাথ তোমার; মোহিছে সব সংসার; সে প্রেম বিরাজে যেন উভয়ের মনে।

উভয়ে স্নেহের ভরে, যতনে ক্রোড়ে ধরে, এত দিন পালিলে পিতঃ নিজ নিজ পরিবারে; আজি বাঁধিয়া দুজনে, শুভ বিবাহ বন্ধনে, রেখহে জনম তরে তব অভয় চরণে।

তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি শান্তি সুখ দাতা, তুমি মঙ্গল বিধাতা, হের করুণা নয়নে।"

২। আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রজনী নাথ রায় বি এ বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীর বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন' প্রস্তাবে অনবধান বশতঃ একটী লেখার ভুল হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিয়াছনে। শূন্য নলে বা পিচ্‌কিরীতে জল উঠে কেন? ইহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে নল নিজে জল শুষিয়া লয় না; 'স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করে' বলিয়া যে জল তথায় শূন্যকে পূর্ণ করিতে যায় তাহাও নহে। কিন্তু নলের বাহিরের জলের উপর বায়ুর যে ভার আছে, তাহারই চাপে নলের ভিতর জল উঠে এবং এই চাপে জল ৩২ ফিট উঠে, তাহার অধিক উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ বায়ুর ভার সর্ব্বক্ষণ জলকে চাপিয়া রাখিয়াছে এবং জলের এক অংশের উপরিভাগ বায়ু শূন্য করিলে অর্থাৎ সেই অংশ হইতে বায়ুর ভারটা তুলিয়া লইলে তৎক্ষণাৎ জল উচুঁ হইয়া উঠিবে। পুষ্করিণী বা সমুদ্রের কোন অংশের উপরিস্থ সমগ্র বায়ুস্তম্ভ যদি সরাইয়া ফেলা যায়, জল তথায় ৩২ ফিট উচুঁ হইয়া উঠিবে। কিন্তু সমুদায় বায়ুমণ্ডলটী, সরাইয়া ফেলিলে নদী সমুদ্রের জল ৩২ ফিট উচুঁ হইয়া উঠিবে যে এই রূপ লেখা হইয়াছিল তাহা ঠিক্ নয়। বায়ুমণ্ডল স্থানান্তর করিলে বাতাসের চাপে জল যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আছে সেই পরিমাণে উঠিবে, কিন্তু ৩২ ফিট উঠিবে না।'

২। মান্দ্রাজ টাইম্‌স নামে এক খানি ইংরাজী পত্র বলেন "এদেশের উপযোগী পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে আ-

মরা (ইংরেজেরা) যদি এদেশীয়দিগের (হিন্দুদিগের) পরিচ্ছদ পরিধান করি, তাহা হইলে অধিক বিবেচনার কার্য্য হয়।” ঐ পত্রে আরও বলেন যে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পোষাক কেবল দেখিতে সুন্দর নয়, কিন্তু ইংলণ্ডে অনেক ভদ্র মহিলা অপরাহ্নে যে পোষাক পরেন তদপেক্ষা সুবিধাজনক।

এখন এদেশের লোকে যে সাহেব বিবীদিগের অনুকরণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহারাই আপনাদের দেশাচারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের নকল করিতে চাহিতেছেন!!

৪। পীল নামে এক সাহেব লিখিয়াছেন, আসাম শিবসাগরের দক্ষিণস্থ পাহাড়িয়া স্ত্রীলোকেরা এত ক্ষুদ্র কাপড় পরে, যে এক খানি রুমাল কাটিয়া তাহাদের চারিখানি বস্ত্র হইতে পারে। তথাপি শীলতা ও সচ্চরিত্রতায় আমরা (ইংরেজেরা) তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি না।

সভ্যতা ও সুশীলতা স্বতন্ত্র পদার্থ। সভ্যতাপ্রিয় রমণীগণ! অসভ্য ভগ্নীদিগের হীনাবস্থার জন্য দুঃখ করুন, কিন্তু তাঁহাদের সদ্‌গুণের সম্মান করিবেন এবং তাহাদের অপেক্ষা অধিক সদ্‌গুণ ধারণ করিতে না পারিলে আপনাদিগকে নীচ বলিয়া জানিবেন।

৫। ভূপালের বেগম এদেশীয় স্ত্রীলোক হইয়াও আপনার উদার ও সুসভ্য রুচির পরিচয় দিতেছেন। তিনি ডিউক আসিলে কলিকাতায় অসিয়াছিলেন। তিনি আপন রাজ্যের মধ্যে পাকারাস্তা, স্কুল ও ডাকঘর সকল সংস্থাপন করিয়া প্রজাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়া’ উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

৬। দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতবর্ষের ট্রাবাঙ্কোর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিতেছে। অনেকে এ নূতন প্রথার বিরোধী, এজন্য এ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানকারীদিগের বিলক্ষণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে।

৭। অল্পদিন হইল লক্‌ নাউ ও বালেশ্বরে বড় ঝড় হইয়া গিয়াছে।

৮। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী বিশেষ পরীক্ষায় এই সকল রমণী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিবী বেনেট—ফরাসী ভাষা।
“ ইটন ও হারিসন্—জর্ম্মানি ভাষা।
“ কিলগোর—গণিত ও যন্ত্রবিজ্ঞান।
“ হারিসন্—বার্ত্তাশাস্ত্র।
“ ইটন—ভূতত্ত্ব বিদ্যা।
“ বেনেট—সঙ্গীত।

৯। আমাদের লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বার্ষিক ২০০০ দুই হাজার টাকা সাহায্য দানের অনুমতি করিয়াছেন, সভাকে আর দুই হাজার টাকা তুলিয়া দিতে হইবে। বার্ষিক আয় চারি হাজার টাকা হইলে বিদ্যালয়ের [illegible] সুন্দররূপে চলিতে পারি[illegible]

১০। মহারাণী স্বর্ণময়ী বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে গত বৎসর ১০০ টাকা দিয়াছিলেন, এ বৎসর পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

তব কৃপা বলে নাথ, আসা ধরাতলে।
তব কৃপা বলে প্রভু আছি ভূমণ্ডলে॥
দয়া করে সৃজিয়াছ বস্তু অগণন।
পালন করিছে সব জীব জন্তু গণ॥
অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহিমা তোমার।
বলিতে কে পারে তাহা আমি কোন ছার?
ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ নিশ্চয়।
পিতঃ তব মহিমার, দেয় পরিচয়॥
নানা রূপ দ্রব্য পোরা এভব সংসার।
বিচিত্র কৌশল তব বুঝে উঠা ভার॥
মোটামটী বুঝি এই বস্তু অগণন।
সৃজিত হয়েছে সব, হিতের কারণ॥
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করি দরশন।
অবশ্যই পাব তায় জ্ঞান রূপধন॥
কি কৌশলে করিয়াছ বৃক্ষ সুসজ্জিত।
ফল ফুলে তরুলতা হয় সশোভিত॥
নানা গাছে নানা ফল নাহয় গণন।
দুচক্ষু মেলিয়া করি শোভা দরশন॥
মরি মরি আম্‌গাছ শোভা করে কত।
ফল ভরে ডাল সব হইয়াছে নত।
ভাবিয়া দেখিলে ভাব কত উঠে মনে।
পরি পূর্ণ হয় চিত্ত নীতি আর জ্ঞানে॥
দেখি যবে আম্ সবে দুলিয়া বেড়ায়।
মনে লয় বিধি গুণ হেসে খেলে গায়॥
দেখিতে দেখিতে আম্র পাকিয়া পাকিয়া।
একে একে পড়ে সব, খসিয়া খসিয়া॥
ইহাতেই বুঝিলাম, অসার সংসার।
চির দিন নয় কিছু, সব ফক্কিকার॥

শ্রীনর্ম্মাদামোহিনী বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৮ সংখ্যা | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

স্ত্রীজাতির বিশেষ শিক্ষা।

স্ত্রীজাতির প্রকৃতির এক অংশ যেমন পুরুষদিগের সহিত সমান, অপরাংশ তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন; সেইরূপ তাহাদিগের শিক্ষারও কতক অংশ পুরুষদিগের সহিত সমান ও কিয়দংশ বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ যে সকল বিষয় পুরুষেরা শিক্ষা করেন, নারীগণ তাহা শিখিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের গুণের বিশেষ পরিচয় দান বা প্রকৃতির বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে হইলে সে সকল বিষয় দ্বারা হইবে না, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রকৃতিনিহিত যে সমুদায় বিশেষ ভাব আছে তাহা সমুজ্জ্বলিত করিতে হইবে। পুরুষেরা এক প্রকার গুণে, নারীগণ অন্য প্রকার গুণে বিখ্যাত হইবেন এটী অখণ্ডনীয় ঐশিক নিয়ম, যাঁহারা এ প্রভেদ স্বীকার না করেন, তাঁহারা নারীপ্রকৃতি অবগত নহেন। তাঁহারা পুরুষোচিত গুণে নারীগণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত ও হাস্যাস্পদ করিতে চান এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে কল্যাণ হইত, তৎপথে কণ্টক রোপণ করেন। মুখ দ্বারা আহার এবং নাসিকা দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মুখ দ্বারা শ্বাস কার্য্য এবং নাসিকা দ্বারা আহার কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে দেখিয়া যাঁহারা স্বভাবের ব্যবস্থার বিপর্য্যয় করেন, তাঁহাদিগের আহার ও শ্বাসক্রিয়া উভয়েরই ব্যাঘাত হয় তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষ জাতিকে পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গ

শিক্ষা এবং নারীজাতিকে নারী স্বভাবোপযোগী শিক্ষা দান করাই পরস্পরের এবং জনসমাজের কল্যাণের কারণ, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট সংঘটিত হয়।

স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কোমল, এই জন্য সুকুমার বিদ্যা তাঁহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী। আমরা ইতিপূর্ব্বে রমণীগণের সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছি, ইহা সুকুমার বিদ্যার একটী অঙ্গ এবং অধিকাংশ আমোদপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। চিত্র বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, রন্ধন, ভাস্করের কার্য্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি সুকুমার বিদ্যা আছে তাহা যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি উপকারী। স্ত্রীজাতির পক্ষে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা কতদূর কল্যাণকর, তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করিব এবং বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইব।

এ দেশের স্ত্রীগণ সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয় বিদ্যায় বঞ্চিত, কিন্তু শিল্প বিদ্যায় তাঁহাদিগের যথেষ্ট অনুরাগ ও নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঘুনশী, শিকে, চুলের দড়ী, সিঁদূর চুপড়ী, খয়ের ছাঁচ ও ক্ষীরের ছাঁচ, সেলাইয়ের কাজ, বুটিতোলা, ফোটা কাটা, কারপেট জরী ও চমকীর কাজ যদিও সামান্য শিল্প, কিন্তু ইহা দ্বারা শিল্প কার্য্যে এদেশীয় নারীগণের প্রবৃত্তি আছে এবং তাঁহারা এ বিষয়ে এককালে অনভিজ্ঞ নহেন সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদের বাস গৃহ সকল এইরূপ সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। আমরা বিদেশীয় শিল্প প্রাচুর্য্য দেখিয়া সে সকলের সৌন্দর্য্য এখন অনুভব করি না; কিন্তু তদ্দ্বারা অদ্যাপি যে অনেক অভাব দূর হইতেছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন? অনেক দরিদ্র ভদ্র মহিলা বিধবা, নিঃসন্তান ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আর কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, কেবল এই শিক্ষার গুণে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন। কোন কোন ইতর জাতীয় নারীগণ পুতুল, পট, কড়, শাঁখা, চুড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া আপনাদিগের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আমরা বিলক্ষণ আশা করিতে পারি, যে দেশীয় শিল্পকার্য্যে যদি উৎসাহ দান করা হইত এবং নারীদিগের মধ্যে তাহা অধিকতর রূপে

প্রচলনের চেষ্টা হইত, তাহা হইলে আমাদিগের গৃহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইত এবং অনেক অকর্ম্মণ্য পরভাগ্যোপজীবী দুঃখিনী রমণীগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইত।

এ দেশের নারীগণের শিল্পোন্নতি সাধন করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বিদেশীয় আশ্চর্য্য শিল্প অপেক্ষা স্বদেশীয় সামান্য শিল্প অধিক আদরণীয়, ইহা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় শিল্প যাহাতে স্বদেশে শিক্ষা হইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

প্রথমতঃ বিদেশীয় শিল্প অপেক্ষা স্বদেশের শিল্প কেন অধিক আদরণীয় ইহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাহারা বিলাতীয় সভ্যতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশের প্রতি স্নেহ শূন্য, তাঁহাদিগের নিকটে স্বদেশের সকল গুণ অকিঞ্চিৎকর ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি বক্তব্য যে তাঁহারা একটু বিবেচক হইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন পরের ধনে বড় মানুষ হইয়া কে কয় দিন সুখ লাভ করিতে পারেন? আপনার উপার্জ্জিত ধনে শাক ভাত খাওয়া ভাল, কিন্তু পরের কাছে চাহিয়া ক্ষীর সন্দেশ খাওয়াও কিছু নয়। বিলাত হইতে ভাল ভাল শিল্প চাহিয়া কতদিন আমরা আপনাদিগকে সজ্জিত করিব? কালের গতিতে যদি বিলাতীয় বস্তু এ দেশে আসিবার প্রতিবন্ধক হয় বা তাহা এত দূর দুর্ম্মূল্য হয় যে সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা হইলে আমাদিগের দশা কি হইবে? ক্ষীর খাইবার রুচি হইল, কিন্তু তাহা জুটিয়া উঠে না। এরূপ স্থলে দুঃখ ভোগই সার হয়। যে সকল শিল্প আমাদিগের আছে ক্রমশঃ তাহার উন্নতি করিয়া আমাদিগের সকল অভাব পূরণ করিতে হইবে। বড় বড় শিল্পজাত সম্বন্ধে এই কথা যেমন বলা যায়, স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য সামান্য শিল্পেও ইহা সেইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প সকল এ দেশে কি প্রকারে প্রচলিত করা যায়? ইংলণ্ডের অনেক নারী চিত্রবিদ্যা, মূর্ত্তিগঠন, অতি উৎ[illegible] সূচি কার্য্য প্রভৃতিতে পটু। সুশিক্ষিত বিবীদিগের হইতে আম[illegible] নারীগণ যাহাতে সে সকল শিক্ষা করিতে পারেন তাহার উপা[illegible]

হইবে। আজি কালি এদেশে সভ্য রুচির বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ অভাব মত দ্রব্য সকল পাওয়া যায় না ইহাতে দিন দিন ক্লেশানুভব হইতেছে। ফটোগ্রাফে নিজের বা আত্মীয়গণের ছবি করিয়া রাখা, প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করণ, পুস্তক সকলে ছবি মুদ্রিত করা এ সকলের যেরূপ অভাব দাঁড়াইয়াছে তাহার পূরণ হইতেছে না। আমরা বিবেচনা করি, আমাদিগের নারীগণ যদি আর কিছু না করেন, কাঠে ছবি খোদিতে শিখেন তাহাতে অনেকের ঘরে বসিয়া অনায়াসে অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইতে পারে; ভাল ভাল পোসাক তৈয়ার, মূর্ত্তিগঠন, ছবি চিত্রকরণে যদি তাঁহারা নিপুণ হন তাহাতেও সেইরূপ লাভ করিতে সমর্থ হন। যে সকল সামান্য শিল্প বিলাত হইতে আনয়ন করিতে হয়; এখানে তাহা প্রস্তুত করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য হইবে, সুতরাং ক্রমশঃ তাহা সাধারণের আদরণীয় হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বলিবার আছে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিব।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

যাঁহার সন্তান সন্ততি হইয়াছে সেই ব্যক্তি পিতা মাতা যে কি পদার্থ মনে বুঝিয়া জানিতে পারেন এবং সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও বিবেচনা করিতে পারেন। পিতা মাতার প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা এবং তাঁহাদিগকে সুখী করা কোন মতেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। যাঁহাদের নিয়ত বাঞ্ছা যে আমরা সুখী হই তাঁহারা কি কখন আমাদিগকে কষ্ট সাধ্য বিষয়ে ব্যাপৃত দেখিতে চাহেন? আমাদের অনায়াস-সাধ্য কর্ম্মেই তাঁহারা পরম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি থাকিলেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হয়েন। কিন্তু এমন অনায়াসলভ্য সুখ মানুষ হেলায় হারাইয়া থাকে। ...কের বুদ্ধি ভ্রমে সুলভ বস্তু অমূল্য হইলেও মূল্যহীন বলিয়া বোধ ... যেমন জীবন স্বরূপ যে জল, প্রাণস্বরূপ যে বায়ু তাহাদের দ্বারা যে ...কার, তাহা কেহ কখন মনে করে কি না সন্দেহ; তেমনি অনেকে

পিতা মাতা হইতে যে অশেষ উপকার লাভ করে তাহা স্মরণ করে না সুতরাং তাঁহাদিগকে সুখী করিয়া অনায়াস—লভ্য যে সুখ তাহাতে বঞ্চিত হয়। যে গৃহস্থ পিতা মাতাকে সুখী করিয়া যে অপূর্ব্ব সুখ হয় তাহা ভোগ করিতে না পারে, সুসন্তানের সেবাজনিত যে অপার আনন্দ তাহা তাহার ভাগ্যে কদাচ ভোগ হয় না। যে বৃক্ষের মূল মন্দ, তাহার ফলও মন্দ!

কিন্তু কালের কি কুটিল গতি, অথবা মানুষের কি কুটিল মতি, এমন সংসার প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না যেখানে গুরুলোকের সহিত কলহ বিবাদ ঘটে না। "শাশুড়ী সাপিনী, ননদী বাঘিনী" ইত্যাদি কেবল গল্প কথা নয়। বাস্তবিক সংসারের গৃহিনীর কার্য্য যাহার হস্তেই থাকুক আর যেমন নিয়মেই চলুক, মেয়েলি ঝকড়ার গরল যে সংসার সাগরে মথিত না হয় এমন সংসার অতি বিরল, এবং গৃহস্থ শিবের ন্যায় তাহা গণ্ডূষ করিতে না পারিলে সেই বিষেই সংসার দগ্ধ হইয়া যায়। (১)

অতি পুরাতন সভ্য হিন্দুজাতির সুনিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ হইলেই সাহেবদের মত বৃদ্ধ মাতা পিতা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী লইয়া পৃথক সংসার স্থাপন করা এদেশীয়দিগের পক্ষে সুবিধা জনক নহে, অথচ যে কোন কারণেই হউক, দেশের এমনি রীতি হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকে সাংসারিক কলহ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া সাহেবি রীতির অনুগামী হয়েন, এবং যাঁহারা না হয়েন তাঁহাদের অনেকে ইচ্ছাও করেন। (২) ভাল দেখাই

(১) আমাদিগের পুরাণে সমুদ্র মন্থনের এক উপন্যাস আছে। ঘোল মথন করিয়া যেমন মাখন পাওয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র হইতে অমৃত পাইব বলিয়া দেবতা ও অসুরেরা তাহার মন্থন আরম্ভ করেন। মন্দর পর্ব্বত তাঁহাদের মথন বাড়ী, সহস্র ফনাধারি বাসকি মথনদড়ী! সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল। কিন্তু দেবতারা তাহা কাড়িয়া লওয়াতে অসুরেরা আবার মথিতে লাগিল। পর্ব্বতের সহিত বাসকির অত্যন্ত ঘর্ষণে অমৃতের পরিবর্ত্তে কালকূট বিষ বাহির হইয়া সৃষ্টি দাহ করিতে লাগিল। দেবগণের অনুরোধে মহাদেব সেই বিষ পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন।

(২) দূরতর সম্পর্কের আট দশ পরিবার একত্র হইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা পরস্পরে সদ্ভাবে পৃথক্ হইয়া থাকা ভাল ইহা আমরা অস্বীকার ক[illegible] কিন্তু সহোদর ভ্রাতা, ভগিনী ও পিতা মাতাকে লইয়া একত্র থাকা যে এক[illegible] ণীয় হিন্দুজাতীয় ভাব, পারত পক্ষে তাহার অন্যথা করা আমাদের অভী[illegible]

যাউক, বিষয় ঔষধ কি কিছুই নাই ; অথবা যে স্থলে অমৃতের প্রত্যাশা করা যায় সেখানে কোথা হইতে বিষ নির্গত হয়।

যেখানেই সাংসারিক কলহ সেই খানেই নারীমাত্রেই যত্ন পূর্ব্বক আপনার অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখুন আপনার অন্তরেই গরল দেখিতে পাইবেন। সেই গরল ঈর্ষ্যা। স্ত্রীর মনে ঈর্ষ্যা এই, যে "আমার স্বামীর মন আমার সুখেই অনুরক্ত থাকুক, তাহার মাতার বা ভগ্নীর সুখের প্রতি যত দূর তাহার মন অনুরক্ত হইবে, ততদূর তাহার অন্তর আমার সুখ চেষ্টা হইতে বিরত ও অন্তরিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে কোন বস্ত্র দিলে আমার ভাগে সেই বস্তুটির অভাব হইবে। আমার স্বামীর মন প্রাণ ধন আমার হস্তগত থাকুক।" মাতার বা ভগ্নীর মনেও সেই রূপ ঈর্ষ্যা থাকিতে পারে, যে "কি এক অসম্বন্ধ ঘটনার সম্বন্ধনে আমার পুত্রের বা ভ্রাতার মন আমাদের স্বচ্ছন্দতার পর্য্যবেক্ষণা হইতে অন্তরীকৃত হইল! তিনি যে কিছু আমাদিগকে দিতে পারেন তাহার স্ত্রী তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক।" প্রায় অনেক স্থলেই এই রূপ ঈর্ষ্যাই অনর্থের মূল। এমনস্থলে পুরুষের কর্ত্তব্য যে তাঁহার মাতা বা ভগ্নীর প্রতি এবং স্ত্রীর প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলের মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়া দেন যে যথার্থ নীতি অনুসারে ধর্ম্মতঃ যাহার প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার কোন অংশে তিনি ত্রুটি করেন না, এবং মনুষ্যের মন সামান্য ভৌতিক পদার্থের মত নহে যে তাহাতে দুই বস্তু এক সময়ে অবস্থান করিতে পারে না—মন এদিক হইতে ও দিকে লইলেই এদিকে অভাব হইবে। বরং মনের প্রকৃত ধর্ম্মই এই যে এক ব্যক্তির প্রতি যিনি উত্তম রূপে কর্ত্তব্যাচরণ করিতে পারেন তিনিই সকল ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি স্ত্রীর প্রতি যথোচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন, তিনিই মাতা ও ভগ্নীর প্রতি যথোচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগকেও সুখী করিতে সক্ষম হয়েন। ঈর্ষ্যাগরল-দূষিতহৃদয়া নারীরা উক্তরূপ সদ্ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট হইলে এবং মনের প্রকৃত নিয়ম বুঝিতে পারিলে সেই গরল নিশ্চয় সম্পূর্ণ [illegible] হইবে এবং সংসার সমুদ্র হইতে আবার অমৃত উত্থিত হইবে। [illegible]থাপি তাহারা না বুঝিয়া যদি মনে মনে অশ্রদ্ধার বা অযত্নের

কল্পনা করিয়া নানা প্রমাদ উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে ভূতে পাওয়া রোগের শান্তি করা ভূতনাথ জগদীশ্বরের হাত।

যাহাহউক যে সংসারে বিবাদ কলহ ঘটে, সে সংসারের গৃহিণী অতি সূক্ষ্ম বিবেচনা পূর্ব্বক প্রথমতঃ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন। পরে যাহার যে আন্তরিক ভাবের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন উহা ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই সেই দোষ অতি সাবধানে খণ্ডন করিবেন, তাহা হইলেই বিবাদ কলহ অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু সাবধান! কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বুদ্ধি যেন পক্ষপাতিত্ব দ্বারা ভ্রান্ত না হয় এবং শারীর বিদ্যানভিজ্ঞ অস্ত্রচিকিৎসকের স্ফোটকে অস্ত্র করিতে ধমনী কাটিবার মত যেন দোষ খণ্ডন করিতে গিয়া চিরকালের মত অন্তর বিচ্ছেদ উপস্থিত না হয়। সর্ব্বদা এইটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে উগ্রভাব দ্বারা কখন বিবাদ ভঞ্জন হয় না। বরং কোন প্রতীকার না করাও ভাল, তথাপি উগ্রভাব দ্বারা প্রতীকার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। যথাবিহিত অস্ত্রদ্বারা যথার্থ দোষ স্থানে স্ফোটকের খণ্ডন না করিয়া বলদ্বারা মর্দ্দন করিলে যেমন নিশ্চয় অপকার হয়, এবং তাহা অপেক্ষা যেমন কিছু না করাও ভাল, তেমনি উচিত উপায় দ্বারা যথার্থ দোষ খণ্ডন করিতে না পারিয়া উগ্রভাব দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে গেলেই নিশ্চয় অপকার হইবে বরং কিছু না করিলে স্বভাবতঃ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বিবাদের কারণ অনুসন্ধান ও তৎপ্রতীকার করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহার পক্ষপাতিত্ব ও অসহিষ্ণুতা দোষ আছে তাহার একর্ম্ম নহে। কথা দ্বারা মনের ভাব জ্ঞাত হওয়া সহজ বটে; কিন্তু কি কথায় মনের যথার্থ ভাব প্রকাশ হইতেছে এবং কি কথা কপট ভাবে কথিত হইতেছে, তাহা স্থির করিতে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা আবশ্যক। নিজে নিঃস্বার্থ না হইলে সে বিবেচনা করিবার যোগ্যতা হয় না। অতএব অতি সাবধানে মনের ভাব নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আমি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি, এরূপ প্রকাশ করা অনর্থকর। উভয় পক্ষের কথা যে যেমন আপনাহইতে বলিবে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবে, উপযাচক হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না, কেন না স্বভাবতঃ

যে কোন কথা বলে তাহার দ্বারাই প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু বিবাদ ভঙ্গনেচ্ছা প্রকাশ করিলে বা উপযাচক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে কোন কথা বলিবে তাহা প্রায় কপটতা দূষিত হইবে। মনের ভাব ভিন্ন আর কিছুই বিবাদের কারণ হইতে পারে না। ঈর্ষ্যা, অহঙ্কার, অভিমান ইত্যাদি নানা প্রকার মনের ভাব বিবাদের কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বে যে ঈর্ষ্যার কথা লিখিত হইয়াছে সে কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মনের যে ভাবই বিবাদের কারণ হউক অথবা সেই ভাব যাহার মনেই থাকুক সত্য-প্রিয় ও অপক্ষপাতী হইয়া তাহা নির্ণয় করিবে, এবং নিজের বা নিজপক্ষ কাহারও দোষ দেখিলে তাহা স্বীকার করা আবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার দোষ সে জানিতে পারিয়া স্বীকার করিলে, আর সে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দোষীর দোষ স্বীকার করান যেমন কঠিন তেমন আর কোন কর্ম্মই নহে। মানুষের স্বভাব এই যে, পরের দোষ অতি সহজে দেখিতে পায় কিন্তু নিজের দোষ কদাচ দেখিতে পায় না। চক্ষু যেমন সম্মুখে থাকাতে পৃষ্ঠদেশের কোন অংশ দৃষ্টি গোচর হয় না, তেমনি মানুষের বুদ্ধি কেবল নিজের গুণের দিকে লক্ষ্য রাখে, কিন্তু দোষ গ্রাহ্য করে না। যেমন দর্পণ স্থাপন কৌশল দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশ দর্শন করা যায়, তেমনি পরের ও শত্রুর মত গ্রহণ করিলে নিজ দোষ জানা যায়। কিন্তু দোষীকে দোষ জানান আরো কঠিন, কেন না নিজের দোষের কথা কেহ শুনিলে গ্রাহ্য করে না এবং যে ঐ কথা বলে তাহাকে প্রধান শত্রু বিবেচনা হয়। শাসনাধীন লোকদিগের দোষ স্পষ্ট বলিয়া শাসন করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহারা শাসনাধীন নহে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের দোষকে দোষ বলাই দোষ। সত্য বলিলেও প্রমাদ ঘটে। তবে উপায় কি? সহিষ্ণুতা ও কৌশল। সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা কেন? না মনের বিরক্তি ভাব না প্রকাশ পায়, ইহা একটি মন্দ ঔষধ নহে। যাহার উপর যত বিরক্ত হইবে সে তত তোমাহইতে অন্তরে থাকিবে, যত সহিষ্ণু হইবে, তত তোমার মনের সহিত তাহার মনের ঐক্য হইবে। অতএব কিছু মাত্র বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া কৌশল পূর্ব্বক দোষীর দোষের ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া দিবে, যাহাতে সে ব্যক্তি ফল দ্বারা সেই দোষ জানিতে পারে এমন

চেষ্টা করিবে, এইরূপে সফল হইতে পারিলে কোন প্রমাদ ঘটিবে না। সহিষ্ণুতা না থাকিলে কৌশল দ্বারা কিছুই উপকার হইতে পারে না। অতএব বিবাদ ভঞ্জনার্থ যে কৌশল তাহার প্রধান অঙ্গই সহিষ্ণুতা। কিন্তু কৌশলের কিছু নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া বলা যাইতে পারে না, অবস্থা ও ঘটনানুসারে কৌশল স্থির করিবে। কৌশল দ্বারা কোন অসৎ উপায় বুঝায় না। অনেকে এরূপ বিবেচনা করেন বটে কিন্তু সেটি ভ্রম। সত্যপ্রিয় সদাচারী ব্যক্তিকেও কৌশল দ্বারা কঠিন কার্য্য সাধন করিতে হয়। ফলত মেয়েলি ঝকড়ার অন্ত পাওয়া ভার, যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকদিগের বিবাদ ভঞ্জন পক্ষে উপকার হইতে পারে। তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া বিশেব কৌশল স্থির করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা সফল হইতেও পারেন। কিন্তু যে স্থলে উভয় পক্ষই সমান বুদ্ধিহীন, ভাল বলিলে মন্দ বুঝিয়া থাকে, কোন কথায় অসদ্ভাব ব্যতীত সদ্ভাব গ্রহণ করে না, এবং যেখানে সকলেই দুর্নীতি পরায়ণ ও অসহিষ্ণু সেখানে উপায় করা ভার। যতদিন না স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া নারীদিগের দুর্নীতি সংহারও সুবুদ্ধি সঞ্চার হইবে, ততদিন তাহাদিগের প্রকৃত কল্যাণ দর্শনে আমরা নিরুপায়।

সন্তান পালন রীতি।*

আমাদিগের দেশে সন্তান পালনের রীতি যে অতি কদর্য্য এবং তজ্জন্য বিবিধ প্রকারে অনিষ্টপাত হইতেছে ইহা আমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারি না। যাঁহাদিগের উপরে সন্তান লালন পালনের ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞাতই এই অনিষ্টের মূল। বর্ষে বর্ষে আমাদিগের দেশে যত গুলি সন্তানের মৃত্যু হয়, অধিকাংশ এই অনভিজ্ঞতামূলক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশীয়া মাতাগণকে যত দিন আমরা সুশিক্ষিতা করিতে সমর্থ না হইতেছি, ততদিন এই ভয়ঙ্কর অনিষ্ট আমাদিগের দেশ হইতে কখনই তিরোহিত হইতেছে না। দেশীয় মাতা-গণের মূর্খতা সন্তানগণের শুদ্ধ শারীরিক মৃত্যুর কারণ হইলে হয় তো আম

* ...াহিতৈষিনী সভাতে পঠিত হয়।

এক দিন উপেক্ষা করিলেও করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের শরীর, মন ও আত্মা এ তিনেরই সুমহৎ অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে। হয়তো আমাদিগের উপস্থিত সভ্যগণ জানেন না, আমাদিগের দেশীয়া কত মাতা কুসংস্কার, অজ্ঞানতা এবং অযুক্ত ধর্ম্মানুরোধে বিমুগ্ধ হইয়া অযত্নে অনাহারে সন্তানগণের প্রাণ বিনাশ করেন। সে সকল হৃদয় বিদারক কথার আলোচনা করায় এস্থানে প্রয়োজন নাই; সচরাচর ভদ্র ও সাধারণ লোক মধ্যে যে সকল কারণে অনিষ্টপাত হইতেছে এবং যাদৃশ প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে, অদ্য তাহারই সমালোচনা করা যাউক।

সন্তান পালন সম্বন্ধে প্রণালী উদ্ভাবন করিতে গিয়া প্রধানতঃ আমাদিগের মাতার উপরেই দৃষ্টি নিপতিত হয়। সন্তানের মঙ্গল সমধিক পরিমাণে—এমন কি সম্যক্‌রূপে মাতার উপরেই নির্ভর করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অতি পূর্ব্ব হইতে তৎপ্রতি কর্ত্তব্য মাতার স্কন্ধে নিপতিত হয়। আমরা সেই শিক্ষাকে অতি অনুপযুক্ত শিক্ষা বলি যে শিক্ষা স্ত্রীগণকে প্রকৃত মাতৃপদে অভিষেক করিতে পারে না। এ কথা স্থির নিশ্চয়, দেশে সহস্র প্রকার উন্নতির অনুষ্ঠান হউক, যাবৎ স্ত্রীগণ উপযুক্ত রূপে মাতার পদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ থাকিবেন, তাবৎ কাল দেশের ভাবী উন্নতির আশা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র।

শরীর, মন, আত্মা এই তিনটি লইয়া আমরা সন্তান পালন রীতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব। ইহার এক একটী ভাগের বিশেষরূপে সমালোচনা অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব। যত দূর সম্ভবে এস্থলে এক একটী বিষয়ের কথঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ শরীর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীন কালেও মাতার সঙ্গে ভাবী সন্তান সন্ততির যে কি প্রকার গূঢ়তম ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা দেশীয় চিকিৎসকেরা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রকার সুশ্রুত বলিয়াছেন, 'গর্ভ সঞ্চার হইতে ব্যায়াম *** অনুপযুক্ত আহার, অতি- অনাহার, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, শোক, যানারোহণ, ভয়,

আসন, অতিমাত্র শৈত্যাদি ক্রিয়া, অকালে শোণিত মোক্ষণ, বেগধারণ পরিত্যাগ করিবে (১)।' 'নিত্য হৃষ্টচিত্ত থাকিবে, বিশুদ্ধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত থাকিবে, শুক্ল বসন পরিধান করিবে, সর্ব্বদা শান্তি মঙ্গল ঈশ্বর *** পরায়ণ থাকিবে, মলিন বিকৃত হীনাঙ্গ ব্যক্তি গণকে স্পর্শ করিবে না, দুর্গন্ধ বিকট দৃশ্য ও উদ্বেগকর কথা পরিত্যাগ করিবে, শুষ্ক পর্য্যুসিত, পচা, গলা অন্ন আহার করিবে না, বহির্দ্দেশে পরিভ্রমণ, ক্রোধ ভয় বিমিশ্র শূন্য গৃহাদি, ভার বহন, উচ্চৈঃস্বরে আলাপনাদি এবং যাহাতে সন্তান নষ্ট হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ পুনঃ তৈলমর্দ্দন গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে না, যাহাতে শরীরের আয়াস হয় এরূপ কার্য্য করিবে না। মৃদু আস্তরণে আবৃত, অতিশয় উচ্চ নয়, ভগ্নাদিক নয় এরূপ শয়নাসন প্রদান করিবে। সামান্যতঃ রুচিকর, দ্রব, মধুর রস প্রধান, স্নিগ্ধ, অগ্নি উদ্দীপক দ্রব্য বিমিশ্রিত ভোজন অর্পণ করিবে (২)।

সুশ্রুত মাতার সহিত সন্তানের এত দূর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বহুবিধ রোগ, ইন্দ্রিয় বৈকল্যাদি এক মাতার অসাবধানতার উপর আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মাতার দোষেই যে সন্তান নিতান্ত রোগাক্রান্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অন্ন, মদ্য,

(১) তদা প্রভৃত্যেব ব্যায়ামং *** অপতর্পণ মতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানাবরোহণং ভয়মুৎকটাসনং চৈকান্ততঃ স্নেহাদিক্রিয়াং শোণিতমোক্ষণং চাকালে, বেগবিধারণঞ্চ ন সেবেত।

সুশ্রুতঃ শারীরস্থানং ৩ অ,

(২) গর্ভিণী প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি নিত্যং প্রহৃষ্টা শুচ্যলঙ্কৃতা, শুক্লবসনা, *** শান্তিমঙ্গল দেবতা পরা চ ভবেন্মলিনবিকৃতহীনগাত্রাণি ন স্পৃশেদ্, দুর্গন্ধদুর্দ্দশানি পরিহরেৎ উদ্বেজনীয়াশ্চ কথাঃ, শুষ্কং পর্য্যুষিতং কথিতং ক্লিন্নং চান্নং নোপভুঞ্জীথ, বহির্নিষ্ক্রমণং শূন্যাগারচৈত্যশ্মশানবৃক্ষাশ্রয়ান্ ক্রোধভয়শঙ্করাংশ্চ ভারাদুচ্চৈর্ভাষাদিকং পরিহরেদ্যানি চ গর্ভং ব্যাপাদয়ন্তি, চাভীক্ষ্ণং তৈলাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনিন নিষেবেত, ন চায়াসয়েচ্ছরীরং পূর্ব্বোক্তানি চ পরিহরেৎ। শয়নাসনং মৃদ্বাস্তরণং নাত্যুচ্চমপাশ্রয়োপেতমসম্বাধং বিদধ্যাৎ। হৃদ্যং দ্রবং মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং দীপনীয়সংস্কৃতঞ্চ ভোজনং ভোজয়েৎ সামান্য মেতদ্।

শারীরস্থানং ১০ অ,

দগ্ধমৃত্তিকাদি যথেচ্ছ আহার এবং শরীরের আয়াসজনক বিহারাদি দ্বারা সন্তানগণের ভাবী অমঙ্গলের সূত্রপাত করা হয়, ইহা সকল মাতারই জানিয়া থাকা উচিত।

আমাদিগের দেশে সূতিকাগার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহা যেমন অপ্রশস্ত ক্ষুদ্রাকার করিয়া অপবিত্র স্থানে সংস্থাপিত করা হয়, তাহাতে ইহাকে যমাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুশ্রুত ৮ হাত দীর্ঘে ৪ হাত প্রস্থে সূতিকাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়াছেন ইহাও সুপ্রশস্ত নয়। আমাদিগের দেশে ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর বড় বড় ঘর সূতিকাগৃহ হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইদানীন্তন গৃহের অশুচিতার শাস্ত্র বাহির হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অতি সুকোমল শিশু সহসা ভূমিষ্ঠ হইয়া যে বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করে তাহা কীদৃশ হওয়া সমুচিত ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সুশ্রুত সামন্যতঃ এইরূপ ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, 'গাত্রে কোন আঘাত না লাগে এরূপে শিশুকে গ্রহণ করিবে, সহসা ইহাকে ধমকাইবে না বা জাগাইবে না। কি জানি ভয় পায় এজন্য অকস্মাৎ ধরিবে না, ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করিবে না, কুব্জ হইবার ভয়ে বসাইবে না, সর্ব্বপ্রকারে তাড়না পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় ব্যক্তি সকল যত্ন সহকারে শিশুর সেবা করিবে। শিশু এইরূপে স্বচ্ছন্দে থাকিলে নীরোগ এবং সুপ্রসন্নমনা হয়। উষ্ণ বায়ু, বৃষ্টি, ধূলি, ধুম, জল, উচ্চনীচ স্থান অপবিত্র স্থান এসকলে সন্তানকে কখন রাখিবে না (৩)।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে সুশ্রুত শীতল জলে স্নান করাইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকে তাহা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতে ব্যবস্থা দেন। ইটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, কারণ

---

(৩) বালং পুনর্গাত্রসুখং গৃহ্নীয়ান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ, সহসা ন প্রতিবোধয়ে ত্বিত্রাসভয়াৎ সহসা নাপহরেদুৎক্ষিপেদ্বা বাতাদিবিঘাতভয়াৎ নোপবেশয়েৎ কৌব্জ্যচভয়াত্তে নিত্যং চৈনমুন্নুরবর্ত্তেত প্রিয়শতৈরজিঘাংসুঃ। এব মনভিত মনাহভি বর্দ্ধতে নিত্য মুদাগ্রসত্ব স্পস্ত্বো নীরোগঃ সুপ্রসন্নমনাশ্চ ভবতিসম্ব। বাতাতপবিদ্যুৎ প্রভাপাদপলতা শূন্যাগার নিম্নস্থান গৃহচ্ছায়াদিভ্যো *** বালং রক্ষেৎ।

শারীরস্থানং ১০ অ,

তৎকালে শীতল জলে স্নান করাইলে অনেক স্থলে নাসিকায় শ্লেষ্মা, উদরাময়, চক্ষু ফুস্ফুসের প্রদাহ জন্মিয়া থাকে এবং এরূপ হইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রতিদিন প্রাতে শিশু সন্তানকে স্নান করান আবশ্যক। ইহাতে কোন পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, বরং সুস্থতা লাভ হইবে। প্রচুর জলে নিত্য স্নান, সুপরিষ্কৃত বস্ত্র, বিশুদ্ধ বায়ু, উপযুক্ত আহার, প্রচুর নিদ্রা সন্তানগণের স্বাস্থ্য জন্য সর্ব্বদা আবশ্যক।

স্তন্য পান সম্বন্ধে কিছু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। শিশুসন্তানের পক্ষে মাতার স্তন্য তুল্য আর কিছুই উপযুক্ত আহার নহে। সামর্থ সত্ত্বেও মাতা স্তন্য পান না করাইয়া ধাত্রী নিয়োগ করেন, এই জঘন্য প্রথা যাহাতে এদেশে কখন প্রচলিত না হয়, এবিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। ঈশ্বরের বিধানকে স্বেচ্ছাচার বশতঃ উল্লঙ্ঘন করা অপেক্ষা আর ভয়ানক পাপ কি আছে? মাতা রোগাদির দ্বারা সম্পূর্ণ অসমর্থা না হইলে কখনই স্তন্যপানার্থ ধাত্রী নিয়োগ করা সুবিধি নহে। ধাত্রী দুশ্চরিত্রা ও রোগিণী না হয় এবিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাতা বা ধাত্রীর দুগ্ধ অভাবে গর্দ্দভ দুগ্ধ, সবল সন্তানগণকে ছাগ দুগ্ধ, তদভাবে গো-দুগ্ধ সমান পরিমাণ উষ্ণজল, একবিন্দু লবণ ও উৎকৃষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে র্করা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। দুগ্ধ সদ্য হয়, নিত্য একই গাভীর দ এবং পাত্র বিশেষরূপ অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত হয়, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাভীর দুগ্ধ সহ্য না হইলে পাঁমরুটির শাঁস ২ ঘণ্টা ধরিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া শর্করা ও দুগ্ধ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তান ক্রন্দন করিলেই কারণ না বুঝিয়া অনেকে স্তন্য পান করাইয়া থাকেন, এটি অতি অন্যায়। অধিক দুগ্ধ পান করাইলে বহুবিধ পীড়া হয়, ইহা সকলকে স্মরণ রাখা উচিত। ১ মাসের সন্তানকে ২ ঘণ্টায়, ২ মাসের সন্তানকে ৩ ঘণ্টায় এইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে আহার সময়ের পরিমাণ করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ১ বৎসর পরে মাতৃ স্তন্য পরিত্যা[illegible] করান যাইতে পারে। সন্তান সুস্থশরীর হইলে ৮।১০ মাস মধ্যে কি[illegible] হানি নাই। রুগ্ন সন্তানকে মাতা সমর্থ স্থলে দেড় বৎসর দু[illegible]

স্তন্য পান করাইতে পারেন। ইহার অধিক সময় হইলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হয়।

শিশুসন্তানের পক্ষে অঙ্গচালন ও স্থনিদ্রা অত্যাবশ্যক। উহাদিগকে চীৎ করিয়া রাখিলে ও শোয়াইলে যে নিজ হইতে অঙ্গচালনা করে, তাহাই উৎকৃষ্ট অঙ্গচালনা। ৪।৫ মাসের হইলে শরীর ও পদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রাতে বৈকালে বাহিরে ক্রোড়ে করিয়া ভ্রমণ করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতল বায়ু বহিলে, বাহিরে লইয়া যাওয়া সমুচিত নয়। হামাগুড়ী দিতে শিখিলে হামাগুড়ী দিতে দেওয়া অত্যাবশ্যক। কিছু অবলম্বন করিয়া স্বয়ং দাঁড়াইলে সেই প্রকৃত দাঁড়ানের সময়। চেষ্টা করিয়া দাঁড় করাইলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। শয়ন গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারের আবশ্যক। কিন্তু যাহাতে শীতল বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহ শীতল না হয়, আবার গৃহ বন্ধ রাখিয়া অত্যুষ্ণ না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিদ্রাবস্থায় প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে এ জন্য মশারি প্রভৃতির আবরণে না শোয়া ভাল। আবরণ আবশ্যক হইলে নেটের মশারির আবরণে শোয়া সমুচিত। প্রসূতির অসাবধানতায় বক্ষে বা হস্তাদিতে চাপা পড়িয়া অনেক সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সমুচিত।

মাতার আহারের দোষে সন্তানের মলের দোষ ঘটে। অতএব মলের দোষ ঘটিলেই মাতাকে আহারের বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। মূত্র প্রচুর প্রমাণে হইলে, বস্ত্রাদিতে দাগ লাগিলে, কি দুর্গন্ধময় হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে শিশু সন্তান শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ না করে, এ অভ্যাস এই সময় হইতে করাইতে হইবে। ৩।৪ মাস বয়সের পর দিবারাত্রের মধ্যে বিছানা হইতে ৮।১০ বার তুলিয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইলে এই অভ্যাস ক্রমে দৃঢ় হইয়া যাইবে।

শিশুর বয়ক্রম দুই বৎসরের অধিক হইলে, পূর্ব্ববৎ নিয়মিত স্নান, সময়োপযোগী সুপরিষ্কৃত বস্ত্র, স্বেচ্ছানুরূপ ভ্রমণ, স্বেচ্ছানুরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়া, ...হরে ২ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পর হইতে নিদ্রা আবশ্যক। ২।৩ বৎসর ... অন্ন অতি অল্প পরিমাণে এক বেলা দিতে পারা যায়। শিশুকে ...ভোজন দেওয়া অতি গর্হিত। নির্জ্জল সদ্য দুগ্ধই ইহাদিগের পক্ষে

অতি হিতকর। গোধূম নির্ম্মিত রুটি এই সময় হইতে খাওয়াইতে অভ্যাস করাইলে হানি নাই। গৃহ নির্ম্মিত রুটি অপেক্ষা পামরুটী খাওয়ানই উৎকৃষ্ট। বয়ঃস্থ সন্তানগণের স্নানাহারাদি লইয়া সমালোচনা করিবার উপযুক্ত সময় আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যায়, শুদ্ধ বয়সের ন্যূনাধিক্য জন্য যে ইতর বিশেষ; নতুবা স্বাস্থ্য রক্ষার যে সাধারণ নিয়ম আছে ইহাদিগের প্রতিও সেই নিয়ম। ক্রীড়া শ্রম ব্যায়াম ইহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ধাবন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ এই সকল ব্যায়াম উৎকৃষ্ট। অসার তাস পাশাদি ক্রীড়া দ্বারা যাহাতে তাহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া যায়, এরূপ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্রীড়ার সহিত অঙ্গচালনা বুদ্ধি চালনাদি প্রতিনিয়ত আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

সামাজিক এবং পারিবারিক শাসন।

মনুষ্য ঈশ্বরের মুখ দেখিয়া অতি অল্প সময় কাজ করে, লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া অধিক সময় চলিয়া থাকে। একাকী থাকিলে ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যত শীঘ্র ও যত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় দুই জন থাকিলে তাহার কত দমন হয়! সাধারণের মতের বিপক্ষে দাঁড়ান সকলের সাহসে কুলায় না। লোকে বলে মনের কথা ভাবিলেই সকলেই পাগল, কিন্তু কেন ভাবে না? কারণ অনেকের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাজের পরস্পরে পরস্পরের পক্ষে পুলিষ প্রহরীর কার্য্য করে। এই শাসনকে সামাজিক শাসন বলে। এই শাসন প্রকাশের উপায় যে দেশে ভাল আছে, তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলে। খবরের কাগজ এই শাসন প্রচারের প্রধান উপায়, কারণ তাহাতে সাধারণ মত জানা যায়। এই শাসন যে কেবল দমন করে এমন নয়, শিক্ষাও দিয়া থাকে এবং দেশের লোকের চরিত্র গঠন বিষয়ে অনেক সাহায্য করে।

সমাজের মধ্যে যেমন একটী শাসন, পরিবারের মধ্যেও তেমনি একটী শাসন আছে তাহাকে পারিবারিক শাসন বলা যাইতে পারে।

সমাজের মধ্যে মান্য গণ্য লোকদিগের মত যেমন সমাজিক শাসনের প্রধান অঙ্গ, পরিবারের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আস্পদ পিতা মাতাও তত্তুল্য ব্যক্তির মত সেই রূপ পারিবারিক শাসন সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করে। সমাজের শাসনকর্ত্তাদের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে যেমন দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে, পরিবারের পিতা মাতার ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে সেইরূপ পুত্র কন্যার ধর্ম্মনীতিও উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে। নির্ব্বাক শিশুরা কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যে পিতা মাতার দৃষ্টি, কথা, কার্য্য ও ভাব পাঠ করে তাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

পারিবারিক শাসন ও সামাজিক শাসন উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। যে পরিবারে পিতা মাতা নির্ব্বোধ নন অর্থাৎ আপনাদের উন্নত পদ হারান নাই, সে পরিবারের পুত্র কন্যার উপর যতদিন পিতা মাতার শাসন থাকা উচিত তাহা স্বভাবতই থাকে। কিন্তু যে পরিবারে পিতা মাতার ধর্ম্মনীতি মন্দ তাহার কদর্য্য শাসনে ও শিক্ষাতে পুত্র কন্যাদিরও ধর্ম্মনীতি বিকৃত হইয়া যায়, অথবা যদি অন্য কোন দিক হইতে ভাল শিক্ষা আইসে, তাহা হইলে সেই পিতা মাতাকে পুত্র কন্যার হৃদয় রাজ্যের রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। হা! দুশ্চরিত্র পিতা! হা দুঃশীলা মাতা! কেন ক্ষোভ কর "যে পুত্র কন্যারা আর কথা শুনে না; তাহাদের উপর আর আমাদের প্রভুত্ব নাই।" তোমরা নিজের প্রভুত্ব নিজে হারাইয়াছ। বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি বিশিষ্ট পরিবারে দুর্ব্বিনীত সন্তান বিরলদৃষ্টান্ত।

আমরা বলিয়াছি এই পারিবারিক শাসনের মধ্যে ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি গঠন আর কিরূপে হইতে পারে? অতএব সংসারে প্রবিষ্ট হইবার সময় পর্য্যন্ত পিতা মাতার অধীনে থাকা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। হিন্দু পরিবারে ইহার এ প্রকার বন্দোবস্ত আছে, বরং বাড়া বাড়ি—৩।৪ সন্তানের পিতা মাতাকেও পিতা মাতার শাসনাধীনে থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে উপকার আছে, অপকারও যথেষ্ট। উপকার এই যে যৌবনের অবিমৃষ্যকারিতার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধাবস্থার বিবেচনার কার্য্য হয়। কিন্তু অপকার অনেক, প্রধান দুই :—প্রথমে গত কালের ভ্রম কুসংস্কারের রাজত্ব অধিক দিন থাকে এবং বর্ত্তমানের জ্ঞান ও

সত্য প্রকাশ পাইবার পথ পায় না। ২য় বিশ্বাস, রুচি ও যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়াতে লোকের উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, স্বাবলম্বন সকলই মৃতপ্রায় হয়। সুতরাং বাঙ্গালিরা যে ভীরু, পরমুখাপেক্ষী, অলস, নিরুৎসাহ এই প্রথা তাহার এক প্রধান কারণ। কিন্তু আর একদিকে দেখি যে সম্মুখে পিতা মাতা কিম্বা গুরু জনের শাসন রূপ দণ্ড না থাকিলে যুবক যুবতীরা উৎসাহের বেগে যে কোথায় গিয়া পড়ে তাহার স্থিরতা নাই। আমরা মন্দ পথেরই কথা বলিতেছি না, ভাল পথেরও মন্দ সীমা আছে। সম্প্রতি হিন্দু ধর্ম্মের সহিত হিন্দু সামাজিক ও পারিবারিক শাসনও বাধ্য হইয়া এক এক পদ্ব করিয়া আপনার রাজত্ব ছাড়িতেছে। এসময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি রূপ ভিত্তির উপর নূতন পারিবারিক ও সামাজিক শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের সুবিধা দেখা যায় না। সামাজিক শাসন অপেক্ষা পারিবারিক শাসনের গুরুত্ব অধিক, কারণ ভাবী নর নারীর চরিত্রের ভিত্তি পরিবারের মধ্যে প্রথম এবং প্রায় চিরকালের জন্য স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ের যুবা ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের এবিষয়ে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। তাঁহারা অনেকে অল্প বয়সেই বিশ্বাসের জন্য পিতা মাতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়! সৌভাগ্য, কারণ তাঁহারা স্বাধীন ভাবে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। দুর্ভাগ্য কারণ, মস্তকের উপরে একটী শাসনের অভাবে তাহাঁরা যথেচ্ছাচারী হইয়া অকারণ হিন্দুদের অনেক সদ্ভাব হারাইতেছেন। স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়া বড় গোলযোগ। আমাদের বোধহয় গৃহ হইতে তাড়িত শাসন বিমুক্ত যুবক যুবতীদিগের এবিষয়ে যত অনিষ্টের আশঙ্কা যাঁহারা সপরিবারে এবিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদের সে আশঙ্কা নাই। কোন গুরুজনের কর্ত্তৃত্ব বা শাসনের অধীনে এই স্বাধীনতা আরম্ভ করিলে ভাল হয়। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার যে নিয়মে সংগঠিত হইতেছে, তাহাতে সমূহ কল্যাণ লাভ হইবে এবং বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এইরূপ সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি অথবা

সুশিক্ষিতা প্রবীণা ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর শাসনে যে পরিবার নিয়মিত হইবে তাহার সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, ধর্ম্ম সুনীতি প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে পারে। তাহা না হইয়া উষ্ণশোণিত যুবারা যদি উষ্ণশোণিত যুবতীদিগের স্বাধীনতা পথের নেতা ও রক্ষক হন, তাহা হইলে তাহা হইতে সমূহ অনর্থের সম্ভাবনা। শাসনের অধীন হইয়া চলিলে ও চলিতে বলিলে উদারতার কিম্বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না। যথেচ্ছাচার করা ও যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া উদারতা কিম্বা স্বাধীনতার অর্থ নয়। শাসন না থাকিলে স্বাধীনতা হইতে আর কিছু হউক না হউক নারীগণ নির্লজ্জ, নির্দ্দয়, কঠিন ও পুরুষপ্রকৃতি হইয়া পড়িবে। ইহা কি আমাদের কোন বন্ধু প্রার্থনা করেন? যদি করেন গতি নাই। আমাদের কেবল এই ভয় ও এই প্রার্থনা যে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্যের গোল যোগে পড়িয়া ঈশ্বরের প্রেম, বিশ্বাস, বিনয়, লজ্জা ও মধুরতা এসকল নারী-শোভন গুণ যেন কুসংস্কারের মধ্যে গণ্য হইয়া না পড়ে।

নারীগণের গণিতশিক্ষার আবশ্যকতা।

স্ত্রীলোকের পক্ষে সাহিত্য পাঠ আবশ্যক বটে, কিন্তু গণিতও অনাবশ্যক নয়। সাহিত্য পাঠ দ্বারা তাঁহারা নানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক হইতে প্রচুর জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারেন, পত্র বা গ্রন্থ লিখিয়া আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দান ও জনসমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারেন এবং পাঠের আনন্দে সুখের এক নূতন পথে বিচরণ করিতে পারেন। গণিত হইতেও জ্ঞান, যোগ্যতা ও প্রচুর আনন্দ লাভ করা যায়। জ্যোতির্বিদ্যা পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি উত্তমরূপে শিখিতে হইলে অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, সাংসারিক নানাবিধ হিসাব পত্রও গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে চালান যায় না, এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব, গ্রহণাদি গণনা দ্বারা হৃদয়ে যে অপার আনন্দ লাভ হয় তাহা গণিত ভিন্ন আর কিসে হইতে পারে। এখন এদেশে যে অল্প পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে তাহা সাহিত্যপ্রধান, ছাত্রীরা অঙ্কশিক্ষায় নিতান্ত অক্ষম দেখা যায়। ইহাতে অনেকে মনে করেন "অঙ্ক বিদ্যায় স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি নাই, সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টা করা বৃথা। যে সময়

মিছামিছি অঙ্ক শিখিতে যাইবে, সে সময়ে তাহারা সাহিত্যের অনেক উন্নতি করিতে পারে"। অঙ্ক শিখিবার বুদ্ধি যে স্ত্রীলোকের নাই এযুক্তি আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না। অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, আমাদের দেশের খনা লীলাবতীর নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদিগের নামাঙ্কিত গ্রন্থ গণিত বিষয়ক এবং তাহা অনেক শিক্ষিত পুরুষেরও শিখিতে পারেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের নারীগণ উৎসাহিত হইতে পারেন। তাঁহাদের পথে যাঁহারা চলিতে পারিবেন, তাঁহারা এদেশের ভূষণ হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ আমরা আমাদের পাঠিকাগণকে এক কালে খনা লীলাবতী করিতে যাইতেছি না। অঙ্ক বিদ্যার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ হয় এইটি আমাদের চেষ্টা ও প্রার্থনা। প্রথমে যে সকল অঙ্ক শিক্ষা করা তাঁহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক তাহাই আমরা প্রদর্শন করিব এবং তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে অনুরোধ করিব। পরে তাঁহারা নিজের মনের অনুরাগে এবং অবস্থাগত সুবিধা অনুসারে উচ্চ উচ্চ বিষয়ের অনুশীলন করুন্। এখন যে সাহিত্যের ন্যায় গণিতবিষয়ে ছাত্রীগণের অনুরাগ দেখা যায় না, তাহার কারণ এইরূপ বলাযায়, সাহিত্যের ন্যায় গণিত প্রথমতঃ রসাল নয় এই জন্য তাহাতে শীঘ্র মন যায় না। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য অপেক্ষা গণিতে গুরু উপদেশ অধিক আবশ্যক। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকেরা যে অল্প সাবকাশ পায়, তাহাতে একটু, সাহিত্য পাঠ করিলে কিছু কিছু লাভ দেখিতে পাওয়া যায় গণিতে তদপেক্ষা বেশী সময় না দিলে আদেশানুরূপ ফল লাভ হয় না। যাহা হউক অল্পসময়ে সাংসারিক কার্য্যোপযোগী স্থূল স্থূল অঙ্ক গুলিতে নারীগণের যাহাতে অধিকার হয়, এজন্য আমরা কতকগুলি সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিবার মানস করিয়াছি পাঠিকাগণ তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শিক্ষা করিবেন।

এখন এদেশের সমাজে স্ত্রীলোদের অতি হীনাবস্থা, কিন্তু পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যের সীমা নাই। এই ক্ষমতা রক্ষা এবং কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে অঙ্কশিক্ষা একটি অত্যাবশ্যক গুণ ব[illegible] হইবে। আমাদের গৃহিনীগণের উপর গৃহের প্রায় সমুদয় কার্য্যে[illegible]

চাউল, ডাউল, তৈল, দুগ্ধ, দাস দাসীর বেতন ও হাট বাজারের হিসাব তাহাদিগের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাঁহারা এ সকল কার্য্য কি নির্ব্বাহ করিতেছেন না? করিতেছেন বটে, কিন্তু সুন্দররূপে নহে এবং অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে ঠকিতে বা গোলমালে পড়িতে হয়। তাঁহাদিগের গণনা প্রণালীকে মেয়েলি সঙ্কেত বলে। তাঁহারা তদ্দ্বারা কষ্ট করিয়া সহজ ও মোটা মুটি হিসাব করিতে পারেন, কিন্তু একটু ঘোর ফের হইলেই বিপদে পড়েন। অনেককে দেখাযায় তৈল দুগ্ধ ইত্যাদি রোজ লন এবং কত পরিমাণে লইতেছেন জানিবার জন্য দেয়ালে কালীর ফোঁটা বা খড়ির দাগ দিয়া রাখেন, কেহ কেহ বা এক একটা ঢিল অথবা কুরুই গণিয়া রাখেন। যদি দৈবাৎ দাগ পুঁছিয়া বা কুরুই হারাইরা যায় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। দেনা পাওনা বুঝিবার সময় মেয়েলি সঙ্কেতে ১৬ অর্দ্ধেক ৮, ৮, অর্দ্ধেক ৪, এইরূপ হিসাব করিতে বিস্তর সময় ব্যয় ও হিসাব বিঠিক হইয়া যায়। আমাদের ইচ্ছা তাঁহারা সহজে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য অঙ্কের মূল সঙ্কেত গুলি শিখুন এবং শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্থ করুন অনেক পরিমাণে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে।

নীতি গর্ভ উপন্যাস।

একটী শম্বুক জলের মধ্যে বাস করিত এবং সেখানে যে কিছু শেওলা ও জললতা পাইত তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত। দৈবাৎ এক দিন সে জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া উপরে প্রসারিত আকাশ এবং চারিদিকে আলো ও বায়ু সঞ্চার দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল। স্থির করিল আর জলে গিয়া কষ্ট ভোগ করিব না, স্থলেতে সুখে বাস করিব। ইহা স্থির করিয়া শামুক একটী গাছের আশ্রয় লইল এবং তাহাতে বাহিয়া বাহিয়া এক এক করিয়া তাহার পাতা গুলি কুরিয়া কুরিয়া খাইল। যত খায় শামুকের ভোজন শক্তি বাড়িতে লাগিল এবং বেশ একটু বিলাসিতা (বাবুগিরি) ও অহঙ্কার জন্মিল। এখন সে পৃথিবীর লোকদের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য উৎসুক হ[illegible]। থাকে থাকে, মধ্যে মধ্যে শুঁড় বাহির করিয়া নাড়িতে থাকে এবং মনুষ্যের বাস বা যাতায়াতের পথ তাহার এক পাশে বসিয়া

থাকে। দেখে মানুষে তাহার খবর লয় কি না? অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিল কেহ তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করে না। তখন সে ভাবিল "আমার গার উপর যে একটা খোলস রহিয়াছে, ইহাতে আমার এমন কোমল অঙ্গ কেহ দেখিতে পায় না, আর আমি নিজে এমন নবনীর পুতলীর মত সুন্দরদেহ হইয়া দিন রাত কি একটা বোঝা বহিয়া মরি। ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়! এখন কি করিয়া এ বোঝাটা হইতে পরিত্রাণ পাই!" এই ভাবিয়া শামুক খোলস হইতে বাহির হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। দিন দিন খোলসটীর ভারে তাহার এত ক্লেশ বৃদ্ধি হইল যে অসহ্য হইল। তখন সে বিরক্ত হইয়া একটা গাছের উচ্চ শাখায় উঠিল এবং তথা হইতে জোর করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। আছাড়ে শামুকের অত্যন্ত আঘাত লাগিল, ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু তাহার গার শক্ত আবরণটা একবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে সকল কষ্ট ভুলিয়া গেল। মনে করিল এখন হইত মনের মত করিয়া সুখ ভোগ করিব। হা! তাহার আশা বৃথা হইল! দিবসে সূর্য্যের তাপে দগ্ধ হইয়া রাত্রির মুখ চাহিয়া রহিল। রাত্রিতে শীতের তাড়নায় তাহার প্রাণান্ত ক্লেশ হইল। সে তখন যে কোমল শরীরের অহঙ্কার করিয়াছিল তাহা অসহ্য দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল! এবং যে শক্ত খোলসটীর উপর দারুণ বিরক্ত হইয়াছিল তাহা ভিন্ন বাঁচিতে পারে না বুঝিল। যাহাহউক একদিন এক রাত্রি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া হতভাগ্য শম্বুক মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করিল। মরণ কালে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিল।

"হে জীবনের গতি, অনাথের নাথ ঈশ্বর! তুমি যাহা কর সকলি আমাদের সুখ ও কল্যাণের জন্য। অহঙ্কারী ও অধিক সুখের অভিলাষী হইয়া আমরা তোমার ব্যবস্থায় দোষ দি, তাহা উলটাইতে চাই এবং অবশেষে প্রাণে বিনষ্ট হই। তুমি যে আবরণটি আমার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায় করিয়াছিলে, তাহাই প্রধান আপদ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতে গেলাম। আমার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল হইয়াছে। আমার দৃষ্টান্তে আর যেন কেহ অহঙ্কারী অপরিণামদর্শী লোক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া না মরে।"

আদর্শ রমণী।

১

আদর্শ রমণী বর্ণিতে বাসনা,
কিন্তু মোর নাই সেরূপ কল্পনা
যে কল্পনা বলে কবি রত্নাকর,
আঁকিলেন সীতা ছবি মনোহর।
সামান্য শক্তিতে সামান্য ভাষায়,
যথাসাধ্য আমি বর্ণিব তাহায়।

২

এই দেখ সেই রমণী আমার,
স্নিগ্ধ নিরুপম লাবণ্য তাঁহার,
তদ্রূ সুকোমল আঁখি সুবিল,
তাহে স্নেহ যেন করে ঢল ঢল,
সুবুদ্ধি চতুর অথচ বিনয়ে,
মুখ খানি যেন আছে মাখা হয়ে।

৩

মৃদু মৃদু কথা মৃদু মৃদু গতি
হাসি হাসি মুখ সুপ্রসন্ন মতি,
যার সনে দেখা ভাল বাসা তারে,
প্রেমের কৌমুদী চৌদিক বিস্তারে,
পরের আঘাত অকাতরে সয়,
রূঢ় নিজে কিন্তু এক দিনো নয়।

৪

সুশীতল দৃষ্টি বিশাল নয়নে,
শান্তি পবিত্রতা যেন এক সনে,
মিলিয়া রাজত্ব করে চক্ষে তাঁর,
দেখে ইচ্ছা হয় দেখি বারবার,
যত দেখি মন হয় সমুন্নত,
দেখি যেন তাঁরে দেবতার মত।

৫

গুণে অনুরক্ত প্রিয় পতি তাঁর,
কত ভাল বাসা বর্ণে সাধ্য কার,
পত্নীর আদর্শ হয়ে বিনোদিনী
কেমন সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গিনী—
মরি সহবাসে সব দুঃখ হরে—
সুধা স্রোত যেন জীবনে সঞ্চার।

৬

সব স্বার্থ ছাড়ি স্বামির কারণে,
যেন বেঁচে তিনি আছেন ভুবনে।
গৃহ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত
তাঁহারি মঙ্গল খোজেন নিয়ত,
শত অপরাধ করেন মার্জ্জনা,
তাঁর শুভহেতু করেন প্রার্থনা।

৭

মরি কিবা স্নেহ পুত্র কন্যা' পরে
দৃষ্টিপাতে যেন স্নেহ বৃষ্টি করে,
প্রফুল্ল বদনে মৃদু মৃদু হাস,
পুত্র কোলে লয়ে কতই উল্লাস,
প্রসূতি কি ধাত্রী, দাসী, মেথরিণী
সব সন্তানের এক সে কামিনী।

৮

প্রাণের সন্তান অতি প্রিয় ধন
কারো হাতে দিয়ে নহে তুষ্ট মন,
পক্ষিণী মতন নিজশিশু গণে,
করেন পালন পরম যতনে।

শত উপদ্রবে একদণ্ড তরে
ক্রোধের উদয় না হয় অন্তরে !

৯

প্রেমরাজ্য তাঁর, প্রেমের শাসন,
দেখে পবিত্রতা শিখে শিশুগণ ;
প্রসন্ন বদনে প্রসন্ন নয়নে,
নিত্য নবপাঠ পড়ে মনে মনে ;
দুগ্ধ সনে যেন প্রেম টেনে খায়,
স্বভাবে সুবোধ কেহ না শিখায় ।

১০

মাঝে সে জননী তারা চারি ধারে,
সে সুন্দর শোভা কে বর্ণিতে পারে,
মার কোলে উঠে হাসে কুতূহলে,
স্বর্গ অবতীর্ণ যেন ধরাতলে,
ঈশ্বরের প্রেম মধুর কেমন.
বুঝিতেছি ভাল করে দরশন ।

১১

দাস দাসী তাঁর গুণে বশ হয়ে,
সেবা করে সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে,
মার গুণ গান বদনে না ধরে
বড় ভাল বাসে বাহিরে অন্তরে,
মাকে ছেড়ে যেতে চক্ষে ধারা বয়
ইচ্ছা চির কাল তাঁরি কাছে রয় ।

১২

পিতা মাতা প্রতি কত ভক্তি তাঁর,
সামান্য ভাষাতে কি বর্ণিব আর ?
শিশুরে পালেন জননী যেমন,
অসময়ে সেই দুহিতা তেমন,
শত দাসদাসী শত পুত্রবর
না হয় এহেন দুহিতা সোশর ।

১৩

চৌদিকের দুঃখী দীন হীন যারা
তাঁর গুণ গান কত করে তারা ;
হেন দয়াবতী কে দেখে কোথায়,
সকলেরে ভাবে আপনার প্রায়,
রোগীর শুশ্রুষা কাতরে সান্ত্বনা
পরম আনন্দে করেন ললনা ।

১৪

অতি শত্রু হলে তারো অপকার
একদিনো মনে নাহি আসে তাঁর,
নিজে অপরাধী কারো কাছে নন,
পর অপরাধ হন বিস্মরণ,
গম্ভীরপ্রকৃতি প্রশস্ত, উদার
ক্ষমা, সহিষ্ণুতা কিবা চমৎকার ।

১৫

তাঁর অপকার যে করে বাসনা,
তারি উপকার তাঁহার প্রার্থনা,
শত্রুগণ প্রেমে হয়ে পরাভূত,
চিরবন্ধু হয়ে থাকে অনুগত ।
তাঁহার বিপদে শত শত জন
পারে করিবারে প্রাণ সমর্পণ ।

১৬

স্বদেশের হিতে উদার হৃদয়
করেন বিভব অকাতরে ব্যয়,
কত বিদ্যালয়, চিকিৎসা আগার ;
অতিথি নিবাস সদাব্রত তাঁর ।

ধন, পরিশ্রম সব ব্যয় করে,
আছেন জগতে অপরের তরে।

১৭

ঈশ্বরের প্রতি মরি প্রেম কত,
গাঢ় ভক্তি তাঁর চরণে নিয়ত,
বিপদে সম্পদে তাঁহাতে নির্ভর,
তাঁরে হৃদে রেখে প্রফুল্ল অন্তর ;
কি আনন্দ হায় অন্তরে তাঁহার,
মর্ম্ম কি বুঝিবে অন্য লোকে তার ?

১৮

সন্তানে বেষ্টিত হইয়া যখন,
ডাকেন ঈশ্বরে মুদিয়া নয়ন,
দুই গণ্ডে কিবা প্রেম ধারা বয়,
হেরে মুখ শোভা স্বর্গ বোধ হয়।
নিজে শিশুগণে স্বামী পরিবার
সঁপেন সকলি চরণে তাঁহার !

১৯

সকল সঁপিয়া প্রসন্ন অন্তরে
মনসুখে নিদ্রা যান অকাতরে,
সংসারের চিন্তা কুৎসিত স্বপন
তাঁর নিদ্রা সুখ করেনা হরণ।
অরুণ উদয় না হতে গগণে,
উঠেন আবার প্রসন্ন বদনে।

২০

এই রূপে তাঁর দিন কেটে যায়,
দেখিলে ভাবিলে হৃদয় জুড়ায়,
ইচ্ছা হয় গিয়ে থাকি তাঁর কাছে
তাঁর সঙ্গ মত কিবা সুখ আছে ?
নারীর আদর্শ নারীর ভূষণ
রমণীর হারে উজ্জ্বল রতন।

"সঙ্গীত বিদ্যা।"

সংগীতের পরিভাষা।

যে বিদ্যাদ্বারা গান, বাদ্য এবং নৃত্যাদির প্রকরণ বিশিষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায় তাহাকে সংগীত বিদ্যা কহে। সংগীত তিন প্রকার, যান্ত্রিক, কাণ্ঠিক ও নার্ত্তিক (১)। যে সংগীত কেবল যন্ত্রে বাজাইবার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহাকে বাদ্য অথাৎ গৎ বলা যায়। যে সংগীত কেবল কণ্ঠে গাইবার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহাকে গীত বা গান কহে। যে সংগীতে কেবল ছন্দেরই আবশ্যক, সুরের প্রয়োজন হয় না তাহাকে নৃত্য কহা যায়। গীত এবং বাদ্য এই উভয়বিধ সংগীত শ্রবণ প্রতক্ষ হয়, এইজন্য ইহাদিগকে শ্রাব্য সংগীত কহে। নৃত্যের দর্শন প্রত্যক্ষ

(১) গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যং ত্রয়সংগীত মুচ্যতে। গান্ধর্ব্ব বেদ।

মাত্র হয়, এই জন্য ইহাকে দৃশ্যসংগীত কহে (২)। যান্ত্রিক, কাণ্ঠিক ও নার্ত্তিক এই তিন প্রকার সংগীতকে একত্রে তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। তৌর্য্যত্রিক দুই প্রকার, ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ। গ্রন্থ আদিতে গীত বাদ্য প্রভৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকে ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক কহে, আর উক্ত গীত প্রভৃতির সাধন ও অনুষ্ঠানকে ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। তৌর্য্যত্রিক কণ্ঠ, যন্ত্র এবং আঙ্গিক ক্রিয়াদির দ্বারা সম্পন্ন হয়। দির আলাপ ও গীত এবং বাদ্য কণ্ঠ এবং যন্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; নৃত্য বিক্ষেপাদি কার্য্যের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঔপপত্তিক ত্রিকে বিশেষ সংস্কার না থাকিলে ক্রিয়া সিদ্ধাংশে সম্যক রূপে ব্যুৎপত্তি কয়া যাইতে পারে না। অপর, ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিকে অধিকার থাকিলে ঔপপত্তিকাংশ ফলোপধায়ক হয় না। উভয়েই পরস্পরের ক্ষ, এই জন্য এই উভয়বিধ তৌর্য্যত্রিকই শিক্ষা করা আবশ্যক।

সঙ্গীতের শব্দ বিজ্ঞান।

সংগীতের প্রধান অঙ্গ ধ্বনি। (৩) ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ন্ন করিয়াছেন যে, শব্দ এক প্রকার উর্ম্মিমালা। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ । জলের কম্পনে যে প্রকার উর্ম্মি (ঢেউ) উৎপন্ন হয়; বায়ু কোন র সঞ্চালিত করিলে, সেইরূপ বায়ুর কম্পনে উর্ম্মি উৎপন্ন হয়, এবং র্ম্মি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া ত্বচবিশেষের উপর অভিঘাত দ্বারা শব্দ করে। ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাত স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়া ছেন তথায় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বায়ুর উর্ম্মি প্রত্যক্ষ করিবার বায়ুকে বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া তম্মধ্যে আঘাত করিয়াছেন তাহাতে ৎপন্ন হইয়াছে। অপর, বায়ু স্থিতিস্থাপক পদার্থ। যে পদার্থ পরেই সম্পূর্ণ রূপে বা বাহুল্যত পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে, স্থিতিস্থাপক কহে। আঘাত দ্বারা যে পরমাণু গুলি অপসারিত রা সম্মুখবর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণু অপসারিত না করিয়া

দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ স্বরিভিঃ। ইতি কল্লিনাথেনোক্তং।

(৩) ন বিনা গীতং ননাদেন বিনাস্বরঃ। ননাদেন বিনাগ্রামস্তস্মান্না-দাত্মকং। নারদ সংগীত।

আপনারা অপসারিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহাদিগকে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। এই রূপে তাহাদের একটী গতি জন্মে, তদ্দ্বারা তাহারা একবার একপার্শ্বে একবার অপর পার্শ্বে অপসারিত হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে। আহত পদার্থ কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া স্থির হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণু সমূহের এই রূপ গতি ও প্রত্যাগতিকে কম্পন কহে। স্থিতিস্থাপক পদার্থ আহত হইলে তাহার সর্ব্বাবয়ব কম্পিত হইয়া থাকে। আহত হইলে উক্ত পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু স্বসমীপবর্ত্তী পরমাণুকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করে, এবং তৎপ্রতিঘাতে নিজেও বিপরীত দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আইসে। এইরূপে তাহাদের যে গতি জন্মে তাহা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়া কম্পনক্রিয়াকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিতে থাকে; কিন্তু ঐ গতি যত বিস্তৃত হয় ততই উহার বেগ হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং পরিশেষে ঐ পদার্থের সমুদায় অবয়বে সঞ্চারিত হইয়া নিঃশেষিত হয়।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহিয়াছে। বায়ু সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু নিজে সাতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণু সকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, এবং ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ুমধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়, ইহা পাত্রস্থ জলের তরঙ্গ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলের পরিবর্ত্তে তথায় যে বায়ু থাকে কম্পন তন্মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কম্পবান্ পদার্থমাত্র হইতেই কম্পনক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ু মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এবং তাহা বায়ুরাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়।

যেমন গঙ্গার তরঙ্গসকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাতকরে,

সেইরূপ কম্পবান বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ রাখা যায়, তাহাও ঐরূপে বায়বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে একতা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনে কর, ঐ কাগজ অচেতন তন্তু সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতই সজীব অনুভবক্ষম ধমনীসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ সুন্দর রূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, ঐ প্রকার সজীব ধমনীসকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতি সূক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পন পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সক্ষম। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনীসমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই আমরা শব্দ কহি (১)। নিকটে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়। কিন্তু যদি ঐ কম্পবান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শব্দ শুনা যায় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হইয়া থাকে (২)।

নাদ বা ধ্বনি।

নাদ বা ধ্বনি দুইপ্রকার, অকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ও নার্থ ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম আকৃতি। আর, যে ধ্বনিদ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে। শাস্ত্রে ঐ অকৃতি ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক, ও সুকৃতি ধ্বনি বর্ণাত্মক বা ভাষা বলিয়া অভিহিত হয় (৩)। অকৃতি ধ্বনি দুই প্রকার, কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি এরূপ কম্পনসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহা অসমান অনিয়মিত কালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের

(১) আকাশসম্ভবো নাদস্তথানাহত উচ্যতে। নাদপুরাণ।
(২) নাদেন ব্যজ্যতেবর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্যচ। নাদসংহিতায়াং।
(৩) ধ্বন্যাত্মকোবর্ণাত্মকোসনাদঃ দ্বিবিধস্তথা। নারদসংগীতম

অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ বলা যায়। যে ধ্বনি সমকাল স্থায়ী কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণে তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তাহাকে সুশ্রাব্য কহে। সুশ্রাব্য ধ্বনিই সংগীতের স্বর হইয়া থাকে ও ঐ ধ্বনি স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে, গীত বাদ্যাদি রূপে পরিণত হইয়া সংগীত উৎপন্ন করে। এই জন্য সংগীত শাস্ত্রে ঐ ধ্বনিকে সার্থ কহা যায়।

স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ জন্মায়, কারণ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। ঢক্কা, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণু গুলি পরস্পর সম্বন্ধ থাকে তৎসমুদায় ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয় এই মাত্র। কর্ণের ধমনীতে আঘাতের সংখ্যা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক সেকণ্ড মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্রবার কর্ণধমনী আহত হইলে তার-স্বর শ্রুত হয়, এবং উক্ত সময় মধ্যে আট বার মাত্র আহত হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় শুনা যায় না। আঘাতের সংখ্যা আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্গত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য আঘাতের প্রকারভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণ বিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

ষড়জাদি সপ্তস্বরের বিবরণ।

সংগীত শাস্ত্রে ধ্বনি সপ্তখণ্ডে বিভক্ত (১) হইয়া স্বর নামে আখ্যাত হইয়াছে। স্বরকে হিন্দিভাষায় সুর বলিয়া থাকে। স্বরের নাম, যথা ষড়জ বা খরজ, ঋষভ বা ঋখভ, গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ বা নিখাদ। এই সপ্ত স্বরের প্রত্যেককে এক একটি ধাতু বলে। তার যন্ত্র গলার সহিত ঐক্য করিয়া, এই সমস্ত স্বর সাধিবার সৌকর্য্যার্থে ইহাদিগের আদ্য অক্ষর গুলি চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা-সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। এই সাতটি স্বর একত্রে থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়। সংগীত

(১) "ষড়জর্ষভৌচ গান্ধারোমধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ ...তাঃ।"

শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, এই সাতটি স্বর সাতটি পশুর ধ্বনি হইতে গৃহীত, (১) যথা-ময়ূর অথবা খর রব হইতে খরজ ; বৃষভ অথবা ভেক বা চাতক হইতে ঋষভ, ছাগ অথবা গাভী হইতে গান্ধার ; শৃগাল অথবা বক হইতে মধ্যম ; কোকিল হইতে পঞ্চম ; অশ্ব হইতে ধৈবত হস্তী হইতে নিষাদ।

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কো নগর নিবাসী মাশ্রিয়ট নামে এক সাহেব আকাশে নৌকা চালাইবার কল উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নৌকা বেলুনের মত এবং বাতাস অপেক্ষা হাল্কা বাষ্পে পরিপূর্ণ। রেলের গাড়ী যেরূপ জলীয় বাষ্পে চালিত হয়, ইহাও সেইরূপ। ইহার পশ্চাতে একটী হাল আছে, তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাতাসের বিপরীতেও গমন করা যায়। ফ্রান্সিস্কো নগরের শত শত দর্শকের সমক্ষে এই নৌকা চালনার পরীক্ষা হইয়াছে। বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠা যায়, কিন্তু শূন্য মার্গে যথা ইচ্ছা যাওয়া যায় না। বেলুন নৌকার মত চালাইতে পারিলে জগতে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

২। যে লেডি নেপিয়ার সে দিন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিয়া সুখী হইয়া গিয়াছেন, গত ৩রা আগষ্ট তিনি স্বামী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি মহারাণীর সহিত এ দেশের স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন।

৩। হাউই নাম্নী এক বিবী বিলাতে বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন।

৪। আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভূপালের বেগম নিজ রাজ্যের উন্নতি বিধানার্থ কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি ভূপাল হইতে হোসেঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন ইহাতে মাসে ১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার্থ একটী স্কুল খোলা হইতেছে। এখানে সকল প্রকার দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা হইবে। ডাক বিভাগের অনেক উন্নতি করা হইয়াছে।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ী বারাকপুরস্থ

(১) "ময়ূরঃ ষড়জমাখ্যাতি ঋষভং ব্যক্তিচাতকং। ছাগোগান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতিমধ্যমং। কোকিলঃ পঞ্চমঃ ব্রুতে ভেযোবদতিধৈবতং। নিষাদং ভাষতে হস্তীদ্যোতদ্‌ব্রহ্মাদিসং মতং।"

"ময়ূরা বৃষভমেষঃ কাককোকিল বাজিনো। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহু স্বরানেতান্ স্বতুর্গমাৎ।"

বঙ্গ বিদ্যালয়ে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। গুজরাট মিত্র সম্পাদক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন "পারসিদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতার বৃদ্ধি হওয়াতে সমাজে পাপ ও ব্যভিচার স্রোত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে স্ত্রীদিগকে অযোগ্য স্বাধীনতা দিলে সমাজ এই প্রকার পাপ পূর্ণ হয় বলিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহা প্রদান করিতেন না।" আমাদিগের স্ত্রী স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তিগণ একটু সাবধান হইবেন।

৭। আমাদিগের মহারাণী বিকটোরিয়ার পরিবার অতি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ৪টী পুত্র ও ৫টী কন্যা কোলে লইয়া বৈধব্যদশাগ্রস্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁহার ২৩টী নাতি! জ্যেষ্ঠ রাজকুমারীর সন্তান ৭টী, রাজকুমারী আলিসের ৬টী, রাজকুমারী ক্রিশ্চিয়ানের ৪টী এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ৬টী। একটী কন্যা নূতন বিবাহিত, এখনও একটী কন্যা ও তিনটী পুত্র অবিবাহিত আছেন। জগদীশ্বর আমাদের রাজ পরিবারকে আরও বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া দীর্ঘজীবী করুন্।

৮। আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব মহারাণী স্বর্ণময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন। মহারাণী বলিয়াছেন তিনি যত দান করেন তাহা আর কোন উদ্দেশে নয়; কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত।

৯। ভারতসংস্কার সভার শিক্ষায়িত্রী বিদ্যালয়ে বার্ষিক দুই সহস্র টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইবে, এতদিনের পর ডিরেক্টর সাহেব ইহা মঞ্জুর করিয়া পাঠাইয়াছেন। বৎসর শেষ করিয়া সেপ্টেম্বর হইতে টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে দেখিয়া আমরা চমৎকৃত ও দুঃখিত হইলাম। টাকা জুলাই হইতে প্রাপ্য এবং আমরা আশা করি ডিরেক্টর সাহেব এবিষয়ের ন্যায় বিচার করিবেন।

১০। স্ত্রীলোকেরা এডিনবরা মেডিকেল কলেজে আবশ্যক কয়ে বৎসর থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিবে, অনেক বাদ বিতণ্ডার পর ইহা স্থির হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রী লোকের প্রকৃত স্বাধীনতা

সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এ বিশ্বরাজ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পুরুষ জাতিকে যেমন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি বিবি

সম্মান প্রদান করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার উদার করুণা নিঃস্বার্থ ভাবে সকলকেই পালন করিতেছে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকেই স্বাধীনপ্রকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার একের স্বাধীনতার উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব করা ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের দেশে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত। আমাদের দেশে পুরুষদের যেমন স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকদের আবার তেমনই অধীনতা। সত্য বটে এক পরিবারে থাকিতে হইলে সকলকেই সকলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়, কারণ এক পরিবারে যদি প্রত্যেকে স্বাধীন হইতে যায় তাহাহইলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, এজন্য এস্থলে অধীনতা স্বীকার না করা অন্যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া অধীনতার বিঘ্ন সহ্য করা বড় কষ্টকর। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কি ভাল, কি মন্দ, কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই, স্বাধীনতা কাহাকে বলে, স্বাধীনতার কি সুখ ইহা একেবারেই তাহারা অজ্ঞাত; নাই বিদ্যার বল, নাই ধর্ম্ম বল, কেবল অন্ধের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের জীবন কাটাইতেছে।

সংপ্রতি বামাকুল হিতৈষী মহোদয়গণ দুর্ভাগিনী বামাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য অশেষবিধ যত্ন করিতেছেন। কিন্তু এই মহৎকার্য্যটী সংসাধনে কৃতকার্য্য হওয়া কখন সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহাদিগকে বাহিরের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে, স্ত্রী গণের মনের মলিনতা ভ্রম কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হইবে। বামা হিতৈষী মহোদয়গণ বামাগণকে যতদিন পর্য্যন্ত সুশিক্ষিতা করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই মহৎ কার্য্য সংসাধনে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে বামাগণ যে অবস্থায় আছেন, ইহাতে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারন অশিক্ষা প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা রূপে পরিণত হইবে। এইক্ষণকার স্ত্রীগণের অবস্থার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বিদ্যাশিক্ষার অভাবে, সৎসঙ্গের অভাবে প্রায় প্রত্যেকের হৃদয় অতি নিকৃষ্ট ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা ভিন্ন তাহাদের অবস্থা উত্তম হওয়ার অন্য উপায় নাই।

প্রসন্ন তারা গুপ্তা।*
ভাট পাড়া।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
সমীপেষু।

মহাশয়

গত চারি বৎসর হইল আমাদিগের এই পারিবারিক উৎসবটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর যেরূপ উৎসাহের সহিত ইহার কার্য্য সমাধা হইয়াছিল তাহা আপনার পাঠিকাগণ জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এতদুপলক্ষে ভগ্নীদিগের মনে বিশেষ উৎসাহ কিম্বা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া তদ্বিবরণ আপনাদিগকে এবং পাঠিকা ভগ্নীগণকে জ্ঞাত করাইতে পারি নাই।

এ বৎসর আমরা একটি প্রশস্ত গৃহে একত্রে গত ২৩শে শ্রাবণ মঙ্গলবারে সমাসীন হইয়া প্রায় ৫০ জন ভগ্নীতে উপাসনা করিয়া যেরূপ আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছি, আপনার পত্র বৃদ্ধি হইবার ভয়ে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। ইহাতে প্রতিবাসী ভগ্নীগণ এবং আর আর ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। পুরুষের সংস্রব শূন্য এই পারিবারিক সমাজটী যাহাতে চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেক ভগ্নীরই উৎসাহ এবং আন্তরিক প্রার্থনা লক্ষিত হইল।

মহাশয়! উপরি উক্ত উৎসব উপলক্ষে এই কয়েকটি বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল, প্রথম সংসার মধ্যে ধর্ম্মসাধন, দ্বিতীয় ধর্ম্ম সাধনে নিরাশ ভাব, তৃতীয় উজ্জ্বল প্রেম। এই বক্তৃতা গুলি ক্রমান্বয়ে আপনার বামাবোধিনী পত্রিকাতে স্থান দান করিয়া আমাদিগকে এবং পাঠিকা ভগ্নীগণকে উৎসাহান্বিতা করিবেন।

শ্রীমতী নন্দিনী।†
সিন্দুরিয়াপটী।
২৩ শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৭৯৪ শক।

---

* প্রস্তাবটী সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছে। স।

† এবারে স্থানাভাবে একটীও বক্তৃতা প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আগামী বার হইতে লেখিকার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব। স।

62

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৯ সংখ্যা | ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব।

করুণা সাগর যিনি জগৎ জীবন,
বিশেষ করুণা তাঁর, পান করি অনিবার,
সুখ শান্তি সবাকার হইছে সাধন।
আজিকার মহোৎসবে, বামাকুল বন্ধু সবে,
প্রাণভরে কর তাঁর করুণা কীর্ত্তন।
ধন্য ধন্য ধন্য দেব বিঘ্ন বিনাশন।

প্রিয়তম বামাকুল! এই ভাদ্র মাসে বামাবোধিনী জন্ম গ্রহণ করেন। আজি ইনি নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দশমবর্ষে প্রবেশ করিলেন, আজি একবার সকলে হৃদয়ের সহিত মঙ্গল ধ্বনি কর এবং যাহাতে ইনি চির-জীবিনী হইয়া তোমাদিগের কল্যাণ ব্রতে জীবনপাত করিতে পারেন তজ্জন্য প্রার্থনা কর। জগদীশ্বরের করুণায় এবং তোমাদিগের শুভ ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্রপ্রাণ পত্রিকা খানি অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা লাভ করিয়াছে, সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর ইহার সকল আশা সুসিদ্ধ করুন্।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এদেশীয় বামাগণের শুভোন্নতির প্রতি আমাদিগের মন স্বতই ধাবিত হয়, এই জন্য আমরা বর্ষে বর্ষে ইহাঁ-

দিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থার কতদূর উন্নতি হইল, গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের প্রতি কতদূর প্রসন্ন হইলেন, দেশীয় লোকেরাই বা ইহাঁদিগের দুঃখ মোচনের কতদূর উপায় অবধারণ করিলেন এ সকল বিষয়ের আলোচনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এ বৎসরও এই আনন্দকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এদেশীয় স্ত্রীজাতির বিদ্যোন্নতি কিরূপ হইতেছে, একথা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে কেবল নিরাশার উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের এ ঘরের কথা গবর্ণমেণ্টের ঠিক্ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যে সকল স্থানে অল্পকাল পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার নামে লোকে খড়্গহস্ত হইত, এখন সেখানে পিতা কন্যার, স্বামী স্ত্রীর এবং ভ্রাতা ভগিনীর শিক্ষার জন্য সমুৎসুক এবং অনেকে সাধ্য মত চেষ্টাও করিয়া থাকেন। আর একটী শুভ লক্ষণ এই, এখনকার যুবকেরা মূর্খ কন্যা বিবাহ করিতে চান না, কলিকাতার ৫।৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে আমরা দেখিয়াছি কন্যার ছাত্রীবৃত্তির প্রশংসা পত্র দেখাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইতেছে। 'রূপের স্থানে গুণের আদর' ইহা অপেক্ষা এক্ষণে আমরা আর অধিক কি আশা করিতে পারি? বালিকা বিদ্যালয়ের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না সত্য বটে এবং তাহার কতকগুলি কারণও আছে; কিন্তু অন্তঃপুরে নারীগণের যথেষ্ট বিদ্যানুরাগ ও পাঠোন্নতি দর্শন করিয়া আমাদিগের সে ক্ষোভ দূর হইতেছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে স্থানে বয়স্কা ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমাদিগের আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। নগর বিশেষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও অন্তঃপুরিকাগণের পাঠোন্নতির পরীক্ষা ও পারিতোষিক দানার্থ সভাস্থাপনের সংবাদ পাইয়া আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন বামাগণ সৎসন্দর্ভ ও পুস্তক সকল রচনা করিয়া আপনাদিগের বিদ্যামত্তার পরিচয় দিতেছেন। কয়েক মাস হইল বামাবোধিনী সভা হইতে যে 'বামারচনাবলী' পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে এদেশের নারীগণ যে নিরাশার ক্ষেত্র নহেন, তাহা সামান্য বুদ্ধিতেও বোধগম্য হয়। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে শিক্ষিতা নারীগণ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

স্বল্পকাল রোপিত বৃক্ষে আর কত ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

ধর্ম্মবিষয়ে এদেশীয় মহিলাগণের বিশুদ্ধতর ভাব ও কার্য্য দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? নারীকুল ভুষণ সুবিখ্যাত রাণী স্বর্ণময়ী সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া কয়েক বৎসর নানাবিধ সুমহৎ দেশ হিতকর কার্য্যে অকাতরে রাশি রাশি অর্থ বর্ষণ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সদ্‌গুণের উৎসাহ দানার্থ তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অথবা স্বাভাবিক দয়াশীলতা প্রভাবে পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি আরও কয়েকটী সদাশয়া রমণী কীর্ত্তি শৈলের উচ্চতর দেশে আরোহণ করিতেছেন। বস্তুতঃ বদান্যতায় এদেশীয় রমণীগণ পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, একথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করা যায়। নারীগণের ধর্ম্মবিষয়ের মত ও ভাবও পরিশোধিত হইতেছে। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষদিগের হৃদয়ে বদ্ধ ছিল, তাহা এখন পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি, ইহা আমাদিগের নারীগণের ধর্ম্মোন্নতির উপায় ও প্রমাণ স্থল। পৌত্তলিক ধর্ম্মে নারীগণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে অদ্যাপি তাহার এতদূর প্রবলতা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগের জীবনের ব্রত হইলে আমাদিগের গৃহ ও সমাজ স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে আমরা ব্রাহ্মিকা সমাজ সকলের সূত্রপাত দেখিতেছি এবং কোন কোন স্থানে পুরুষের সংস্রব শূন্য হইয়াও তাহার কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। ভগিনীগণ ঈশ্বর প্রাণ হইয়া এই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে ধর্ম্ম-ক্ষেত্র করুন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

বামাগণের সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির উপর নির্ভর করে। অনেক স্থলে এ বিষয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটী সুলক্ষণ বলিতে হইবে। অবলাগণের প্রকৃত স্বত্ব তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁহারা সমাজে বাস করেন, ও সামাজিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করেন ইহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এখন যেমন তাঁহারা পুরুষদিগের এক প্রকার দাসীত্ব করিতেছেন, যদি পুরুষদিগের রুচি, উত্তেজনা ও সুখেচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া সভ্যবেশে আর এক প্রকারে তাঁহা-

দিগের অধীন হইয়া চলেন তাহা দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। প্রথম আন্দোলনের অন্ধ উৎসাহে কতক গুলির এরূপ দুর্দ্দশা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তজ্জন্য যতদূর সাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এখন যদি নারীগণ নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারেন, এবং ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশানুসারে বিশুদ্ধ ভাবে পারিবারিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করিতে পারেন, ইহার পথে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধক আছে তাহা যদি বলপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন আমরা তাঁহাদিগকে স্বাধীনা ও বীরাঙ্গনা বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমাদর করিব। এইরূপ নিজস্ব বল উপার্জ্জন করিয়া অনেক অন্তঃপুরিকা যে উন্নত জীবন ধারণ করিতেছেন, তাহাই ভারত কামিনীগণের ভাবী সামাজিক উন্নতির অটল ভিত্তি বলিয়া আমরা গণনা করি।

গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় অবলাগণের উন্নতির জন্য কি উপায় করিতেছেন? আমরা এই অবধি বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী নহেন এবং কোন কোন স্থলে সাবকাশ মতে সাময়িক উৎসাহ দানও করিয়া থাকেন। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ভাবে চলিতে চাহিলে গবর্ণমেণ্ট বিচার স্থলে তাহাদিগের সপক্ষতা করিতেছেন, দেশীয় লোকে বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ সময় পাইলে সে সকলের তত্বাবধান করেন এরূপ অনুমতিও আছে। কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সভ্য, ন্যায়পর, উদার ও বিদ্যোৎসাহী তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের এ প্রকার ব্যবহারকে ঔদাসীন্য বলি এবং ইহার প্রতিবাদ না করিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে পারি না। এ পক্ষে যেরূপ অভাব, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আরও ব্যয় স্বীকার ও উৎসাহ দান নিতান্ত আবশ্যক। যদি তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে অবলাগণের উন্নতি সাধন করিতে না পারেন, যাঁহারা তজ্জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে সাধ্যমত আনুকূল্য দান করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিউন্।

কুলাঙ্গনাগণের প্রতি এদেশীয়গণের ক্রমশঃ সুপ্রসন্ন ভাব আমরা দর্শন করিতেছি। সভ্য ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হউক অথবা বিদ্যার

বিমল জ্যোতি লাভ করিয়া হউক নারীগণকে হীনাবস্থায় রাখিতে কৃতবিদ্যগণের আর ইচ্ছা নহে। স্ত্রীগণের প্রতি স্বামীদিগের সে কালের মত তাড়না অত্যাচার দূরে থাকুক, এক্ষণে এতদূর অনুরাগ প্রদর্শিত হয়, যে সাধারণতঃ তাঁহাদিগের 'স্ত্রৈণ' অপবাদ দাঁড়াইতেছে। পুরুষেরা সাংসারিক নীচ ভাবে কেবল স্ত্রীর প্রতি সমাদর না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানের আদেশানুসারে মাতা ভগিনী ও সকল আত্মীয়ার প্রতি সম্মান ও সদ্ব্যবহার করেন ইহা দেখিলে আমরা সুখী হই। দেশীয় লোকদিগের মুখপাত্র স্বরূপ সংবাদ পত্র গুলি এদেশের নারীগণের জ্ঞানোন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য পোষকতা করিয়া থাকেন তাহাও পরমানন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

এবৎসর আমাদিগের শেষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় একটীর উল্লেখ না করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারি না। আমাদিগের ভ্রাতা অবলাবান্ধবের কুসংবাদ শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার পুনরুদয় দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলাম। অবলাবান্ধবের মতের সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় না বলিয়া তিনি অনেক সময় আমাদিগকে উপহাস বিদ্রূপ ও আঘাত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা আমরা তাঁহার বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া গণনা করি এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করি। অবলাকুলের উন্নতির জন্য অবলাবান্ধবের যে প্রবল উৎসাহ ও ইচ্ছা সে পক্ষে আমাদিগের সংশয় নাই, সময়ে অসময়ে ইহাদ্বারা অনেক সাহায্য পাইব সে আশাও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এই জন্য অবলাবান্ধবের অমঙ্গলে আমাদিগের অমঙ্গল, ও মঙ্গলে আমাদিগেরও মঙ্গল। জগদীশ্বর ইহাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়া দুর্ভাগ্য বামাগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করুন।

মাতৃগর্ভ ও গর্ভস্থ শিশু।

কি পুরুষ, কি নারী, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্দ্ধন, সকলেই এক সময়ে মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে সেই স্থান আমাদিগের প্রথম গৃহ, সেই স্থানে আমাদিগের প্রথম জীবন সঞ্চার, সেই

স্থানে আমাদিগের শরীরের গঠন সম্পন্ন হইয়াছে। কে না তাহার বিবরণ জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হন?

এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমরা কিরূপ অবস্থায় ছিলাম? কিরূপে এমন সুসৌষ্ঠব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন দেহ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল? ইহার সম্পূর্ণ উত্তর দান করা কাহার সাধ্য নহে। যিনি আমাদিগের জীবন দাতা, দেহের রচনা কর্ত্তা তিনি দেহ আত্মার একত্র সম্মিলন করিয়াছেন, তিনিই সকলের চক্ষুর অন্তরালে গর্ভরূপ বিরল স্থানে একাকী বসিয়া স্বহস্তে আমাদিগকে গঠন করিয়াছেন তিনি ভিন্ন ইহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব আর কে জানে? এ অদ্ভুত কার্য্যে তাঁহার যে অদ্ভুত জ্ঞান, শক্তি ও করুণা মানুষের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলেও অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

গর্ভসম্বন্ধে দুইটী বিষয় জানা আবশ্যক ১—যে গৃহে গর্ভস্থ শিশু বাস করে তাহা কি প্রকার? ২—গর্ভস্থ শিশু কি প্রকারে বর্দ্ধিত হয়? গর্ভস্থ শিশুর নাম ভ্রূণ বা সত্ত্ব এবং যে গৃহে তাহার বাস তাহার নাম জরায়ু বা গর্ভাশয়। জ্ঞানময় জগদীশ্বর মাতার উদরের নিম্নভাগে অর্থাৎ তলপেটে ইহার স্থান নিরূপণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, যে চতুর্দ্দিকস্থ উষ্ণ পদার্থের তাপে ইহা সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকিবে, জীবসঞ্চারের পক্ষে তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; ২য়, এই স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় ও সুরক্ষিত, ইহাতে সহসা কোন আঘাত লাগিতে পারে না; আর একটী কারণ এই যে এখান হইতে শিশু সহজে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিবে। এই জরায়ু একটী থলিয়ার মত, দেখিতে পেয়ারা ফলের ন্যায় (১)। গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে ইহা দীর্ঘে ২ বুরুল, প্রস্থে কিছু কম এবং পুরুতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অধিক নহে। ইহা দুইটী চর্ম্মে আবৃত এবং পেশী, ধমনী, স্নায়ু বিশিষ্ট। শরীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা

(১) প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকার সুশ্রুত জরায়ুর আকার বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

"যথা রোহিত মৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎ সংস্থানাং তৎস্বরূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥"

রোহিত মৎস্যের মুখ দেখিতে যেরূপ, তৃতীয় আবর্ত্ত সংস্থিত গর্ভ শয্যাও সেইরূপ।

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে জরায়ুর মধ্যে বিন্দুমাত্র কোন বস্তু ধরিতে পারে এমন বোধ হয় না। তবে তাহাতে পূর্ণাবয়ব



একটী জীব কিরূপে বাস করিবে ? 'যে করুণাময় পরমেশ্বর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে অসহায় শিশুর প্রাণরক্ষার্থে জননীর মাংসশোণিতময় স্তনযুগলে

দুগ্ধ সঞ্চয় করেন এবং তাহার প্রতিপালনার্থে পিতামাতার মনে অভূতপূর্ব্ব স্নেহ রসের সঞ্চার করেন, তিনিই নিতান্ত ি ষ্ট জীবের বাসার্থ উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত হইবার উপায় অগ্রে করিয়া রা য়াছেন। তিনি জরায়ুকে রবারের ন্যায় স্থিতি স্থাপক গুণ সম্পন্ন করিয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যখনি জরায়ুমুখে জীব সঞ্চারক বীজ উপস্থিত হয়, তখনি তাহা বিস্তৃত হইয়া যায়; সত্ত্ব যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, সমস্ত জরায়ু ততই বিস্তৃত হইতে থাকে এবং দিন দিন গর্ভ যত বৃদ্ধি পায়, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর শিরা, মাংসপেশী ও অস্থসকল স্থিতিস্থাপক হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে জরায়ু বিস্তৃত হইয়া এত বৃহৎ হয় যে তাহার মধ্যে ২০ বুরুল পরিমাণ পূর্ণাবয়ব শিশুও অবস্থান করিতে পারে। এ কৌশল ভিন্ন সঙ্কীর্ণ গর্ভমধ্যে জীবের স্বচ্ছন্দে বাস ও অঙ্গ চালনাদি কখনই সম্ভব হইত না।

জরায়ু মধ্যে জ্রূণ কি প্রকারে বাস করে ও বর্দ্ধিত হয়, এক্ষণে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে। উপরে যে ছবিগুলি প্রকটিত হইল, তাহা দর্শন করিলে বর্ণিত বিষয় গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। জরায়ু মধ্যে প্রথমে একটী বিন্দুর ন্যায় জীব সঞ্চার হয়, ক্রমে তাহাতে চারিদিকের পদার্থ জমিয়া একটী সূত্রাকার হয় এবং একমাসে তাহা কিছু পুষ্টিলাভ করিয়া প্রায় একটী চতুষ্কোণ লম্বের আকার ধারণ করে। দেড় মাসে ইহা ঈষৎ বক্র হয় এবং একটী ফাটা মটরের ন্যায় দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। চখে দেখিলে দুইটী গোলাকার পদার্থ একটু সূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে বোধ হয়। ইহারই একটী হইতে মুখ ও অপরটী হইতে ধড় সংগঠিত হয়। উপরিস্থটী প্রথমে একটী ফলের মত এবং ত্বরায় তাহাতে মুখের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচিত হইয়া দুইমাস পরে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। ছয় সপ্তাহে হাত পা গাছের শাখার ন্যায় বহির্গত হয়। প্রথমে পা অপেক্ষা হাত কিছু দীর্ঘাকৃতি দেখায় এবং স্থান ধরিয়া না দেখিলে তাহাদিগের পরস্পরকে পৃথক্ করা যায় না। বাহুদ্বয় বুকের সহিত মিলিত ও হাত দুটি উচ্চ হইয়া থাকে; উরু পেটে মুড়িয়া থাকে এবং পা উরুর পশ্চাতে বেঁকিয়া থাকে—দেখিতে ঠিক্ কুষ্মাণ্ডের ন্যায়। বস্তুতঃ এত গুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট শরীর যত অল্প স্থানে থাকিয়া

মাতার ক্লেশের লাঘব হয় ; জগদীশ্বর তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তিন মাসেই অবয়ব সংস্থান হয় এবং শিশুটী মুদ্রিত চক্ষে যেন ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে দেখাযায়। তিন মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধির কাল, ইহার মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হইয়া ক্রমে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং শিশু এ পাশ ও পাশ নড়িয়া বসে। প্রথমে মজ্জা থাকে না, পিটের দাঁড়া থাকে এবং মনুষ্যশিশু দেখিতে ঠিক্ ইতর জন্তুর শাবক। পিঠের দাঁড়া বাড়িয়া দুইমাসে মজ্জা হয়। ছমাসের পূর্ব্বে মজ্জা অর্দ্ধ জলবৎ তরল থাকে, চুল হয় না। ছয়মাস হইলে অল্প কাল কাল ছোট পাতল [illegible] জন্মিতে থাকে। তখনও চক্ষের পাতা মুদিত থাকে। সাত মাসে [illegible] নখ দেখা যায় এবং চুল বড় হয়। গর্ভস্থ সত্ত্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুসম্পন্ন হইলে জরায়ু মধ্যে তাহা আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়, আটমাসে হাত পা একটু ছাড়াইয়া আড় হইয়া পড়ে এবং নয়মাসে উর্দ্ধে পা ও নিম্নে মাথা করিয়া নামিতে থাকে। তখন সত্ত্ব স্বপোষণক্ষম এবং জরায়ুর মুখ প্রসারিত হয় এবং গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া বায়ুসাগরে নব-জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। (২)

হে মানব! বসিয়া বিরলে একবার,
ভাবুক হইয়া ভাব জন্ম আপনার।
না ছিল ক্ষমতা বল, না ছিল গর্ব্বের স্থল,
হইল যখন তব জীবন সঞ্চার।
অচেতন ছিলে মাত্র জড় পিণ্ডাকার॥

(২) সুশ্রুতের মতে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধির নিয়ম এইরূপ :—

"তত্র প্রথমে মাসি কললং জায়তে। দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈ রভি প্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সংঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে। তৃতীয়ে হস্ত পাদ শিরসাং পঞ্চপিণ্ডকা নির্ব্বর্ত্তন্তেঽঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগশ্চ সূক্ষ্মোভবতি। চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগ প্রব্যক্ততরো ভবতি, গর্ভ হৃদয় প্রব্যক্ত ভাবাচ্চেতনা ধাতু রভিব্যক্তোভবতি কস্মাৎ তৎস্থানত্বাৎ গর্ভশ্চতুর্থে মাদ্যাভিপ্রায় মিন্দ্রি-য়ার্থেষু করোতি, দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনী মাচক্ষতে। পঞ্চমে মনঃ প্রাপ্তবুদ্ধতরং ভবতি। ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ। সপ্তমে সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগঃ প্রব্যক্ততরঃ। অষ্টমেঽস্থিরীভবত্যোজঃ তত্র জাতশ্চেন্ন জীবেৎ নিরোজত্বাৎ

সঙ্কীর্ণ জরায়ু ঘরে, যতনে আপন করে,
কে গড়িল দেহ তব শোভার ভাণ্ডার,
অশেষ কৌশল পূর্ণ অতি চমৎকার?
যাহা লয়ে অভিমান, সকলি তাঁহার দান,
দেহে কি পাইতে প্রাণ বিনা কৃপা তাঁর!
সঙ্কট সঙ্কুলে কেবা করিল উদ্ধার?
নাস্তিক পাষণ্ড মনে, কেন ভ্রম অকারণে,
স্থির পিতা মাতা সেই স্নেহ-পারাবার।
খুলে আঁখি দেখ দেখি কি প্রেম তাঁহার!!

দম্পতির সুখবিধান।

আমরা প্রায়ই লোকের মুখে শুনিয়া থাকি, তাহাদিগের স্ত্রী অত্যন্ত মন্দ, স্ত্রীর জ্বালায় তাহারা সর্ব্বদাই জ্বালাতন। বিশেষ বিশেষ কারণ আমরা না বলিতে পারি, অনেক স্থলে হয় ত ভার্য্যার কিয়ৎ পরিমাণে দোষ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এমত বলা যাইতে পারে, যে স্বামী ও অভিভাবকগণ নিজেই তাহাদিগের অসুখের কারণ।

***। নবম দশমৈকাদশ দ্বাদশানামন্যতমস্মিন্ জায়তে। অতোঽন্যথা বিকারী ভবতি।"

গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম মাসে জরায়ু উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মাসে শীত উষ্ণ বায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত গর্ভজনক পদার্থ সকল ঘন হইয়া যায়। তৃতীয় মাসে হস্ত পদশির ইহার পাঁচটী পিণ্ড জন্মে। চতুর্থ মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগ আরো প্রকাশ পায়, ভ্রূণের হৃদয় ব্যক্ত হয়, সুতরাং তৎ সহকারে চেতনা ধাতুও প্রকাশ পায়, কারণ চেতনা হৃদয়গত। তৎকালে ভ্রূণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলে অভিপ্রায় করে এজন্য দ্বিহৃদয়া গর্ভিণীকে তখন দৌহৃদিনী বলিয়া থাকে। পঞ্চম মাসে মন আরো প্রবুদ্ধ হয়। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি। সপ্তম মাসে সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে বল বিধায়ক ওজনামা ধাতু বিশেষ স্থিরতা লাভ করে না, সুতরাং সে সময়ে জন্মিলে শিশু জীবিত থাকে না। নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ইহার মধ্যে কোন এক মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার অন্যথা হইলে বিকৃত হয়।

দাম্পত্য অবস্থা কখন অসুখের হইতে পারে না, যদি দাম্পতির অন্যতর কেহ তাহা অসুখিত করিয়া না ফেলেন। আমাদিগের দেশে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি যে প্রকার বিকৃত অস্বাভাবিক ভাব, এই অসুখ অধিকাংশ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীকে আমাদিগের মনের মত চাহি, আমরা তাহার মনের মত হই বা না হই তাহা বড় গ্রাহ্য করি না। যতদূর বশ্যতা, অধীনতা ও ধৈর্য্য তাহার নিকট প্রত্যাশা করি, তাহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব এবং মনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ। চিরকাল তাহার যে সৌন্দর্য্য থাকিবে তাহাও সম্ভবপর নহে। সকল সময়, সকল অবস্থায় তিনি যে সমান সেবা করিবেন তাহাও হইতে পারে না। মানব-প্রকৃতি-সুলভ রিপু ও দুর্ব্বলতা হইতে যে স্ত্রীজাতি একেবারে বিমুক্ত, তাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। স্বামীতে যেমন ভার্য্যাতেও তেমনি রাগ ও অভিমান, বার্দ্ধক্য ও জরা, শোক ও তাপ, রোগ ও অসুখ, চাপল্য ও অধীরতা, সকলই আছে। কিন্তু আমরা যেন মনে করি তাহার এ সকল কিছুই থাকিতে পারে না, এ সকল দোষ যে তাহার থাকিবে এরূপ ইচ্ছা করি না। যাহা মানবের প্রকৃতি, ভার্য্যার শরীরে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয়। স্ত্রীজাতি কি স্বধু পুরুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? আমরাও যে তাহাদিগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, বোধ হয় তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। এইজন্য আমাদিগের অভিলাষ, ভার্য্যাই আমাদিগের কেবল সুখের সাধন হউক।

স্ত্রীকে আমরা যে রূপ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করি,তাহাতে আমরা অনায়াসে তাহাকে আপনাদিগের মনের মত করিয়া লইতে পারি। বিশেষতঃ আমাদিগের বালিকাগণ যেরূপ বিনীত স্বভাব, ধীর, লজ্জাশীলা ও শান্ত-প্রকৃতি, তাহাতে অনায়াসে তাহারা আমাদিগের শিক্ষার অধীন হইতে পারে। লতাকে শৈশববস্থাতেই আমরা প্রাপ্ত হই, আমাদিগের অভিরুচি অনুসারে যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারি। যে দিকে আশ্রয় দণ্ড দেওয়া যায়, লতা সেই দিকে উঠে। লতা যদি ভূমিতে লুটাইয়া যায়, তাহা লতার দোষ নয়, মনুষ্যের আলস্য ও অবহেলার ফল।

মনুষ্যের এরূপ স্বভাব থাকা আবশ্যক যেন তিনি সকল বিষয়েই বিরক্ত না হন। অপরে তাহার সন্তোষোৎপাদন করিতে চাহিলে, তিনি

যেন সুখী ও সন্তুষ্ট হন। সর্ব্বদা রুক্ষ-স্বভাব হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কষ্টকর হইয়া পড়ে। সন্তোষস্বভাব সর্ব্বসুখের নিদান। এই স্বভাব অর্জ্জন করিতে হইলে, যাহা যে রূপ তাহা সেই রূপে দেখা উচিত। যাহার প্রকৃতি যে রূপ, তাহাকে অন্যবিধ প্রত্যাশা করা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। সমুদায় জগৎ যে আমাদিগের ইচ্ছানুসারে চলিবে তাহা অসম্ভব, বরং আমরা যাহাতে জগতের উপযোগী হইয়া চলিতে পারি তাহা শিক্ষা করা উচিত। যিনি যুবতী রূপসী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবার অভিলাষ করেন, রাত্রিদিন নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ, আমোদ প্রমোদ, ও নির্ভাবনায় কালাতিপাত করিবেন, তিনি নিজেই নির্ব্বোধ। তিনি মনে করিতেছেন, সুন্দরী কেবল তাহারই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য আনীত ও সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার এই বাসনার বল ক্রমে যত হ্রাস হইয়া আইসে, ভাবেন তাহার ভার্য্যার সৌন্দর্য্য গিয়াছে-সৌন্দর্য্যের সহিত সকল গুণও গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহার দোষ সমূহ অলক্ষিত হইত, এখন তাহার গুণ নিচয়ও দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভার্য্যার প্রতি এখন সেই ব্যক্তির বিরাগ জন্মে, তিনি কোপন স্বভাব হইয়া উঠেন। কিন্তু যিনি প্রণয়কে যুক্তি ও ধর্ম্মের শাসনে রাখিয়াছেন, যাহার ভার্য্যানুরাগ কেবল সৌন্দর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই, যিনি বুঝিতে পারেন তাহার প্রণয়ভাজনও মানব প্রকৃতি-জাত শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণের সম্পূর্ণ অধীন এবং দাম্পত্য অবস্থা নিবন্ধন যেমন কতকগুলি সুখ আছে তেমনি কতকগুলি দুঃখ ও ভাবনার বিষয়ও আছে, যিনি এরূপ হিতাহিত বিবেচনায় সমর্থ, তাহার অসন্তোষের কোন কারণ নাই, তিনি আপনার মন ও জীবনকে অবস্থার উপযোগী করিয়া লয়েন। তিনি জানেন, আমি সন্তানের পিতা; ভার্য্যার সুহৃদ, সম্পদ, ও রক্ষক; আমার স্নেহ, দয়া, ধৈর্য্যগুণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুসন্তানেরা ক্রন্দন করিলে তাহার বিরক্তি জন্মে না, তিনি সে সময় ধৈর্য্যশিক্ষা করেন, যদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তাহাতে আরো দ্বিগুণতর মনোনিবেশ করেন। বালকেরা ক্রোড়ে ও স্কন্ধে উঠিলে তিনি বিরক্ত হয়েন না, বরং তাহাদের ক্রীড়া ও সুস্থশরীর দেখিয়া আনন্দিত হয়েন।

তাহাদিগের মধ্যে অপ্রণয় কি যন্ত্রণার কারণ! যে স্বামীর হৃদয়ে কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, ঈশ্বরের প্রীতি নাই, যিনি হয়ত চক্ষের দোষে, মনের দোষে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার প্রণয় কিছু দিনের জন্য। তিনি শীঘ্রই সংসার ধর্ম্ম নরকযন্ত্রণার কারণ করিয়া তুলিবেন। তাহার গৃহে সুখ নাই, বাহিরেও সুখ নাই। অপযশ, অধর্ম্ম, কলহ, বচসায় তাহার সংসার কণ্টকময়। স্ত্রীর ন্যায় অনুগত, স্ত্রীর ন্যায় সুহৃদ, স্ত্রীর ন্যায় শুভাকাঙ্ক্ষিণী আর দ্বিতীয় নাই। মাতা পিতা ব্যতীত আর কাহার প্রেম এত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ? সেই স্ত্রীকে যে না ভাল বাসিতে পারে, যে সেই স্ত্রীর মনে দুঃখ দিতে পারে, তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড, ও কঠিনহৃদয় আর কি কেহ আছে? সেই শুষ্ক হৃদয়ের প্রীতিভাজন বোধ হয় কেহই হইতে পারে না।

এক এক জনের প্রীতি এক এক বিষয়ে এতদূর আকৃষ্ট আছে, যে অন্য কোন বিষয়ে তাহার প্রীতি কখনই ধাবিত হয় না। যে প্রীতির মূলে ঈশ্বরপ্রেম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, সেই প্রীতি এইরূপ বিপথগামী হয়। যে ঈশ্বরপ্রেম আবার এতদূর প্রবল, যে কর্ত্তব্য জ্ঞান অতিক্রম করিয়াছে, সে ঈশ্বর প্রেমও দূষিত। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর ঈশ্বর প্রেম এইরূপ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কবিবর জন ড্রাইডেন এতদূর অধ্যয়ন ভাল বাসিতেন যে তাহার পতিপরায়ণা স্ত্রীর প্রতি তিনি অবজ্ঞা করিতেন। একদা তিনি অহর্নিশ একমনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন, এমত সময়ে তাহার পতিব্রতা স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া কহিল, 'স্বামিন্, আমি যদি পুস্তক হইতাম সারাদিন তোমার অঙ্কস্থ থাকিয়া তোমার সহবাস লাভ করিতে পারিতাম।' এই প্রীতি পূর্ণ স্নেহভাষে অন্যের হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু ড্রাইডেন তাহাতে উত্তর করিলেন, 'তাহা হইলে তুমি নূতন পঞ্জিকা হইতে।' এই নিদারুণ শ্লেষোক্তিটী বোধ হয় ড্রাইডেনের ভার্য্যার মনে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ড্রাইডেন জ্ঞানার্জ্জনে এতদূর উন্মত্ত ছিলেন, যে তিনি সে সকল বিষয় মনেও ভাবিতেন না। জ্ঞানার্জ্জন যত দূর আবশ্যক, দয়া দাক্ষিণ্য প্রেম কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি বিষয়ের উন্নতি সাধন করাও ততদূর কর্ত্তব্য। একের অবনতি করিয়া অন্যের উন্নতি সাধন করা কখন উচিত নহে।

ড্রাইডেনের কলত্র বিরাগ শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, অপর কতকগুলি বিদ্যার্থী সাধু ব্যক্তির দাম্পত্য প্রণয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমরা তদ্রূপ প্রফুল্ল হই। এই প্রকার দাম্পত্য প্রণয়ের কতিপয় সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমরা এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। এই সকল দৃষ্টান্ত কোন সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইবে।

আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আমাদিগের ভক্তিভাজন কোন বন্ধুর সহিত আমাদিগের মাননীয় দুইটী ভগিনী সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অন্যতর আপনাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই লেখাটী এখন সুন্দর ও উপাদেয় হইয়াছে যে ইহা আমরা সমাদর পূর্ব্বক সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিলাম; পাঠিকাগণ তাঁহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগিনীর উপহার যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখেন এই আমাদিগের অনুরোধ। আমরা বিদেশ পর্য্যটন করিবার মানসে এবং অন্যান্য উদ্দেশে ২৫ আষাঢ় কলিকাতা পরিত্যাগ করি। আমাদের আসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান বম্বাই নগর। এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে এক সপ্তাহ লাগিল। কলিকাতা হইতে ক্রমাগত রেলের গাড়িতে আসিতে কষ্ট হইবে, এইজন্য পাটনা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে এই বম্বাই রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। জব্বলপুর হইতে বম্বাই নগরে আসিবার সময়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু লিখিবার মানস করিয়াছিলাম এবং এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার, বেশবিন্যাস কিছু লিখিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল। ভ্রমণকালে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি যদি আমার কবিত্ব শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তৎসমুদায় উৎকৃষ্ট কবিতা মালায় রচনা করিয়া আমিও আমোদিত হইতাম, এবং ভগিনীদিগকেও আমোদিত করিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে শক্তি আমার নাই। তবে যে "ঘাট" পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা

দর্শন করিয়াছি তাহার কিছু বিবরণ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এই ঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর বিবরণ ভূগোলে পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। বম্বাই আসিতে হইলে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-দিকে আসিতে হয়। বিন্ধ্যাচল আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যদেশ দিয়া গমন করিয়া পরে ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিমে অবতীর্ণ হইয়া ঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই বিন্ধ্যাচল দিয়া রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্য যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া আমা-দিগকে অনেক বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আসিতে হইল। যখন দূর হইতে পর্ব্বতমালা দর্শন করিলাম, বোধ হইতে লাগিল যেন ঘন মেঘে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে নিকটে গিয়া দেখি, না রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পর্ব্বত শ্রেণী বৃক্ষ লতায় মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ অভ্রভেদ করিয়া যেন 'জয় জগদীশ্বর' বলিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে। পর্ব্বতের কোন স্থান উচ্চ কোন স্থান নিম্ন, কোন স্থান ভূমির ন্যায় সম্পূর্ণ নিম্ন। সেই সকল নিম্ন স্থানে কৃষকেরা নানা প্রকার শস্য বপন করিয়াছে। পর্ব্বত অঙ্গে স্বভাবসম্ভূত বিবিধ প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অতি মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সেই সমুদায় উন্নতশৃঙ্গ পর্ব্বতের গাত্র হইতে অবিশ্রান্ত জল ধারা ঝর ঝর করিয়া নিপতিত হইতেছে, এবং স্থানে স্থানে নির্ম্মল জলরাশি প্রবল বেগে নির্গত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ রৌপ্য দ্রব করিয়া ঢালিয়া দিতেছে। সেই সমুদায় পর্ব্বত ভেদ করিয়া তন্মধ্য দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। যখন সেই সকল গহ্বরের অভ্যন্তরে গাড়ি প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন যেন দিবসে রজনী উপস্থিত হইল। তাহার ভিতর অমানিশার অন্ধকার অপেক্ষাও গভীর অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। বম্বাই সহরে আসিতে এই রূপে কত পর্ব্বত, ক্ষেত্র, নদ নদী, গহ্বর অতিক্রম করিতে হইয়াছে, বলিতে পারি না।

পথের মধ্যে "নাসিক" নামক এক স্থান আছে। ইহা গোদাবরী তীরস্থিত। নাসিক নাম এই জন্য যে সেই স্থানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার

নাসিকা ছেদন করেন, এই স্থানে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, সুতরাং রাম রাবণে প্রথম বিবাদ আরম্ভ হয়। জব্বলপুর ছাড়িয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালির মুখাবলোকন এক প্রকার বন্দ হইয়া গেল। ক্রমাগত মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, পারসী, ইংরাজ ও অন্যান্য জাতীয় লোক দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল। যাহা হউক এক্ষণে বম্বাই সহরের কিঞ্চিৎ বিবরণ ভগিনী দিগের নিকট আরম্ভ করা যাউক।

২ শ্রাবণ এই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি। বম্বাই সহর উত্তম। এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রাসাদ গুলি অতি সুন্দর, বাঙ্গলার বাটী সকলের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে অনেক বিভিন্ন, এবং তত দৃঢ় নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উচ্চ। এখানে পাঁচ ছয় তলা বাটী পর্য্যন্ত আছে। এখানকার প্রায় সকল বাটী উদ্যান বিশিষ্ট। কলিকাতা অপেক্ষা এখানে অধিক বৃক্ষাদি ও পর্ব্বত থাকার জন্য স্থানে স্থানে অধিক শোভা বোধ হয়, কিন্তু কলিকাতার অপেক্ষা এখানকার রাজপথ সমুদায় প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট নহে। বম্বে নগরে বিংশতি সহস্র বাটী আছে ও আট লক্ষ লোক বসবাস করে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন এই বম্বে একটী দ্বীপ মাত্র, সমুদ্র মধ্যস্থিত, এবং পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এতদ্দ্বারাই এস্থানটী অতিশয় আনন্দ জনক হইয়াছে। যখন আমরা দিবসের শেষ ভাগে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হই, তখন যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভূত হয় বলিতে পারি না। যখন প্রশস্ত বালুকাময় কূলে অবতরণ করি, সেই সময়ে জলরাশি ভ্রমণ কারী স্নিগ্ধ বায়ু আসিয়া আমাদের শরীরকে শীতল করে, এবং মনের সমুদায় ক্লেশ, চিন্তা লইয়া সমুদ্র জলে নিমগ্ন করে। আমরা মনের আনন্দে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত সুন্দর সুন্দর শম্বুক, ঝিণুক, গুগলি প্রভৃতি দুই হস্তে কুড়াইয়া লই, এবং এক এক বার অনিমেষ নয়নে অকূল বারিধি বক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করি। দেখি অসীম জলরাশি বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে, আমার দৃষ্টি তাহার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। যে অংশে আমার দৃষ্টি রোধ হয়, বোধ হয় যেন সেই অংশ জলের সীমা, এবং সেখানে আকাশ সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টির অতীত পথে কত দূর সাগর রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। গভীর গর্জ্জন

করিয়া এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার শব্দ অতিশয় প্রবল, যেন বলিয়া উঠে, "দেখ, আমার ন্যায় বলশালী এ পৃথিবীতে আর কে আছে?" মধ্যে মধ্যে ধবল বর্ণ ফেনমালা দৃষ্ট হয়। নীল জলের মধ্যে ধবলময় ফেনা সমধিক শোভা বৃদ্ধি করে ও নয়ন তৃপ্তকর হয়। যাহা হউক সেখানে গেলে গৃহে ফিরিয়া আসিতে আর ইচ্ছা হয় না, শরীর মন উভয়ই পুলকিত হয়। এখানে সমুদ্র অপেক্ষা হৃদয় উৎফুল্লকারী আর কিছুই নাই। এই সহরে অনেক নারিকেল বৃক্ষ; নারিকেল বৃক্ষে প্রায় ইহা পরিবেষ্টিত। শুনিয়াছি সমুদ্র তীরে নারিকেল, তাল খর্জ্জুর ও তজ্জাতীয় সকল বৃক্ষ সমধিক পরিমাণে জন্মে। এই স্থানে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। বম্বায়ে মহারাষ্ট্রীয় এবং পারসী জাতির অধিক বাস, ইহা ব্যতিরেকে ভাটীয়া, বানিয়া, নাখোদা প্রভৃতি অনেক জাতি বাস করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে আমাদের দেশের ন্যায়। এখানে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। জাতিভেদ সম্পূর্ণ প্রবল। এখানকার ভাষা মারহাট্টী ও গুজরাটী এই দুই প্রকার, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। বস্ত্র পরিধান আমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরুষদিগের তত নহে যত স্ত্রীলোক দিগের। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা ২০ কিম্বা ২১ হস্ত প্রমাণ সাটী কোঁচা ও কাছা দিয়া পরিধান করেন, এবং অতি অল্প অঞ্চল সম্মুখ দিয়া লইয়া পৃষ্ঠে ফেলিয়া রাখেন, ইহাঁদিগের মস্তকে কাপড় দিবার রীতি নাই। ইতর, ভদ্র সকল স্ত্রীলোক এক একটি "অঙ্গ রক্ষা" পরিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ অঙ্গরক্ষা পরিধান করেন, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গ রক্ষা হয় না। গলদেশ, উদর, ও পৃষ্ঠের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত খোলা এবং বাহুর অধিকাংশ অনাবৃত থাকে। ইহাঁরা কখন অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রও ব্যবহার করেন এবং বাহিরে যাইবার সময় কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়ে একখান সাল দুই পাট করিয়া অঙ্গে জড়াইয়া গমন করেন। যাহাহউক আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র পরিধান অপেক্ষা কতক পরিমাণে এখানকার প্রথা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে! এই বামাগণ সাত আটটী বড় বড় মুক্তা ও দুই এক খানি চুনি, পান্না সম্বলিত একটা গুরুতর (কিন্তু দেখিতে ক্ষুদ্র) নত নাসিকাতে পরিয়া, আহারের সময়

বিলক্ষণ বিব্রত হইয়া থাকেন। চরণে মলের পরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার রূপার ভয়ঙ্কর অলঙ্কার পরিধান করেন। তাহা দস্যুর শৃঙ্খলের সদৃশ ভারি ও দৃঢ়। গলায় স্বর্ণের হাঁসুলি, ইহা ভিন্ন অন্যান্য অলঙ্কার আছে। এখানকার সধবা বিধবা স্পষ্ট চিনিয়া লওয়া যায়। স্বামী বর্ত্তমান থাকার চিহ্ন এই কয়টী :—কপালে সিন্দুর, গলায় এক প্রকার মালা তাহার সহিত স্বর্ণের দুই একটী বর্ত্তুল গাঁথা, হস্তে বেলয়ারি চুড়ী। ইহার মধ্যে সিন্দুর ও কাল মালা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান চিহ্ন। তাহার নীচেই বেলয়ারী চুড়ী। লৌহ পরিবার নিয়ম নাই। বিবাহ কালে উক্ত মালা স্বামী নিজ হস্তে স্ত্রীর গলায় পরাইয়া দেন। বিধবারা প্রায় থান কাপড় পরিধান করেন, হাতে কিছু পরেন না, শির মুণ্ডন করেন, বিধবাদিগের মস্তকে কেশ রাখার প্রথা নাই। নিয়মিত রূপে ক্ষৌরকারের নিকট মস্তক কামাইতে হয়। কি কদর্য্য নিয়ম কি অসভ্যতা! এদেশে সধবা মহিলাগণ মস্তকে অত্যন্ত ফুল ব্যবহার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাঁদিগের কেশের গৌরব অধিক দিন থাকে না। অধিকাংশের মস্তকে অত্যন্ত টাক। ** মহাশয় এখানে টাকের ঔষধের একটী ডিস্‌পেনসরি খুলিলে বোধ হয় শীঘ্র ধনী হইয়া উঠেন। এত অধিক টাক হওয়ার কারণ ইহাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দন্তের চিরুণি ব্যবহার করেন এবং অতিশয় টানিয়া দৃঢ় কবরী বন্ধন করেন। ইহাঁরা খোপাকে "সেণ্ডা" বলেন। কি অল্প বয়স্ক কি বৃদ্ধ সকলেই স্বীয় স্বীয় টাকাহত সাদা মস্তকের অবশিষ্ট কেশ দ্বারা একটী ক্ষুদ্র "সেণ্ডা" প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে একরাশি ফুলের মালা সাজাইয়া দেন। দেখিতে চমৎকার শ্রী হয়! বাস্তবিক এই টাকের বিষয় ভাবিলে ভয় হয়। শুনিয়াছি টাকের ভয়ে অনেকে সিন্দুর পরা বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু কেশ থাকিতে থাকিতে টাক নিবারণের প্রধান উপায় সূক্ষ্ম চিরুণি ব্যবহার রহিত করা, এবং অতিশয় শিথিল কবরী বন্ধন করা। এই উপায় অগ্রাহ্য করিয়া এখানকার ভগ্নীদিগের এরূপ শাস্তি। অবলাকুলের কেশ প্রধান শ্রী। মস্তকে টাক পড়িলে সৌন্দর্য্য থাকিতেও অত্যন্ত কুৎসিত দেখিতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

পারসী স্ত্রীদিগের সহিত আমার আলাপ হয় নাই। ইহাঁদিগকে দেখিয়াছি। পারসী ও গুজরাটী স্ত্রীলোকের কাপড় পরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় নহে, তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম বোধ হয়। ইহাঁরা আমাদের ন্যায় মস্তকে কাপড় দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ পারসী রমণীদিগের এক কৌতুকজনক প্রথা আছে। তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের মস্তক অনাবৃত রাখিতে নাই, রাখিলে ভূতে ধরে! এই জন্য সমস্ত দিবস একটুকরা সাদা কাপড় মস্তকে বান্ধিয়া রাখেন। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, দেখিলে হাসি পায়। পারসী ও গুজরাটীদিগের আচার ব্যবহার অনেক অংশে এক, ভাষাও এক গুজরাটী। এই উভয় জাতীয় নারীগণ এক কর্ণে অলঙ্কার পরিধান করেন। ইহাঁরা অঙ্গে সাল জড়ান না। স।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীরত্ন।

উত্তপ্ত প্রান্তর সম এ ভব মণ্ডলে
দয়া স্রোতস্বতী রূপে বিরাজে রমণী।
তৃপ্তি সুখ এত মরি! পেতো কি সকলে?
বিধি যদি না দিতেন এ শীতল মণি!

প্রেমের প্রতিমা কিবা! সীমন্তিনী কুল!
জীবকুল রক্ষা হেতু বিধির সৃজন।
মা বিনে সন্তান প্রতি হয়ে অনুকূল
প্রাণপণে কে তাদের করিত রক্ষণ?

দীর্ঘ কাল উদরেতে করিয়া ধারণ,
কত কষ্ট সন মাতা সন্তানের তরে।
যখন প্রসব কাল করে আগমন
নয়ন ধারায় ধরা-হৃদয় বিদরে॥

অসহ্য যাতনা ভার করিয়া বহন
যদি প্রসবেন মাতা কুমার রতন।
এত যে যাতনা সব হয়ে বিস্মরণ
মুদিত পঙ্কজ মরি! বিকাসে নয়ন॥

অমনি হৃদয়ে লয়ে হৃদয়ের ধনে
স্তনসুধা দেন তার বদন কমলে।
আনন্দ লহরী কত খেলে প্রেমাননে,
একেবারে ডুবে যান সুখ-সর জলে॥

দয়ার ভাণ্ডার মরি! খুলিয়া অমনি
তোষেন হৃদয়-ফুলে করিয়া যতন।
স্নেহ-সুধা বিতরিয়ে দিবস রজনী
পালেন সতর্ক ভাবে সন্তানে কেমন॥

যদি গো এতেক দয়া না থাকিত মায়,
অসহায় শিশু-দশা কি হতো তখন।
কে সহিত এত কষ্ট প্রতি পায় পায়?
কে করিত এত বড় দিয়া প্রেমধন?

অকালেতে নব তরু যেতো শুকাইয়া,
নব হেমলতা মরি! হইত কুঞ্চিত।
বল, বীর্য্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য যাইত চলিয়া,
অনিবার স্নেহ-নীর না হলে সিঞ্চিত॥

গন্ধের আগার মরি! কুসুম যেমন,
সুসৌরভে চারি দিক আমোদিত করে।
প্রেম খনি থাকে সদা হৃদয়ে গোপন
রমণীর—মোহে যাহা মনুজ নিরে॥

নব রবি-ছবি সম মরি! শিশু গুলি,
গুলাব গঞ্জিত কিবা! হাসি হাসি মুখে।
আধ আধ সুধাস্বরে বলি মা মা বুলি
জননী হৃদয় সুধা পান করে সুখে॥

সময়ে ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জীবন
যতন করিয়া কত—হয়ে শ্রদ্ধান্বিতা।
দিয়া বামা তুষিতেছে পরিজন মন,
আহা মরি! কত দয়া, কতই বিনীতা!!

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে হইয়া তাপিত
শীর্ণ দেহধারী যবে ভিখারি সন্তান।
মা বলে দাঁড়ায় আসি হয়ে আশান্বিত,
পাইতে ক্ষুধার অন্ন, জুড়াতে পরাণ;

দেখি তার দীনবেশ মলিন বদন,
অমনি কাঁদিয়া উঠে অবলার প্রাণ।
স্নেহ বাক্যে আগে তারে করিয়া সান্ত্বন,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা হরে করি অন্ন জল দান॥

নিরন্তর বরষিয়া বাক্য সুধাময়
কে শীতল করে মরি! তাপিত জীবনে?
লৌহ সম পুরুষের কঠিন হৃদয়
কে গলাতে পারে বল রমণী বিহনে।

শোভা নাহি পায় ভাল সে তরুর অঙ্গ,
লতা সতী যাহারে না করে আলিঙ্গন।
শোভে কি পুরুষ সাধু বিনা সতী সঙ্গ,
সতীত্ব বিভায় যেই উজলে ভুবন॥

কোমলতা, সরলতা, স্নেহ-সুধা-রস
কোথা হতে পেলে বল পুরুষ প্রবর?
কে করিল হৃদি তব এরূপ সরস
বল না?—ললনা নহে ইহার আকর?

মরু ভূমে দয়াবতী তটিনী যেমন,
তাপিত পান্থের প্রাণ সুশীতল করে।
সংসার মাঝারে মরি রমণী রতন,
ঢালে প্রেম নীর সদা মানব অন্তরে॥

(ক্রমশঃ)

সন্তান পালন রীতি।

(১১৩ পৃষ্ঠার পর।)

শিশুর শরীর সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য সংক্ষেপে এক প্রকার বলা গেল। এখন তাহার মনঃ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য বলিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত আমাদিগের দেশে এ সম্বন্ধে মাতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে কি না? আমি যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি সন্তানের মনঃ সম্বন্ধে গুরু কর্ত্তব্য এদেশীয়েরা অতি অল্পই বুঝিতেন। "পঞ্চমবর্ষ যাবৎ লালন করিবে, দশবর্ষ যাবৎ শিক্ষা দানার্থ তাড়না করিবে"; "যে মাতা যে পিতা বালককে শিক্ষা দান করেন না, তাঁহারা তাহার শত্রু" "যে তাবৎ ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে পিতা কন্যাকে বিবাহ দিবেন না" ইত্যাদি নানা স্থানের লিখিত বাক্যে প্রাচীন কালে কোন না কোন প্রকারের শিক্ষা দান ছিল এই মাত্র বুঝায়; কিন্তু ইহাতে সন্তানের মন সম্বন্ধে মাতার বিশেষ কর্ত্তব্য কিছুই প্রকাশ পায় না।

শরীর সম্বন্ধে মাতার যেরূপ গুরুতর কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, মন সম্বন্ধে তদপেক্ষাও সমধিক। এ সংসারে মাতার যে কি গুরুতর ভার তাহা শিক্ষিত মাতা না হইলে আর কেহই বুঝিতে পারেন না। সন্তানকে চিরসুস্থ সচ্চরিত্র, সুখী করিবার ভার এক মাতার উপরে। নিতান্ত

আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদিগের দেশে এই বিষয়ের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ভয়ানক অমঙ্গল ফল প্রসূত হইয়া আসিতেছে।

পিতা মাতার পক্ষে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু সচ্চরিত্র হওয়া কত দূর আবশ্যক ইহা সন্তান সন্ততি হইলে অতি বিশদ রূপে বুঝিতে পারা যায়। এক পিতা মাতার দোষে কত বালককে পরিণত বয়সে পাপ কলঙ্ক দুঃখ দারিদ্র্যে জীবনাতিপাত করিতে হয়। স্বয়ং সাধু সচ্চরিত্র না হইলে সর্ব্বদা সাধুতা বা সচ্চরিত্রতার ভাণ করিয়া সন্তান সন্ততিগণকে কখন সাধু বা সচ্চরিত্র করা যাইতে পারে না। সন্তানগণকে আমরা অনেক সময়ে 'উহারা অবোধ বুঝে না' এই বলিয়া উপেক্ষা করি, কিন্তু তাহারা যেরূপ তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে আমাদিগের আচার ব্যবহার আলাপ প্রলাপ প্রভৃতি আলোচনা করে এবং তদনুসরণ করে তাহা অতি আশ্চর্য্য। একটি মিথ্যাবাদী ক্রোধী হিংস্র বালক তাহার পিতা মাতা এবং অপরাপর পরিবারের প্রতিবিম্ব। বালক বালিকাতে মিথ্যা বঞ্চনাদি দোষ দেখিলে সে দোষ পিতা মাতার, সন্তানের নহে।

স্নেহ ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া সন্তানকে প্রতিপালন করিতে হইবে। কখন অতিমাত্র আদর প্রদর্শন করিলাম, কখন নির্দ্দয় ব্যবহার করিলাম এরূপ ব্যবহার যেরূপ অসারতার পরিচয় প্রদান করে তেমনি সন্তানের শ্রদ্ধা ও আস্থা বিনাশেরও মূল হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কি প্রকারে হইবে?

স্নেহ ও দৃঢ়তা এই দুইটি থাকিলে, সন্তানের মনে সত্য ন্যায় ও প্রীতি অতি শৈশবাবস্থা হইতেই মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের দেশীয়া মাতাগণের এ সম্বন্ধে যেরূপ অতি নিন্দনীয় ব্যবহার, সন্ততিগণের তাহাতেই চির সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হয়। যখন একটি সন্তান ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, মাতা তখন তাহার হৃদয়ে যে কোন প্রকারে মিথ্যা আশা সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাকে তখনকার জন্য ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করেন। সন্তানগণ একবার যখন আশা পাইয়া দেখিল যে মাতা তাহা পূরণ করিলেন না, তখন হইতেই তাহারা তাঁহার ন্যায়

মিথ্যা বঞ্চনা করিতে শিক্ষা করিল। কি ভয়ানক! যদি মাতা সে সময় কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, এবং সন্তান দেখিতে পাইত তাহার অন্যায় প্রার্থনা কখনই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইবে না; তখন সে আপনি নিবৃত্ত হইত, আর কোন কালে অন্যায় প্রার্থনা করিত না এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনাও শিক্ষা করিত না। যাহা একবার তাহাকে দিতে মাতা প্রতিশ্রুত হইলেন, সেই বস্তু পাইবার তাহার অধিকার জন্মিয়াছে সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু যখন দেখিল মাতা অধিকার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, সেই সময় হইতে তাহার মনে ন্যায়বিরোধী ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল।

মাতা আপনার সকল সন্তান সন্ততিগণকে অনেক সময়ে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। অনেক সময়ে তাঁহার স্পষ্ট পক্ষপাত প্রকাশ পায়। এরূপ অসম দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সেই অসদ্ভাব আত্ম অধিকার রক্ষা করিবার ভাবের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া স্বার্থপরতা উদ্ভূত করে। অপরের সন্তান এবং নিজের সন্তানের মধ্যে মাতা তাঁহার স্বীয় ব্যবহার দ্বারা যেরূপ সুমহৎ পার্থক্য সংস্থাপন করেন, তাহাতে কখন শিশুর মনে অন্যের প্রতি প্রীতি সঞ্চার হইতে পারে না। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, বর্দ্ধিষ্ণুলোকের সন্তান একটি দরিদ্র সন্তানকে মারিব বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, মাতা নিরুপায় হইয়া সেই দরিদ্র সন্তানের মাতাকে অনুরোধ করিলেন, 'তোর ছেলেকে একবার মারিতে দে না।' কি ভয়ানক! যেখানে এমন অবিচার, সেখানে সত্য ন্যায় প্রেম কি রূপে অবস্থান করিবে?

শিশু সন্তানকে কোন রূপ শারীরিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। কোন ক্রীড়ার সামগ্রী অথবা তাহার কোন প্রিয় সামগ্রী হইতে এক দিন বা দুই দিনের জন্য তাহাকে বঞ্চিত রাখা এইরূপ দণ্ডই তাহার পক্ষে উপযুক্ত। দণ্ড দিবার পূর্ব্বে যাহাতে ক্রোধ বা অধৈর্য্য প্রকাশ না পায় এরূপ সতর্ক হওয়া সমুচিত। শিশু সন্তান যেন বুঝিতে পারে মাতা শুদ্ধ ন্যায় অনুরোধে আমাকে সংশোধন করিবার ইচ্ছায় এরূপ দণ্ড দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যদি ক্রোধ ও অধীরতা প্রকাশ পায়, তবে শুদ্ধ তাহার

ক্রোধ অধীরতা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল এমন নয়, ন্যায়ানুসরণের স্থলে তাহার হৃদয় ক্রোধ অধীরতাকে স্থান প্রদান করিবে। মাতা দণ্ড দিবার পূর্ব্বে যে দণ্ড তিনি আপনি ভগ্ন করিতে বাধ্য হইবেন না, শান্ত গম্ভীর ভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক এমন দণ্ড স্থির করিয়া অর্পণ করিবেন। ইহাতে তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর ভাব সর্ব্বদা রক্ষা পাইবে এবং স্বয়ং দণ্ড দিয়া তাহা ভগ্ন করতঃ ন্যায় বিষয়ে শিথিলতা এবং অসত্য সন্তানহৃদয়ে চির মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে না।

সন্তানকে কেহ মারিলে ক্রন্দন নিবৃত্তির জন্য তাহাকে মারিতে বলা, ভূমি কিম্বা অন্য কিছুতে নিপতিত বা প্রতিহত হইয়া বেদনা পাইলে হস্ত বা পদ দ্বারা নিস্তাড়ন করা অথবা তাহাকে তদ্রূপ করিতে দেওয়া একান্ত পরিহার্য্য। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ইহা দ্বারা কোমল শিশুর অন্তঃকরণে প্রতি হিংসা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। সন্তানগণ একটি নিকৃষ্ট জন্তুকেও যাহাতে আঘাত না করে, তৎপক্ষে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শিশু সন্তান যখন যে দোষটি করে, তখন সেই দোষটি উল্লেখ করিয়া শাস্তি প্রদান করা উচিত, কিন্তু অসময়ে বা দণ্ড দেওয়ার পরে আর সে দোষের কথা তাহার নিকটে উল্লেখ করা কখনই উচিত নহে। কারণ তাহাতে অক্ষমা শিক্ষা হয় এবং বারম্বার নিজ দোষ শ্রবণ করিতে২ দোষের প্রতি তাহার ঘৃণা চলিয়া যায়। শেষোক্ত কারণে ক্ষুদ্র অক্ষুদ্র প্রত্যেক দোষ ধরিয়া শিশুকে দণ্ড দেওয়া সমুচিত নয়, সর্ব্বদা দণ্ড দিলে দণ্ডের গুরুত্ব থাকে না এবং দণ্ড পরিশেষে নির্দ্দয়তাতে পরিণত হইয়া দোষ শোধিত হওয়া সম্বন্ধে শিশুর মনে নিরাশা উপস্থিত করে, সুতরাং তাহার দোষ সংশোধিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শিশুর প্রতি প্রতিনিয়ত স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করা উচিত। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখন তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। স্নেহময়ী মাতার স্নেহ সন্তানের কোমল ভাব শিক্ষার প্রধান উপায়। অতএব সেই উপায়ের যাহাতে অপব্যবহার না হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সন্তানের হৃদয়ে যাহাতে ভয়ের সঞ্চার হয়, এরূপ গল্প বা উপকথা

কখনই বলা উচিত নয়। আমাদিগের দেশের লোক সকলের ভীকতা অনেক সময়ে ইহা হইতেই সমুখিত হয়। যে সন্তান ভীরু তাহাকে অন্ধকার গৃহে রাখা উচিত নয় এবং সে জাগ্রৎ হইলেই তাহার নিকটে গিয়া মিষ্ট মিষ্ট কথা বলা বা গাত্রে হাত বুলান আবশ্যক। ইহাতে তাহার বিশ্বাস হইবে এক জন প্রতিনিয়ত তাহার নিকটে আছে। বস্তুতঃ যে সকল প্রকারে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে এরূপ ক্রিয়া এই সময় হইতে পরিহার করা উচিত। ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তানের ক্রন্দনাদি নিবৃত্তি করান অপেক্ষা আর মূর্খতা নাই।

স্নেহদ্বারা সন্তানকে সর্ব্বদা বশীভূত রাখিতে যত্ন পাইতে হইবে। আমাদিগের দেশীয় সন্তানগণ সর্ব্বদা মাতার অবাধ্য হইয়া থাকে। ইহা মাতারই দোষ। তাঁহার মমতা দুর্ব্বলতারূপে পরিণত হইয়া ন্যায় অন্যায় সত্যাসত্যের সীমা অতিক্রম করে। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। শিশুগণ বাধ্য না হইলে, তাহারা কোন প্রকার শিক্ষারই উপযোগী হয় না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে মাতাগণ সন্তানকে বাধ্য করিবেন। মাতার প্রতি আস্থা থাকিলে সন্তানের বাধ্য হওয়া কিছু সুকঠিন ব্যাপার নহে।

মাতা পিতা সচ্চরিত্র সাধু হইলেও গৃহস্থ দাসদাসী এবং অন্যান্য পরিবারবর্গের দোষে সন্তানগণ কুচরিত্র হইয়া যায়। দাস হউক দাসী হউক, যে কেহ হউক পরিবারস্থ সকলের চরিত্র শোধন যে আবশ্যক আমরা এক এই সন্তান পালনে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দর্শন করি। অতএব যাঁহারা আপনাদের সন্তান সন্ততিগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা প্রতিনিয়ত গৃহস্থ সকলের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি ব্যবহার যদি যথোচিত না হয়, তবে তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রকার যত্নই বিফল হইবে। যাহা বলা হইল এতদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে পিতা মাতা স্বয়ং অক্রোধী শান্ত সাধু না হইলে যথাযোগ্যরূপে সন্তানপালন হইতে পারে না। কারণ কোন না কোন সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয় নিহিত ক্রোধাদি প্রকাশ পাইয়া সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আছে তাহার একটি অসাধু কার্য্য দেখিলে সাধুতার প্রতি এককালে আস্থা চটিয়া

যায়, দর্শকের সংশোধনোপায় সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব পিতা মাতা যাহাতে প্রকৃত অক্রোধী শান্ত এবং সৎস্বভাব হন, সন্তানার্থী হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এবিষয়ে নিয়ত প্রয়াস পাওয়া সমুচিত।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, সে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষার সম্পর্কে। বালকগণকে কিরূপে স্পষ্ট শিক্ষা দিতে হয়, তাহার বিষয় কিছুই বলা যায় নাই। শৈশবাবস্থায় দৃষ্টান্তদ্বারা শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, এ জন্য তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখ করা গেল। আদেশ উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দৃষ্টান্তের অনুগামী। যে অবস্থাতে আদেশ বা উপদেশ সন্তানের উপরে কার্য্যকর হইবে না, সে অবস্থায় আদেশ উপদেশ স্পষ্ট না দেওয়াই ভাল। সন্তান পূর্ব্বোক্ত রীতিতে বিনীত হইলে সে স্বাধীনভাবে আদেশ উপদেশ আপনি মস্তকে বহন করিবে। শিশু হউক, বালক হউক, বিনয় ও স্বাধীন ভাব যুগপৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত। সুতরাং কৌশলে ও দৃষ্টান্তদ্বারা আদেশ উপদেশ গ্রহণেচ্ছু না করিয়া কখন স্পষ্ট আদেশ উপদেশ দান সমুচিত নহে।

অতি অল্প বয়সে শিশুর শারীরিক ব্যায়াম অত্যাবশ্যক এবং তাহাতে অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া উপকারী ভিন্ন অপকারী নয়। কিন্তু পরিমিতরূপ মনের চালনাও আবশ্যক। এই পরিচালনা এরূপ হওয়া চাই যে, তাহা কষ্টকর না হইয়া প্রফুল্লকর হয়। আমাদিগের দেশে সন্ধ্যার পর সন্তানগণকে লইয়া উপকথা বলা প্রচলিত আছে ইহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হয়। বৃথা অসত্য গল্পে শিশুর মন বিকৃত হইয়া যায়, এবং গল্পের অনুরোধে জাগরণ করিয়া পীড়া জন্মে। মাতার উচিত যে দিবা ভাগে বিশ্রামের সময়ে বালকগণকে লইয়া এরূপ গল্প করেন যে তাহাতে বালকগণ নীতি শিক্ষা করিতে পারে এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাসের বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই সাবধান হইতে হইবে যে, এমন সকল লোকের ইতিহাস বলা না হয় যাহাতে নীতির প্রতি শিথিলতা জন্মিতে পারে। সদ্ভাব উত্তেজিত হওয়াই এ সময়ে প্রধান লক্ষ্য থাকিবে।

গুটিকা প্রভৃতি দ্বারা কৌশলে এ সময়ে অঙ্ক এবং গল্প স্থলে ভূগোল প্রভৃতি শিখান যাইতে পারে। উত্তম উত্তম চিত্র দ্বারা কৌশলে প্রাণি-

বিদ্যা উদ্ভিজ্জ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও সহজ, কিন্তু ব্যাকরণ শিক্ষা এসময়ে নিতান্ত অনুপযোগী। ইহা বয়স ও জ্ঞানের সাপেক্ষ। বস্তুতঃ শিশুগণের যাহাতে আমোদ না হইয়া কষ্ট হয়, তাদৃশ শিক্ষা একেবারে পরিহার্য্য।

বিশেষ বিশেষ বালকের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকে। সুক্ষ্মদর্শী হইলে অতিপ্রথম হইতেই তাহার কিছু কিছু বুঝা যায়। কিন্তু শৈশবাবস্থায় সাধারণ ভাবে শিক্ষাই শ্রেয়ঃ। বয়ঃ সহকারে যে যে বিষয়ে বিশেষ অনুরক্ত হয়, তাহাতে তাহাকে প্রতিরোধ না করিলেই হইল।

শিশুগণের জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান রাখা উচিত। তাহাদের ক্রীড়ন সামগ্রী প্রভৃতি যাহা কিছু নিজের, ঐ স্থানে তাহারা নিজেরা যত্নের সহিত শৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাখিবে। কোন বস্তু অপরিষ্কৃত কদর্য্য না হয়, বিশৃঙ্খল না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শৈশবকাল হইতে এ প্রকার শিক্ষা হইলে আমাদিগের দেশীয় গণের সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলা অপরিষ্কারতা দূর হইবে। ইউরোপীয় গণ এবিষয়ে যে আমারদিগের অপেক্ষা সর্ব্বতো ভাবে শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ এই।

অল্প সময়ের মধ্যে যত টুকু হইতে পারে শিশুর শরীর ও মন কি রূপে পরিপালণ করিতে হইবে আমরা তাহার আলোচনা করিলাম।

মন সম্বন্ধে যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে বলা গিয়াছে আত্মা সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা হইতেই অনায়াসে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যায়। গ্রহণেচ্ছা না জন্মিলে সাক্ষাৎ আদেশ উপদেশ দ্বারা মনকে নিস্তেজ অস্বাধীন করিয়া ফেলা যেমন অকর্ত্তব্য, আত্মা ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে যে পর্য্যন্ত ইচ্ছুক না হয় সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া তেমতি অনিষ্টকর। সর্ব্বদা মাতার ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া সন্তানে আপনা হইতে ধর্ম্মভাব সমুদ্দীপিত হইবে, তাহাই যথেষ্ট। যতই বয়স হইবে ধর্ম্মানুরাগ হইতে থাকিবে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, স্বাধীন ভাবে নিজ যত্নে ধর্ম্ম লাভ করিয়া আত্মা তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্য সর্ব্বদা বুঝিতে সমর্থ হইবে। এরূপ না হওয়াতেই আমাদিগের দেশে সমূহ অনিষ্ট হইতেছে ইহা সকলের মনে রাখা উচিত।

গৃহ চিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

১। অতিশয় ভেদ, পেটের পীড়া কিম্বা রক্ত আমাশয় হইলে খয়ের চূর্ণ ও সাদা খড়ি চূর্ণ এই দুই দ্রব্য চারি কুঁচ পরিমাণ করিয়া লইয়া দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে, ইহাতে আশু প্রতীকার হইবে। যখন সেবন করিবে তখনি প্রত্যেকবার ঐ রূপ করিয়া পরিমাণ লইবে।

২। নিদ্রা না হইলে চিকিৎসকগণ মাদক ঘটিত ঔষধ সেবন করিতে দেন। তাহা না দিয়া যদি শীতল জল পান এবং মস্তকে শীতল জল ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে উপকার হইবে। আর কেহ কেহ নিদ্রাভাব নিবারণার্থ শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণ জলে স্নান বা উহা দ্বারা গাত্র মার্জ্জন অথবা পদদ্বয় উষ্ণজলে প্রক্ষালন করিতে আদেশ করেন। ইহাতে মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা হেতু নিদ্রা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মিস্ নাইটিঙ্গেল রাত্রিতে কেবল শীতল জলপান করাইয়া অনেক রোগীর অস্থিরতা এবং নিদ্রাভাব দূর করিয়াছিলেন। কোন বিষয়ের বা কোন উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি একাগ্র চিত্ত করিতে পারিলেও নিদ্রাকর্ষণ হইবার সম্ভাবনা। সুবিজ্ঞ ডাং বেয়ার্ড সম্মুখে কোন উজ্জ্বল বস্তু রাখিয়া রোগীকে তাহার প্রতি এক দৃষ্টি ও অনন্যমনা করিয়া চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিদ্রিত করিয়াছেন। আর যখন কোন মতেই নিদ্রাকর্ষণ না হইবে, তখন সিদ্ধি ভাজা চূর্ণ ১২।১৬ রতি মধুর সহিত রাত্রে ভক্ষণ করিলে নিদ্রা হইবে। কিম্বা কর্প্র্র দুই কুঁচ সোরা চারি কুঁচ, অহিফেন এককুঁচ পরিমাণ করিয়া সেবন করিলে নিদ্রা হইবে।

৩। শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে। চূণের জল ও তৈল সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলায় ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে, কিম্বা অল্প গরম করিয়া তারিপেন তৈল তুলা কিম্বা নেকড়া ভিজাইয়া দিলে আশু প্রতীকার হইবে। ব্রাণ্ডি, এসপিরিট, রম, অল্প গরম করিয়া ঐ রূপ দিলেও হইবে। কিম্বা কাল কাসুন্দের পাতার রস পোড়ার স্থানে দিলে আশু প্রতীকার হইবে।

৪। কোন স্থান হইতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে। শীতল জল ও এস্পিরিট সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে নেকড়া ভিজাইয়া দিলে প্রতীকার হইবে, কিম্বা তারিপেন তৈল এইরূপ করিয়া দিলে উপকার হইবে। গাঁদাফুলের পাতার রস নেকড়া ভিজাইয়া বেদনা স্থানে কিম্বা ক্ষত স্থানে দিলেও বিশেষ প্রতীকার দর্শে।

নূতন সংবাদ।

১। লুইসা আট্‌কিন্‌স নাম্নী এক বিবী সুইজার্লণ্ডের অন্তঃপাতী ঝুরিচ নগরে ৫ বৎসর অধ্যয়নের পর এম্ ডি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বার্ম্মিংহাম ও মিড্‌লাণ্ড হস্‌পিটালের স্ত্রীচিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ও সম্পাদক হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের একপ পদ প্রাপ্তির এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

২। আমান্দা বারবার নামে আমেরিকার সুশিক্ষিতা একটী বিবী 'রাজার পত্নী হইলে ধর্ম্ম প্রচার করিবার বড় সুবিধা হইবে, ভাবিয়া আমেরিকার আদিমনিবাসী অসভ্য- দিগের এক অধ্যক্ষকে বিবাহ করেন। পাঁচ বৎসর তাঁহার ঘরে থাকিয়া অসহ্য অপমান ও কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেন। তৎপরে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ৩টী ঘোড়ার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বিক্রয় করেন। রমণী আপনার কার্য্যের প্রতিফল পাইয়া এক্ষণে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আদিম নিবাসীরা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। কোনস্থানে যাইতে হইলে পুরুষ সচ্ছন্দে বাবু হইয়া ঘোড়া কি গাড়ী চড়িয়া যান, তাহার স্ত্রী পৃষ্ঠে এক বৃহৎ মোট বাঁধিয়া এবং দুই একটী গরু বা ঘোড়া দড়ী ধরিয়া লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। বিবী বারবারের সৌভাগ্য আর অধিক দিন সে সমাজে থাকিতে হয় নাই।

৩। সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম, কেশব বাবুর ব্রহ্ম মন্দিরে ব্রাহ্মিকারা প্রকাশ্য রূপে বসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু গত রবিবার অপরাহ্নে যাইয়া প্রকাশ্য স্থানে একজন স্ত্রীলোকও দেখিলাম না। তাঁহারা যে প্রকাশ্য স্থানে বসেন না, সে ভালই। কেন না অনেক বাবু এরূপ অসভ্য ভাবে বসিয়া থাকেন, যে সে স্থানে স্ত্রীলোকদের বসা পোষায় না। *** স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য রূপে বাহিরে আসিতে দিবার পূর্ব্বে পুরুষদিগের সভ্যতা শিক্ষা করা আবশ্যক।" সভ্য ইংরেজ সংসর্গী আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতারা এইরূপ আশঙ্কা করেন, কিন্তু কতকগুলি বঙ্গীয় নব্য যুবক ভ্রাতারা এদেশের স্ত্রীপুরুষদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মসাহস দেখাইতে চান এবং তাহা না করাকে অধর্ম্ম বলেন। অধিক দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্যে বসাইবার জন্য ঘোরতর বিবাদ ও কোলাহল করিলেন, স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে আর তাঁহাদের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ আসন শূন্য পড়িয়া থাকে।

৫। এডুকেসন গেজেট পাঠে জানা গেল, "আমেরিকার বোষ্টন নগরে একটী আশ্চর্য্য গানবাদ্য সভার অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে ২০০০০

গায়ক ও ৭০,০০০ সভ্য এক সময়ে উপস্থিত হন। যে নূতন গৃহে এই সভা হয়, তাহার নির্ম্মাণার্থে পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৬। এ বৎসর আমেরিকায় সূর্য্যের উত্তাপ এমত ভয়ানক হইয়াছে, যে এক সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরে ৭০ জনের অধিক লোকের সরদি গরমিতে মৃত্যু হয়।"

৭। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরীর দানের সংবাদ প্রতি সপ্তাহে আমরা এত প্রচুর প্রাপ্ত হই যে তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রচার করা বাহুল্য বোধ হয়। এই বলিলে যথেষ্ট হয় যে নদীস্রোতের ন্যায় ইহাদের দানস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে।

৮। ভুপালের বেগম প্রত্যহ স্বীয় রাজ্যে ৬২৮ জন দীন দুঃখী আতুরকে স্বব্যয়ে আহারাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

৯। ১৬ই ভাদ্র পাবনার হরিশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াছে। কন্যা অষ্টম বর্ষে বিধবা হন, এখন বয়স ২০ বৎসর। বরের নাম গিরিশচন্দ্র সার্ব্বভৌমিক, বয়স ৩০ বৎসর।

১০। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য জুলাই মাস হইতে পাওয়া যাইবে। ডিরেক্টরের এই ন্যায় বিচার ও সদাশয়তার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

বামাগণের রচনা।

চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১। সংসারের মধ্যে ধর্ম্মসাধন।

আজ আমাদিগের পারিবারিক সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব। অদ্য কি সুখের দিবস! এমন ক্ষমতা নাই যে তাহা বর্ণনা করি। চতুর্দ্দিকে প্রায় সকল ভগ্নীর হৃদয়ই উৎফুল্ল ও মুখেতে প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। সম্বৎসর কাল পিতা ইহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন, তাঁহারই অনুপম প্রসাদে ইহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, অদ্যও তাঁহার কার্য্য তিনি স্বয়ং আসিয়া সম্পন্ন করিবেন।

কেন আজ আমাদিগের প্রাণ মন উৎফুল্ল, কেন হৃদয় এত বিকশিত? কেবল ভগ্নীদিগের হৃদয় কমল এক স্থানে এককালে দর্শন করিতেছি বলিয়া? না, তাহা নহে; আজ আমাদিগের বিশেষ আনন্দের দিবস ও বিশেষ উৎসব, সেই উপলক্ষে আমরা আজ সকল হৃদয় বিকশিত অবলোকন করিতেছি। পিতা আজ স্বয়ং আসিয়া সকল হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা বিধান করিবেন, আমরা জীবনের সহিত আজ জীবনের উদ্দেশ্যকে যেন উচ্চ করি, ইহাতে আজ সা[illegible] ভাবে যোগ দিয়া তামাসা [illegible] ন্যায় আমোদ করিয়া আবা[illegible] হৃদয় লইয়া যেন আম[illegible] যাই। ইহা তামাসা নহে[illegible]

হাতে সার আছে। তোমরা একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করিয়া দেখ, ইহাতে সার আছে কি না? তোমরা ইহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অবাক কি আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। ইহা অমূলক নহে ইহা স্বপ্নের ভাবও নহে এবং ইহা নূতন নহে, ইহা চির-কালের। এই নিরাকার ব্রহ্মের সাধন পুরাকালেও ছিল, ইহা কাহারো মনঃ কল্পিত ধর্ম্ম নহে এবং ইহা আধুনিক নব্য সম্প্রদায়েরও ধর্ম্ম নহে। আমরা এক্ষণে স্থিরচিত্তে সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনা করিব। বৃথা সাংসারিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইব এবং কাতর প্রাণে হৃদয়ের দুঃখ তাঁহাকে জানাইব, তিনি অনাথ কাতরা দেখিয়া আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূণ করিবেন। তিনি ভিন্ন আমাদিগের গতি নাই। আজ আমরা নির্জ্জীব ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগ্রত বিশ্বা-সের সহিত জীবন্ত ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির ধর্ম্ম পরিত্রাণের ধর্ম্ম, পিতা স্বয়ং এই ধর্ম্ম জগতে প্রচার করি-লেন। ইহার মধ্যে আমরা যে পরি-মাণে সার সত্য সংগ্রহ করিতে পারিব, পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমরা [illegible]র কিয়দংশ সত্যও বর্ত্তমান [illegible] সংগ্রহ করিতে পারিব না। [illegible]র ভাব কেবল ঈশ্বর সন্নি-[illegible]র ধ্যান ধারণাতেই আ-[illegible]ন করিতে পারিব। সেইএক পিতার অবলম্বনেতেই আ-মরা আজ শান্তি ও পরিত্রাণ পাইব এবং ভগ্নীদিগের পরিত্রাণের সোপান বলিয়া দিব, আজ কাতর প্রাণ দেখিয়া পিতা দুঃখিনী কন্যা দিগের প্রতি সদয় হইবেন।

ভগ্নীগণ! তোমরা সরল অন্তঃ-করণে যাইয়া পিতার চরণ ধর, তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তোমরা নিরাশ হইও না, আপন আপন ক্ষম-তাতে ও পিতার করুণাতে অবিশ্বাস স্থাপন করিও না। বলিও না যে আমাদের ক্ষমতা নাই সংসারের প্রলোভনকে দমন করিতে পারি না। "পারিনা" এ ভয়ানক কথা প্রাণান্তে ও মুখে আনিও না, পারিব অবশ্য পারিব, পিতার করুণায় পা-রিব। রোপিত বীজ তাঁহার করুণায় অঙ্কুরিত হইল কেহ দেখিতে পাইল না, মনের ভাব তাঁহার করুণায় পরিবর্ত্তিত ও পরিস্কৃত হইতেছে কেহ দেখিতে পায় না। এই হৃদয় শূন্য শুষ্ক ও মলিন ছিল পরক্ষণেই উজ্জ্বলতা ও পবিত্রতা ধারণ করিল। কাহার করুণায়? সেই কেবল এক মাত্র কৃপাময় পরমেশ্বরেরই কৃপায়। আমরা দুর্ব্বল মনের দোষে অনেক সময় ধর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া সংসারের দোহাই দিয়া থাকি এবং সর্ব্বত্রেই এই বুলিই সমর্থন করিতে থাকি যে 'সংসারী ব্যক্তি ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না, তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মসাধন অসম্ভব।' হায়! কি অমূ লক কথা! কি ভয়ানক ভ্রমের